মেশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হইয়া জগতের কোন একটী কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেছেন না, কেবল তাঁহার প্রকৃতি-গুণদ্বারাই সমুদায় জাগতিক কার্য্য সমাধা হইতেছে। যদি বর্ত্তমানকালে জগতীয় দুরবগাহ ও অতিকঠিন কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলেও যিনি তাহা স্বয়ং করিতেছেন না, কেবল তাঁহার প্রকৃতিগুণ দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে; তাহা হইলে অতীতকালে জগৎসৃষ্টিসময়ে যে তিনি নিজে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা কিরূপে অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে?

অতিপুরাতন শ্রুতিকর্ত্তাই হউন, অথবা তদপেক্ষা নবীন পদার্থবিদ্যাবিৎ বা পুরাণবক্তাই হউন, কিম্বা এদেশীয় কি দেশান্তরীণ নব্যপ্রত্নতত্ত্বজ্ঞই হউন, জগতের প্রথমসৃষ্টি বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন যে সমুদায়ই যে তাঁহারা অনুমান রূপ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে হেতু জগৎ-সৃষ্টির অগ্রে জীবগণের সৃষ্টি হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে, কেন না পূর্ব্বে কারণ সমূহের সৃষ্টি না হইয়া তজ্জন্য কার্য্যের সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও প্রমাণবিরুদ্ধ। অতএব দেহমাত্রের আধার সমবায়ি কারণ যে সেই সেই দেহ নির্ম্মাণোপযোগী পরমাণুচয়, তাহার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে সেই

সেই কারণশূন্য-জাত-কার্য্য অর্থাৎ জীবদেহ স্পষ্ট হওয়া সিদ্ধান্তযুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভব। সুতরাং অগ্রে জীবদেহের সংস্থাপিকারণ জড়পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে তৎপরে কালসহকারে জীবগণের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব জগতের প্রথম সৃষ্টির বিষয়ে কেহই কিছু প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে বিষয়ে যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমস্তই আনুমানিক; তাঁহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অনুমান প্রমাণ দ্বারা যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন অতীত বিষয়ের যাথার্থ্য নিশ্চয় করেন, তাঁহারা বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপারের কার্য্য-কারণভাবকেই অতীত বিষয়ানুমানের প্রধান হেতু কল্পনা করিয়া থাকেন। পৃথিব্যাদি জড় পদার্থ সমুদায়ের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, যে তৎসমুদায় জড় চিরকাল সমানাবস্থা-পন্ন নহে। যে হেতু ইদানীন্তন কোন জড়েরই চির-কাল সমান অবস্থা লক্ষিত হইতেছে না। কেন না, সকল জড় পদার্থই সংযোগ-বিয়োগ-গুণশালী। বিবেচনা করিয়া দেখিলে যাহার সংযোগ বিয়োগ নাই এরূপ একটী জড়ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির যেরূপ অবস্থা থাকে, পরক্ষণে তদপেক্ষা অবশ্যই কিছু না কিছু পরিবর্ত্ত হয়। যে হেতু ক্ষ

এক্ষণে ইহাও উল্লেখ্য যে দৃঢ়াধ্যবসায়শালী মনুষ্যগণের এই এক প্রকৃতিসিদ্ধ স্বভাব আছে, তাঁহারা যখন কোন বস্তুর কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তখন যে পর্য্যন্ত চরম কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। অতএব অধ্যবসায়শালী পদার্থতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণ, যখন অবোধবৎ জানিতে পারেন যে এসমুদায় বিশ্বান্তর্গত জড়, কোন এক সময়ে পৃথক্ পৃথক্ পরমাণুরূপে পরিণত ছিল। তখন তাঁহারা তৎপূর্ব্ববিবরণ অর্থাৎ পরমাণু, কি প্রকারে হইল ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করাও সহজ ব্যাপার নহে। যদি বলা যায়, পরমাণু সকল চিরদিনই আছে অথবা ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা ইহা বলিতে পারেন, যদি পরমাণু সমুদায় চিরদিনই ছিল, তবে যে সময়ে ছিল বলিতেছ তৎসমকালেই তাহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে কেন মিলিত হইয়া একটী মাত্র হয় নাই? অথবা ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্টিসমকালেই বা কেন তাহারা সম্মিলিত হয় নাই? যদি বল ক্ষতি কি? ছিল অথবা সৃষ্টিসমকালেই তাহারা সম্মিলিত হইয়া একটী মাত্র জড় হইয়া গিয়াছে।

পরমাণুর নিত্যতাবাদী ও স্মষ্টিবাদী এই উভয়-পক্ষীয় লোকই পরমাণু সমুদায়কে একক্ষণও যদি পৃথক পৃথক রাখিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে অক্ষম হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পাষাতঃ এই সপ্রমাণ করিতে হইল যে বিশ্বান্তর্গত সমুদায় স্থূল জড়ই এক এক খান ও এক কালে সমুৎপন্ন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও মহান্ অনর্থ ঘটিতেছে। কারণ প্রথমস্মষ্টিকালে যাহা একখানি স্মষ্ট হইয়াছিল, এক খানি থাকাই তাহার সহজ ধর্ম্ম। তবে এক্ষণে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক দেখা ও করা যাইতেছে কেন? অতএব এই পরিদৃশ্যমান স্থূল স্থূল জড়পদার্থ সমুদায় এক এক খানিও নয়, এবং যে সকল পরমাণু দ্বারা ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারা প্রাগভাব-শূন্যও নহে, ও পরমেশ্বর একমাত্রজগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য পরমাণুর স্মষ্টিরূপ গৌরব স্বীকার করেন নাই।

অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগী অদ্বিতীয় জ্ঞান গোচর এই মহাকাশই আত্মপ্রকৃতি-প্রভাবে সমস্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জনক। কারণ প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে কি উদ্ভিজ্জগণ, কি জীবচয়, কি অন্যান্য পদার্থব্যূহ প্রায় সকল পদার্থই পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র থাকে না, পৃথিবীকেই চিরাশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব পৃথিবীই তৎসমুদায়ের জনক।

যদিও পৃথিবীস্থ পদার্থ উৎপত্তির, অন্য কোন কারণ থাকুক, তথাপি সেই সকল দ্রব্য জাতের পক্ষে পৃথিবী এমন অসাধারণ কারণ ও আধার, এরূপ আর কেহই নয়। যদি পৃথিবী না থাকিত তবে কোন প্রকারেই পরিদৃশ্যমান পার্থিব পদার্থ সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে পারিত না। যেরূপ পার্থিব পরমাণু-ঘটিত পদার্থ সমূহের পৃথিবী নিয়তাধার বলিয়া ধরণী তৎসমুদায়ের জননী, সেইরূপ সমস্ত বিশ্ব-সংসারের নিয়তাশ্রয় মহাকাশ যে তৎসমুদায়ের জনক হইবেক তাহার আশ্চর্য্য কি? অনাদি অনন্ত নিত্যস্বরূপ এই মহাকাশভিন্নও এসমুদায় জগতের নৈকট্য-সম্বন্ধ-বদ্ধ জনক হইবার দ্বিতীয় বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না ও জ্ঞানেও আইসে না।

আকাশই প্রকৃত নিত্যপদার্থ। ভাবিয়া দেখিলে যত ইচ্ছা অতীত বা ভবিষ্যৎ চিন্তা করা যাউক না কেন, কোন সময়ে যে আকাশ ছিল না বা থাকিবেক না ইহা কাহারও বোধে আইসে না। যদি বল কেন? পৃথিব্যাদি সমুদায় জড় বস্তুরই যদি অনন্ততা স্বীকার করা যায়, তবে মহাকাশেরই অনন্ততা স্বীকার করিবার আপত্তি কি? বটে, কিন্তু আকাশ জন্য, এ কথা বলিলেই ইহা অবশ্য মানিতে হইবেক যে কোন এক সময়ে আকাশও ছিল না। আকাশের অর্থ শূন্য; যে সময়ে শূন্য ছিল না, সে সময়ে শূন্যের বিপরীত

শূন্য শূন্য অর্থাৎ জড় পদার্থ সমুদায়ে এই সকল আকাশের অধিকৃত স্থানে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ইহা যে নিতান্ত অযুক্ত ও উন্মত্তপ্রলাপ তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। কেন না তাহা হইলে আকাশের নিতান্ত অভাব বশতঃ এ সমুদয় জগতের সৃষ্টি হইতে পারিত না। এবং আকাশের ন্যায় অসীম একখানি মাত্র নিশ্ছিদ্র নিরেট পদার্থ বিস্তৃত থাকিত। অতএব আকাশ নিত্যপদার্থ অর্থাৎ আকাশ চিরদিনই ছিল, আছে ও থাকিবেক।

আত্মপ্রকৃতি প্রভাবে ধ্বংসপ্রাগভাব-বিহীন এই মহাকাশ হইতে পরিদৃশ্যমান জগতের পরমাণু সমস্তের প্রসব হইয়াছে এবং কালক্রমে সেই সকল পরমাণু ক্রমশঃ পরিণত হইয়াছে।

যেরূপ, এক মাতৃজাত একগৃহজাত একদেশজাত একজাতীয় যোনিজ ও একধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিগণ, পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হইলে বাধা না থাকিলে স্বভাবতঃই পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা বা চেষ্টা করে; সেইরূপ, উল্লিখিত পরিণত পরমাণু সকলও একই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহারা স্বভাবতঃ পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। পরমাণু সকলের এইরূপ স্বাভাবিক চেষ্টাকেই, বিজ্ঞগণ একক্ষণে পারমাণব

আকর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই আকর্ষণটী [illegible]র্ষাপেক্ষা সূক্ষ্ম, অতএব ইহাকে সূক্ষ্মাতমাকর্ষণ [illegible]লা যাইতে পারে। এই আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে, অপেক্ষাকৃত অদূরদেশে জাত পরমাণু সকল প্রথমতঃ সম্মিলিত হইবার উপযুক্ত হইয়াছিল এবং নিতান্ত সন্নিকৃষ্ট হইলে পর, পরস্পর সংযোগ হওয়াতে দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হইয়াছিল। যে দুটী পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক হইয়াছিল সেই দুইটীর সূক্ষ্ম-তম পরিমাণের আকর্ষণও সম্মিলিত হইয়া প্রথমা-কর্ষণাপেক্ষা প্রবল দ্ব্যণুকাকর্ষণের উৎপত্তি হইয়া-[illegible]ল। এইরূপে ত্র্যসরেণু প্রভৃতিরও উৎপত্তি হইয়া ছিল। পরমাণু সকল দ্ব্যণুক, ত্র্যসরেণু প্রভৃতি-রূপে পরিণত হইলে যেমন তাহাদের আকৃতির পরিমাণ বড় হইতে লাগিল সেইরূপ তাহাদের [illegible]স্পরের আকর্ষণ শক্তি সম্মিলিত হইয়া ক্রমশঃ [illegible]রও প্রবল হইয়াছিল। প্রবল আকর্ষণ-গুণের [illegible]ম ও তারতম্যানুসারে এই অসীম নভোমণ্ডলের [illegible]ন স্থানে বহুতর পরমাণুসমষ্টি সকল পরস্পর [illegible]ন্ত সন্নিকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অপরিপক্ক-গ্রহ [illegible] ধূমকেতুরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই [illegible]ত্তে উহাতে তেজের উৎপত্তি হয়। যেমন [illegible]বস্তু রাশীকৃত থাকিলে, সূর্য্যের উত্তাপ ব্যতি-[illegible]কও উহার মধ্যভাগ স্বভাবতঃ উত্তপ্ত হয়, সেই-

রূপ ধূমকেতু-শরীরের রাশীকৃত পরমাণু সমষ্টিতেও স্বাভাবিক তেজের জন্ম হইয়াছিল ও অদ্যাপি হইতেছে। কিন্তু সেই তেজ, পরমাণুর সহজ নয় বলিয়া পরমাণু সমষ্টিতে ব্যাপারৃত্তি হইয়া নিলিপ্ত থাকে না। কাল সহকারে পৃথক হইয়া পড়ে। এইরূপ পরমাণু সমষ্টি হইতে তেজের পৃথক হওয়া সম্বন্ধের নামই পরমাণুর বিয়োজন গুণ। এইগুণ প্রভাবে এক এক সৌর জগতের সমুদায় ধূমকেতু-শরীরসম্ভূত তেজ সকল বিযুক্ত ও স্ব স্বভাব বশতঃ সকলেই সকলের দিকে ধাবিত, সুতরাং মধ্যস্থলে উপনীত ও সম্মিলিত হইয়া এক একটী প্রকাণ্ড তেজঃপুঞ্জ পদার্থ সম্ভূত হইয়াছে। সেই অসীম তেজঃপুঞ্জ সমুদায়ের মধ্যে যেটী আমাদিগের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী তাহাকে সূর্য্য ও তদ্ভিন্ন তেজোরাশি দিগকে তারা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধূমকেতুর শরীর-তেজ হইতে সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে। ইহা কেহ স্বীকার করিয়াছেন কি না তাহা আমি জানিনা, কিন্তু ধূমকেতু দ্বারা যে সূর্য্যে তাপের বৃদ্ধি হয়, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক ধূমকেতুর শরীরের উপরিভাগের তেজ নিঃসৃত হইলেই ঐ ভাগ কঠিন হইয়া যায়। তাহা হইলেই উহার মধ্যভাগের যে সকল কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া আর বহি-

হইতে পারে না। সুতরাং কালক্রমে ধূমকেতু সকলের উপরিভাগ শীতল, কঠিন ও দৃঢ় হয় ও অন্তর্ভাগ তেজস্বী তরল পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এই সময়ে উহাদিগকে ধূমকেতু না বলিয়া গ্রহ বলা যায়। পৃথিব্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ-গণ ঐরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। উল্লিখিত কারণে পৃথিবীর মধ্যভাগও তেজোময় তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর গর্ভ যে তেজস্বী তরল পদার্থে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা আগ্নেয় পর্ব্বতের কার্য্য-দর্শনে অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন প্রত্যেক প্রজার কোষ হইতে কিছু কিছু কর আদায় করাতে রাজকোষস্থ ধন সকল, প্রজাদিগের ধন অপেক্ষা অনেক অধিক হয়; সেইরূপ এক এক সৌর জগতের সমুদায় অপক্বগ্রহ উপগ্রহদিগের তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎকায় হইয়াছে।

যখন দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু প্রভৃতি পরমাণু সমষ্টি সকল প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল; তখন তাহাদিগের আকর্ষণ শক্তিও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া প্রভূতবলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পরমাণুর আকর্ষণসমষ্টি জড়বস্তুর মধ্য হইতে কার্য্যকারী হয় বলিয়া সুধীগণ উহার নাম মা-ধ্যাকর্ষণ রাখিয়াছেন। এই মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে

গ্রহগণ পরস্পর পরস্পরকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করাতে তাহাদিগের প্রক্ষেপণী শক্তি জন্মিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সূর্য্য সমুদয় গ্রহের মধ্যবর্ত্তী, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অতি তেজঃপুঞ্জ পদার্থ; অতএব তাহার প্রভূত আকর্ষণবলে সমুদায় গ্রহগণ, সূর্য্যকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সূর্য্যাকর্ষণ ও গ্রহদিগের নিজ নিজ প্রক্ষেপণী শক্তি এই উভয়বিধ আকর্ষণ বলে, তৈল-যন্ত্র কিম্বা ফিরকার ন্যায় গ্রহগণ নিয়মিতরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পরমাণু সকলের যথুক ত্রাসরেণু হইবার সময়ে স্থান সন্নিবেশ গুণের ইতর বিশেষ হইবাতে পঞ্চ, পঞ্চশক্তি বা ততোধিক কিম্বা তাহাপেক্ষা ন্যূন সঙ্খ্যায় ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ভূত সমুদায়ের সৃষ্টি হইলে আর মিশ্র পদার্থ বা উদ্ভিদগণের সৃষ্টি হওয়া কঠিন বিষয় নহে। সূর্য্য ও পৃথিবীর আকর্ষণেই এই অদ্ভুত উদ্ভিদগণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্য্য, পৃথিব্যাদি গ্রহদিগকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করেন। এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে পার্থিবাদি পরমাণু সমুদায়ও পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সংস পার্থিব পরমাণুগণ উভয়বিধ উপর্য্যুক্ত আকর্ষণ বলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উভয়তঃ

ংশীত দিকে চালিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে পরমাণুচয় যখন প্রথম চালিত হয়, তখন তাহাদিগকে অঙ্কুরিত বলাযায়। তৎপরে তাহাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে উপরিভাগকে সেই উদ্ভিজ্জের ক্রমান্বয়ে গুঁড়ি, শাখা, পল্লব ও নিম্নবর্ত্তী অংশকে মূল কহা যায়। বৃক্ষের পাদ অর্থাৎ মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণরূপ পান করে বলিয়া উহাদিগের অন্য একটী নাম পাদপ হইয়াছে। ফলতঃ এই পরিদৃশ্যমান মৃত্রসাদি পদার্থ সকলই স্ব স্ব প্রকৃতি বশবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষ লতাদি ও তত্তৎ উদ্ভিদের ফল পুষ্পাদি রূপে পরিণত হয়।

উপরি উক্ত প্রকারে যখন পৃথিবী নানাবিধ উদ্ভিদপূর্ণ হইয়াছিল, এবং যে সময়ে ফল পুষ্প পত্রাদি পরিপক্ব, স্খলিত ও পতিত হইয়া বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; সেই সময় অবধি ঐ বিকৃত ফলাদি হইতে, অন্য-বিধ ভৌতিক বা মিশ্র পদার্থের সাহায্যে ও স্ব স্ব প্রকৃতিপ্রভাবে স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ ভেদে বিবিধ জীবগণের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদিও অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রাণিবর্গের উৎপত্তিক্রম, স্বেদজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা যাইতেছে, তথাপি তাহাদের আদিম সৃষ্টীর সৃষ্টি যে, জনক জননী ব্যতিরেকে স্বেদ-

জের ন্যায় হইয়াছিল, তাহাতে আর অধিক সন্দেহ করিতে ইচ্ছা হয় না।

পিতা মাতা ব্যতিরেকে যে স্বেদজ প্রাণিবর্গের সৃষ্টি হইতেছে ইহা কাহার অবিদিত আছে? যদি অযোনিজ স্বেদজ জন্তুগণ অল্পকাল মধ্যে ভূরি ভূরি পরিমাণে জন্মিতে পারে; তবে অণ্ডজাদি প্রাণি-সমূহের বহুকাল মধ্যেও যে এক বা অধিক দম্পতী স্বেদজের ন্যায় যোনি ব্যতিরেকে সৃষ্ট হইবেক তাহার আশ্চর্য্য কি? যোনিজ জন্তুর কোন প্রকারে একটী-মাত্র দম্পতীর প্রথম সম্ভব হইলে তজ্জাতীয় জন্তুর বংশ বৃদ্ধি হইবার আর অভাব থাকে না।

যে যে সামগ্রী দ্বারা মানবদিগের জন্ম হইতেছে, বোধ হয় কালক্রমে দৈবাৎ সেই সেই বস্তু সমবেত হইয়া আদিম মানব দম্পতীর কৃষ্টি হইয়াছিল। ফলতঃ সকলের আদিম নর ও নারী যে অযোনিজ ছিলেন, তাহা এদেশীয় ও ভিন্নদেশী প্রাচীন ইতিহাস দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় পুরাণবক্তাদিগের মতে স্বয়ম্ভুই সর্ব্বাদি মনুষ্য; স্বয়ম্ভু এই নামার্থের চাতুরী বুঝিলেও, তিনি যে যোনিজ নহেন ইহার প্রচুর প্রমাণ হইতে পারে স্বয়ং অর্থাৎ যিনি আপনা আপনি, ভূ কি হন; তাঁহাকে স্বয়ম্ভু বলা যায়। স্বয়ম্ভুদেবের যোনি ব্যতিরেকে জন্ম হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার আর একটী না

ভূম্যোদ্ভিজ হইয়াছে। তাহা হইলেই বিনা যোনিতে কোন অনির্ব্বচনীয় স্থানে, যে, মানবাকার জন্মিবার কারণকূট সম্মিলিত হইয়া আদিম মানব-দম্পতীর সৃষ্টি হইয়াছিল, এই মত অপ্রামাণিক হইবে না। এবম্প্রকার, প্রাচীন ইতিবৃত্ত রামায়ণগ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; ত্রিলোক-বিখ্যাত রঘুকুল-ধুরন্ধর শ্রীরাম-বনিতা, অযোনিজা জনক-পালিত-দুহিতা সীতা ভূমিতে জন্মিয়াছিলেন। যে যে বস্তুতে ও যেই কৌশলে মানবীয় দেহ জন্মে, বোধহয়, সীতার জন্মভূমিতে তৎসমুদায় দৈবাৎ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার সমুৎপাদন করিয়াছিল।

যেমন পরমাণু ও তাহার সমষ্টি সমুদায়ের স্থান সন্নিবেশনগুণের ইতরবিশেষ হওয়াতে বিবিধ ভৌতিক ও অসংখ্য মিশ্র পদার্থ জন্মিয়াছে; সেইরূপ দেহ জন্মিবার কারণের ইতরবিশেষ হওয়াতে নানাবিধ জন্তুর উদ্ভাবন হইয়াছে। একারণ এক্ষণে যে সকল জন্তুশরীর, নয়ন ও শ্রবণ গোচর হইতেছে, কোন কোন কালে তদপেক্ষা অল্প বা অধিক ছিল; এবং কালক্রমে তাহা অপেক্ষাও অধিক বা অল্প সংখ্যায় দৃষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ কালে কালে যে নূতন নূতন জন্তুর উদ্ভাবন হইতেছে; ইহা প্রাকৃতিক ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতগণও সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বস্তুর সমবায়ি কারণ অর্থাৎ যে বস্তু দ্বারা প্রথ-

যোক্ত বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহা জানিতে পারিলে সেই প্রস্তুত বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণে বিশেষ ক্ষমতা হইতে পারে। মনে করুন, কজ্জলী একটী বস্তু; কজ্জলী দেখিবামাত্র উহার সম্যক যাথার্থ্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু যখন জানা যায়, যে উহা কেবল গন্ধক ও পারদ এই উভয় প্রকার বস্তু মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তখন উহার বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা সমুদয় ভ্রম নিরস্ত হয়। এবং যিনি তাহা জানিতে পারেন তাঁহার মনে প্রচুর আনন্দ হইয়া থাকে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যে এই প্রত্যক্ষাধীন ক্ষিত্যাদি পদার্থ দ্বারাই কি উদ্ভিদ-শরীর কি জীবকলেবর সকল প্রকার দেহই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক গুণ বশতঃ পরমাণুর বিশেষ বিশেষ সংযোগ বিয়োগ দ্বারাই বোধাতীত পরমাশ্চর্য্য শারীরকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। শস্যাদির বীজাদি ভূমিতে বপন করিলে তথাকার মৃত্তিকা রসাদির প্রকৃতিগুণে উহারা বৃক্ষলতারূপে পরিণত হয়। এবং সময়ানুসারে তাহাই শস্য বা ফল পুষ্পাকার ধারণ করে।

সেই শস্যাদি জীবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া কিয়দংশ মলমূত্রস্বেদাদিরূপে বহির্গত ও অপরাংশ শোণিত, শুক্র, মাংস, অস্থি, মজ্জাদিরূপে পরিণত হইয়া সচেতনজীবদেহ ধারণ করে। বাল্যকা-

পরিমিত ক্রমে ক্রমে নিয়মিত রূপে শস্যাদি যত আ-হৃত হয়, ততই দেহের উপচয় হইতে থাকে। পরন্তু কালক্রমে সেই উদ্ভিদাদিজাত দেহচয়ের যখন অপচয় হয়, তখন পুনরায় তাহারা পঞ্চত্ব অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৌতিক* পদার্থে বিলীন হইয়া যায়। অতএব প্রত্যক্ষ হইতেছে যে এই মৃদাদি ভৌতিক ও জলাদি মিশ্র পদার্থ সমুদয় উদ্ভিদ ও জীবদেহ এবং পুনরায় মৃদাদি ভূত ও জলাদি মিশ্র পদার্থ রূপে পরিণত হইয়া জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এবং পরমা প্রকৃতির আশ্চর্য্যগুণ ও কৌশল প্রকাশ করিতেছে। যে যে স্থলে কোন বস্তুর উৎপত্তি ও নাশ বলিয়া ব্যবহার করা যায়, সে সমুদয়ের জনন দহনাদি ক্রিয়া দ্বারা কেবল অবয়বী পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে। তাহাদিগের শরীরগত পরমাণুচয়ের আর কোন কালেই নাশ হয় না। এবং সূর্য্যতাপের বাধাবশতঃ আর কোন নূতন পরমাণুরও সৃষ্টি হইতেছে না। যাহা প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা চিরদিনই সমান পরিমাণে আছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে যে কারণে মানব ও মানবীদিগের এক্ষণে জন্ম হইতেছে, মানবদিগের

* পঞ্চ উপলক্ষণ মাত্র, যে দেহ যত প্রকার ভৌতিক পদার্থে রচিত হয় তৎসমুদায়ে।

সর্ব্বাদিম দম্পতীর স্মৃষ্টির পূর্ব্বে তৎকারণকূট সংঘটনক্রমে সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং সেই অযোনিজ স্ত্রীপুরুষ দ্বারাই প্রায় সমস্ত ধরণীমণ্ডলী সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক প্রকার দম্পতী হইতে সমুদায় নরকুল স্মৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া সমুদায় নরনারীই একরূপ স্থূলাকৃতি ও একরূপ প্রকৃতি। তবে যে, ভিন্নদেশীয় বা ভিন্নজাতীয় মানবদিগের অবয়বাদির কোন কোন অংশে অনৈক্য দেখাযায়, সে কেবল দেশবিশেষের প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে। পৃথিবীতে করোটিভেদে অন্যূন পঞ্চ প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত আদিম দম্পতীর ভিন্ন ভিন্ন করোটি ছিল। সেই স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্র-কন্যারা মিশ্র-করোটিক হইয়াছিল। এবং আদিম স্ত্রীপুরুষ ও তাহাদের সংযোগজাত পুত্র-কন্যাদিগের পরস্পর সংযোগে দ্বিমিশ্র ও এইরূপে ত্রিমিশ্রাদি-করোটিক লোক জন্মিয়াছিল। অতএব ঐ আদিম স্ত্রীপুরুষ হইতেই, ককেসস্, মঙ্গল, মালই, কাফ্রি ও আমেরিক এই পঞ্চ বা তদপেক্ষা অধিককরোটিক লোকের স্মৃষ্টি হইয়াছে। যাহাহউক, আদিম নরদিগের জন্মবৃত্তান্ত অন্যকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারে না এবং নিজ জন্মকালীন বিবরণ আপনারও মনে থাকে না। অতএব আদিম নরের জন্মকথা কিরূপে প্রকৃত প্র-

বে গণিত হইতে পারে? তবে অনুমান দ্বারা নি যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে যেটি প্রকৃত যুক্তি-যুক্ত হইবেক সেইটিই অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক বোধ করিতে হইবেক।

নিয়ম।

জগৎ ও জগৎকার্য্য সমুদায়ই প্রাকৃত নিয়মের অধীন। সেই প্রকৃতিসিদ্ধনিয়ম অবস্থানুসারে দুইপ্রকারে আখ্যাত হইতে পারে; যথা ঐশ নিয়ম ও রাজকীয় নিয়ম, যাহা অকৃত্রিম ও স্বভাবতঃ প্রচলিত, তাহাকে ঐশ নিয়ম, আর যাহা কৃত্রিম ও রাজা বা প্রভুত্বশালী লোক কর্ত্তৃক চালিত হইয়াছে তাহাকে রাজকীয় নিয়ম বলাযায়। ঐশনিয়ম দ্বিবিধ, আশুফলদ ও পরিণামফলদ; যে সকল নিয়মের অনুযায়িকার্য্যের অনুষ্ঠান মাত্রেই সুখ, ও অন্যথা করিলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ হইয়াথাকে তাহাকে আশুফলদ ঐশনিয়ম বলা যায়। যেমন উপযুক্ত ভোজন করিবা মাত্র তৃপ্তি লাভ ও প্রকৃতরূপে অগ্নি সংযোগ হইবা মাত্র অঙ্গ দগ্ধ হইয়া থাকে, ইত্যাদি। এবং যে সকল নিয়মানুযায়িনী ক্রিয়া করিলে বা না করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার ফল অনুভূত না হইয়া থাকে

অর্থাৎ ভবিষ্যতে ফল পাওয়া যায়, তাহাকে পরিণাম-ফলদ ঐশনিয়ম বলা গিয়া থাকে ; যেরূপ নির্দিষ্ট-কালে পরিমিত ভোজন করিলে ভবিষ্যতে শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়, আর অবৈধকালে বা অপরিমিত ভোজনে পরিণামে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে ইত্যাদি।

স্বার্থ ও প্রজার্থ নামভেদে রাজকীয়নিয়মও দুইপ্রকার। যে সকল নিয়ম প্রজাদিগের ইষ্টসাধক নহে, বরং সময়বিশেষে অনিষ্টকর বলিয়া বোধহয় ; ও রাজাদিগের স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে ইষ্টকর, তাহাদিগকে স্বার্থ রাজকীয় নিয়ম বলাযায়। যথা, রাজাদিগকে করদান ও রাজ-বিদ্রোহীর দণ্ড, ইত্যাদি। যে সকল নিয়মদ্বারা রাজা ও প্রজা উভয়েরই বিষয় ভেদে উপকার কিম্বা অপকার হয় তাহাকে প্রজার্থ রাজকীয় নিয়ম বলাগিয়া থাকে। যথা, দুষ্টের দণ্ড ও শিষ্টের পুরস্কার ইত্যাদি। সামাজিক নিয়মও ইহারই অন্তর্গত।

যে সকল নিয়ম ঐশ নিয়মের অবিরুদ্ধে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাই চিরদিন সমভাবে ও অকপটে প্রতিপালিত হইতেছে। আর যাহা ঐশ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা যদিও রাজার কিম্বা সমাজের ভয়ে লোকে অনিচ্ছাপূর্ব্বক পালন করুক, কিন্তু তাহা চিরদিন সমভাবে ও অকপটে প্রচলিত

[illegible]হু না। যেমন, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশুসন্তান-[illegible] অবশ্য ভরণ পোষণ করিবেক, এবং পিতার [illegible]শাস্তে পুত্র তদ্ধনে সত্ত্ববান্ হইবেক ইত্যাদি [illegible]য়ম, ঐশ নিয়মের সহিত অবিরুদ্ধ; অতএব ইহা চিরদিন সমভাবে ও অকপটে চলিতেছে। পরধন পরদারা হরণ করিবেক না ও জীবমাত্রেরই হিংসা করিবেক না, ইত্যাদি নিয়ম ঐশনিয়মের বিরুদ্ধে প্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা সমভাবে ও অকপটে চলিত হইতেছে না। ইহা বলিয়াই যে পো-যোক্ত নিয়ম ও তৎসদৃশ নিয়ম সকল নিন্দনীয় এমত নহে, প্রত্যুত ইহা জন সমাজের মহোপকারী সন্দেহ নাই। কেননা যদি ঐরূপ নিয়মনিচয় প্রচলিত না হইত, তাঁহা হইলে অসহায় সাধারণ লোক কর্য্য সনুশিক চেষ্টাধান হইলেও আপন আপন সুখজনক ্হাশ্রমোচিত ধন দারাদি রক্ষণে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইত ও সংসার অতি অসুখের স্থান হইয়া উঠিত।

ব্রাহ্মণ।

অতি পূর্ব্বকালে যে সময়ে ভারতবর্ষে মনুজা-তর প্রথম সমাগম হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ বিস্তৃত-

বাহুল্য হইল। তখন তাঁহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল তৎকালে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন, তাঁহারা অনায়াসেই আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার কাৰ্য্যে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে যেমন শস্ত্রবলদ্বারা রাজত্ব ও প্রভুত্ব বিস্তার করা রীতি দেখা যাইতেছে, তৎকালে তাঁহারা সেরূপ নিয়মে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করেন নাই। তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধিকৌশলে যে সকল অদ্ভুত পূর্ব্ব মহোপকারী বিষয় স্থির করিয়াছিলেন, (এক্ষণকার পাদরি সাহেবদিগের মত) উপদেশ দ্বারাই তৎসমুদয়ের কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তৎকালীন চতুর নরগণ, বোধহয় প্রথমতঃ জগতের স্বাভাবিক পদার্থের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য প্রণালীর কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে হেতু কোন অপূর্ব্ব বস্তু বা ঘটনা দেখিলে লোক মাত্রেরই তাহার কারণানুসন্ধান করিতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হইয়াথাকে। এবং অনুসন্ধান সময়ে, চতুর কারণ-জিজ্ঞাসুজনগণ, স্বীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে যাহাদিগকে উৎসাহী দেখিতে পান তাহাদিগকে আপনাদিগের সমকক্ষ জানিয়া সমাদর ও স্বভাবতঃই প্রণয়বদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। অতএব তদানীন্তন অপেক্ষাকৃত চতুর সমবুদ্ধি ও সমোৎসাহী কতকগুলি লোক জগতের অলৌকিক চমৎকার কা-

স্বাভাবিক কার্য্য সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন। এবং তাঁহারা একাকী হইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রত্যেক বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ চিন্তাদ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইত তাহাই তাৎকালিকী ভ্রান্তি বলিয়া প্রচারিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য, যে পদার্থচিন্তা আরব্ধা হইবার পূর্ব্বেই ভাষা প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা। কেননা যে পর্য্যন্ত ভাব চলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বিশিষ্টরূপে পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশের সময় উপস্থিত না হইবাতে একাধিক জনগণ সম্মিলিত হইয়া কোন বিষয় চিন্তা করিতে সমর্থ হন না। আর যদিও একাকী কেহ কোন পদার্থ চিন্তনে সমর্থ হইতে পারেন; কিন্তু ভাষা প্রচলিত না হইলে অবধারিত বিষয় কখন অন্যের সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবার সম্ভাবনা থাকে না। অপরের হৃদয়গত না হইলেও তাহা সাধারণের বোধগোচর হইতে পারে না।

পরন্তু কোন প্রধান শ্রুতির লিখন ভঙ্গী দেখিয়া বোধহয়, যাঁহারা তৎকালে বস্তুতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া বস্তুতত্ত্বানুচিন্তনে প্রবৃত্ত হইতেন না। প্রত্যুত সকলে একত্র উপবিষ্ট হইয়া সভ্যপ্রণালীতে কোন বিষয়ের

তত্ত্ব নিরূপণ করিতে আরম্ভ করিতেন। যে সময়ে যাহা নিরূপ্য বলিয়া বোধ হইত, সভাসীনদিগকে শুনাইবার জন্য সভাধ্যক্ষ উচ্চৈঃস্বরে তাহা পাঠ করিতেন। পাঠ সমাপ্ত হইলেই সভাসীন জনগণ সকলে মিলিয়া পঠিতবিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতেন। তৎকালে অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং সভার পাঠ শুনিয়া শুনিয়াই সভোরা তদ্বিহিতানুষ্ঠান করিতেন; অতএব শ্রবণার্থ ক্রধাতু হইতে সেই পঠিতবচন সমূহের নাম (শ্রুতি) হইয়াছে। সভাধ্যক্ষ শ্রুতি সকল উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন বলিয়া আবশ্যক সময়ে সকলেই উহা উচ্চরবে পাঠ করিতেন; এইরূপে কালক্রমে উচ্চৈঃরবে শ্রুতি পাঠকরা নিয়মবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত বস্তুতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু জনগণ, বোধহয় প্রথমতঃই সূর্য্যবিষয়ক চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে হেতু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে মানবদিগের এই এক প্রকৃতি যে, তাঁহারা যদ্দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যঘটনা লক্ষ্য করেন, অগ্রে তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ পদার্থ-জিজ্ঞাসু যে কোন ব্যক্তি, যদি স্থূল স্থূল ও খণ্ড খণ্ড রূপে জগতের চমৎকার কার্য্যতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার, সূর্য্যদ্বারা যে ঘটনা হয় তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি লক্ষ্য হই-

কে পারে? তিনি যে এক একমাত্র মিহিরের অভাব হইলে সমুদায় জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত ও নয়নদ্বয়েও অন্ধ হইতে হয়। যখন সূর্য্য-কিরণের অভাব থাকে, সেই সময়, চক্ষু থাকিতেও জীবদিগকে অন্ধ করিয়া দেয় বলিয়া (অন্ধ শব্দ-পূর্ব্বক কৃধাতু হইতে) তাহার অপর একটী নাম অন্ধকার হইয়াছে। ফলতঃ সে সময়ে জীবগণের অতি অসুখে কালাতিপাত হয়। আবার কিছুকাল পরেই দেখিতে পান যে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগকে লোহিত-ময় ও আলোকময় করত অদ্ভুততেজঃপুঞ্জ প্রচুর-ক্ষমতাশালী এক প্রকাণ্ড মণ্ডলাকার-পদার্থ আবিঃ-র্ভূত হইতেছে। এবং কিঞ্চিৎ পরেই প্রত্যক্ষ করেন যে সেই একমাত্র তেজস্বী পদার্থের প্রভাবে ক্লেশ-কর অন্ধকার সকল দূরীকৃত হইল ও সমুদয় জীবগণ আনন্দময়-সুখসলিলে অবগাহিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করত স্ব স্ব প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য প্রবাহে নিমগ্ন হইতে লাগিল। অপিচ, তৎপরেই দেখিতে পান যে, সেই তিমির-বিঘাতক পরমকল্যাণজনক সূর্যাদেব বিরক্তিভাবে ক্রমশঃ গমন করত পশ্চিম দিগ্‌ভাগে অবরোহণ করিলেন। এবং তাহার অ-ব্যবহিত কাল পরেই পুনরায় সমস্ত জগৎ ঘোরতর তমোবৃত হওয়াতে প্রায় সমুদায় জীবগণ জড়-বুদ্ধি ও কার্য্যবিরত হইয়া সমধিক দুঃখভাজন

হইয়া উঠিল। ফলতঃ অন্ধকারাবৃত লোকদিগের প্রথমে আলোক আলোকন যেরূপ আনন্দজনক, আলোকস্থ লোকদিগেরও হঠাৎ অন্ধকারপ্রবেশ সেইরূপ ভয়ানক, সন্দেহ নাই। অতএব জগতের অভিনব তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে বিভাবসু দেবই যে সর্ব্বাগ্রে চিন্তাবিষয়ের লক্ষ্য হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কোন সভাত্তার মহোদয় পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে অবশ্য চিন্তনীয় সূর্য্যতত্ত্ববিষয় সভাদিগের সমীপে ব্যক্ত করত শ্রুতি ও শ্রুতিবিহিত তত্ত্বচিন্তনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। "যে তেজঃ আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রেরণ করিতেছে, সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজঃ আমরা চিন্তাকরি।„ সভাধ্যক্ষের এই পাঠ সমাপ্ত হইলে পর সভ্যগণ ঐ শ্রুতিবচনলভ চিন্তাবিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে অতি দুরূহ বিষয়ের চিন্তায় প্রবৃত্ত হওয়াতে অবিলম্বে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ হইয়া উঠে নাই; কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তাঁহারা সেই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এমত নহে; বরং চিরদিনের নিমিত্ত দৃঢ়াধ্যবসায় সহকারে সেই চিন্তায় তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত থাকিতে হইয়াছিল। অপিচ, অতি সুকঠিন বিষয় বলিয়া তাঁহারা আপনারা অনন্যচিত্তে চিন্তা করিতেন এবং তৎকালে সেই

চিন্তাযুক্ত সভ্যদিগের মতে যাহাদিগকে উপযুক্ত বোধ হইয়াছিল পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি উপদেশ-পূর্ব্বক তাহাদিগকেও কথিত বিষয় চিন্তা করিবার ভারার্পণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই শ্রুতির উপদেশ দেওয়া ও তদীয় বিষয় চিন্তাকরার প্রথা অতি পূর্ব্বতন কালেই প্রচলিত হইয়াছিল।

সভাসদ্‌গণ যখন দেখিলেন যে বহুদিন যাবৎ অবিচ্ছেদ ধ্যান ধারণা করিয়াও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিলব্ধ চিন্তাবিষয়ের অসংশয়িত রূপে এপর্য্যন্ত তত্ত্বনিরূপণ হইয়া উঠিল না এবং জগতের অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃতি প্রকাশ ও সংসার বা শরীর নির্ব্বাহোপযোগী বিবিধ যন্ত্র মন্ত্র উদ্ভাবন করাও আশু প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সভাগত জনগণের বিবেচনায় এই যুক্তি স্থির হইল যে, যে সময়ে প্রভাকর দেবের উদয় অস্ত ও মধ্যাকাশে গতি হয়, কেবল সেই সেই মুহূর্ত্তেই উল্লিখিত শ্রুত্যনুরূপ সূর্য্যবিষয়ক চিন্তায় লিপ্ত থাকা যাইবেক। এবং তদিতর প্রচুর সময়ে আশু-প্রয়োজনীয় সংসারোচিত ভাবনাযোগে ব্যাপৃত হইতে হইবেক। সূর্য্যদেবের উদয়, অস্ত ও মধ্যাকাশে গতির সময়ে শ্রুতিবিষয়ক সম্যক্ চিন্তা কর্ত্তব্য হইল বলিয়া। (সম্যগর্থ-সং-পূর্ব্বক চিন্তার্থ-ধ্যৈ-ধাতুত্তর অ প্রত্যয় করিয়া) পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বি-

ষয়ক উত্রকালিক চিন্তার কাল সন্ধ্যা হইয়াছে। উল্লিখিত সময়াবধি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন কালে উক্ত মূল কারণেই ব্রাহ্মণসমাজে সন্ধ্যাকর র রীতি অদ্যাপি প্রবল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সাংসারিক কার্য্যবিষয়ক চিন্তার নিমিত্ত দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই অবধারিত হইয়াছিল অতএব কোন কোন দিন দৈবগত্যা তাহার বাধ হইলেও তাদৃশ ক্ষতি বোধ হইতে পারে না। কিন্তু সন্ধ্যোপাসনার নিমিত্ত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংসন্ধ্যা কালে কেবল এক এক মুহূর্ত্তমাত্র কাল নির্দ্ধারিত থাকাতে দৈবযোগেও কোন দিন তাহার বাধ হইলে বিলক্ষণ ক্ষতি বোধ হইতে পারে এই বিবেচনায় „অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত„ অর্থাৎ প্রতিদিনই অবাধে সন্ধ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

তবে যে নিতান্ত আত্মীয় দিগের মরণাদি সময়ে কএক দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যোপাসনার বাধ দেওয়া হইয়া থাকে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সে সময়ে দুঃসহ শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত থাকাতে মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া যায়। চলচ্চিত্ত লোকের তত্ত্ব নিরূপণ করা দূরে থাকুক, তাঁহার তখন যত্ন নত্ নিরূপণ করাও কঠিন হইয়া উঠে, একারণ সে সময় সন্ধ্যাবন্দন হইতে ক্ষান্ত থাকা অতীব সদ্যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বাপেক্ষা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা

সমধিক শোকমোহিত হইলেও যোগবলে অল্প এক দিনমধ্যেই সুস্থচিত্ত হইতে পারেন; এই হেতু তাঁহাদের দশদিন মাত্র সন্ধ্যোপাসনার ব্যাঘাত হইবার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাবধি সময়টী শোকাদির নিমিত্ত হইয়া থাকে বলিয়া, (শোকার্থ শুচ ধাতু হইতে) তাহার নাম অশৌচ হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণাপেক্ষা অপ্রশস্তমনা; সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে উপযুক্ত সময় গত না হইলে সচ্ছন্দচিত্ত হইতে পারেন না, জানিয়া ক্ষত্রিয়দিগের দ্বাদশ দিন এবং বৈশ্যজাতির পঞ্চদশদিন যাবৎ অশৌচাবধারণ হইয়াছিল। পুরাতনকালে শূদ্রজাতীয় লোকেরা নিতান্ত স্থূলধী ও মূঢ় ছিল। মূর্খেরাই অজ্ঞান বশতঃ সামান্যজনসুলভ শোক দুঃখে বহুদিন যাবৎ বিমোহিত থাকে। অতএব শূদ্রেরা অন্ততঃ এক মাসের ন্যূনে বিগতশোক ও স্বকরণীয়কর্ম্মে সক্ষম হইতে পারিবেক না বিবেচনায়, তাহাদিগের সাবন গণনায় একমাস অর্থাৎ ত্রিংশদহোরাত্র অশৌচাবধারণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথম শ্রুতিশ্রবণানন্তর সময়ে সময়ে শ্রুতিবিষয়ক ধ্যান ধারণার রীতি প্রচলিত হইলে পর, সভ্যগণ, যখন নিয়মিত সময়ে তদ্বিষয় চিন্তা করিতে বসিতেন, তখন ধ্যেয় পদার্থের স্মরণার্থে

সভাস্তারপ্রণীত শাস্ত্রবিধি প্রভৃতির প্রথমতঃ জপ অর্থাৎ মনে মনে উচ্চারণ করিতেন, তৎপরে অভি-নিবেশ পূর্ব্বক তাহার তত্ত্ব চিন্তনে যোগারূঢ় হই-তেন। কালক্রমে কথিত সভাদিগের কুলে বহুতর বংশধর জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারাও নিজ নিজ উপযুক্ত উপদেশানুসারে আদিমা প্রকৃতির শিক্ষা ও রক্ষারীতি তদ্বিষয়ক চিন্তা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল চিন্তাদ্বারা কোন দুরূহ বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যে কত কঠিন ও শক্তিমত্তার কার্য্য তাহা একবার যিনি তাহার অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন, তিনিই সবিশেষ অবগতি করিয়াছেন। অতএব দুরূহচিন্তাশক্ত হওয়া সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে, সুতরাং সেই সভাবংশাবতংসদিগের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত জড়ধী হইয়াছেন, তাঁহারা যদিও আচার্য্যের নিকট পরমা প্রকৃতির উপদেশ পাইয়া তাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যদিও প্রাচী-নদিগের অনুগত হইয়া ধ্যানযোগাড়ম্বর করত নিয়মিত সময়ে উপবিষ্ট হইয়া তাৎকালিক রীত্য-নুযায়ী শিক্ষিত প্রকৃতির জপ অর্থাৎ মানসিক উচ্চা-রণ করিতেন; তথাপি তাঁহারা জড়তাদোষে ধ্যেয় বিষয়ের তত্ত্বরসজ্ঞ হইতে পারিতেন না। তাহা বলিয়াই যে তাঁহারা যোগাড়ম্বর হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এমত নহে; প্রত্যুত পরিণামে প্রতাপশা-

তেই হউক বা সভাস্তারস্থার্থেই হউক কিম্বা সমাজে যশস্বী হইবার নিমিত্তই হউক, অচলা ভক্তি সহকারে সেই পূর্ব্বোক্ত পরম্ প্রকৃতির পুনঃ পুনঃ জপ অর্থাৎ মনে মনে আবৃত্তিমাত্র করিয়াই নির্দ্দিষ্ট-কাল অতিবাহিত করিতেন। এই কারণে গায়ত্রীর জপ করার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রখরবুদ্ধিশালী লোক অপেক্ষা জড়মতি মানবই অধিক; অতএব গায়ত্রী-পদার্থের ধ্যায়ক অপেক্ষা কাল বশতঃ তাহার জাপকদিগের সংখ্যাই অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে তাহার এত বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে যে গায়ত্রী জপ ভিন্ন যে তদ্বিষয়ে তত্ত্ব চিন্তা করা কর্ত্তব্য ইহা প্রায় সকলেরই অবিদিতই হইয়া রহিয়াছে।

পরন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে পূর্ব্বোক্ত আদিমা-প্রকৃতিটী সভাসীনজনগণের সুস্পষ্টরূপে শ্রবণ জন্য প্রথমে উচ্চৈস্বরে গান করা হইয়াছিল বলিয়া, (গানার্থ-গৈধাতু হইতে) উহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। গায়ত্রী নিকর, যে সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য তাহার পরিজ্ঞানার্থে (সবিতৃ শব্দোত্তর তদ্ধিত ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া) গায়ত্রীর অন্য একটী নাম সাবিত্রী হইয়াছে। গায়ত্রীসহ পদার্থচিন্তা-সময়ে তাঁহার উত্তমরূপে স্মরণার্থে গায়ত্রী, অত্রি ঋদুয়ে উচ্চারণ করা যাইত বলিয়া, ৫ ঋদুচ্চারার্থ

অথবা ধাতুত্তর অল্ প্রত্যয় করিয়া,) মানসিক আ-বৃত্তিবাচক জপ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত গায়ত্রী-বিষয়ক চিন্তাই সর্ব্ব প্রথমে সভ্যদিগের হৃদাকাশে উদিত হইয়াছিল, ও তদবধিই অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল; আর সেই কারণেই বহুবিধ পরমার্থফলবান্ বেদের উদ্ভাবন হইয়াছিল বলিয়া "গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ" অর্থাৎ গায়ত্রীকে বেদ-মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এবং এই সকল কারণেই সমুদায় শ্রুতি স্মৃতি বেদ ও পুরাণ কলাপ অপেক্ষা গায়ত্রীর সমধিক আদর ও ভক্তিভাবে সম্মান করা রীতি অদ্যাপি সম্পূর্ণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। অধিক কি, গায়ত্রীজপে লোকের এত শ্রদ্ধা যে ব্রাহ্মণেরা যদি রীতিমত ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে অপারগ বা অসমর্থ হয় তথাপি অন্ততঃ অন্যূন দশধা গায়ত্রী জপ না করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বিগত-ব্রাহ্মণ্য, সমাজে হত-মান ও নিতান্ত নিন্দাভাজন হইতে হয় বলিয়া এদেশীয় আপামর সাধারণ লোকের দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে সভ্যদিগের মতে যাহাদিগকে উপযুক্ত বোধ হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগকেই গায়ত্রীর উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। যৎকালে এইরূপ উপদেশ দেওয়া যাইতেছিল

তৎকালে গায়ত্র্যুক্ত চিন্তার বিষয় অর্থাৎ সবিতা-
দেবের বরণীয় তেজোরাশি ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রদীপ্ত জা-
নিষ। —(বৃংহি অর্থাৎ দীপ্ত্যর্থ বৃহধাতু হইতে) উ-
পরি উক্ত বরেণ্য ও দীপ্তিময় তেজোবাচক ব্রহ্মণ্ এই
সাঙ্কেতিক নাম নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তৎকালে
সেই সভালোকেরাই ব্রহ্মপদ পদার্থের প্রকৃত
তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতেন অতএব "ব্রহ্ম বেত্তি"
অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি জানেন এই অর্থে (ব্রহ্মন্
শব্দোত্তর অঃ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন) তৎ-
কালীন সভ্যদিগের নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে। ব্রা
হ্মণের ক্রমে ক্রমে আপন আপন সন্তানদিগকেও
বীজবোধক সাবিত্রীর উপদেশ দিতে আরম্ভ ক-
রিয়াছিলেন। সন্তানেরাও আচার্য্যদিগের উপ-
দেশানুরূপ সাবিত্রী বিষয়ে জ্ঞানবত্তঃ অপরা-
পর বিষয়েও সমীচীন ব্যুৎপন্ন হইয়া পিতৃপৈ-
তামহিক পদ রক্ষিত ও উন্নত করিতে সবিশেষ যত্ন-
বান্ হইয়াছিলেন। সেই যত্নের এই ফল দর্শিয়া-
ছিল, যে, তৎপরে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুতা, সম্মানিতা
ও বিজ্ঞানবত্তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণদিগের সন্তানেরা উপনয়নধারণের
উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের পিতা বা
অন্য অভিভাবক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ পূ-
র্ব্বক নিজালয়ে আনয়ন করিয়া একটী সভা

প্রস্তুত করিতেন। সভাসীনগণ সচ্ছন্দ-মনে উপ-বিষ্ট হইলে পর সেই উপনেয় ব্রাহ্মণকুমার তাঁ-হাদিগের সমীপে উপনীত হইত। এবং সমধিক সমুৎসুক হইয়া অবিলম্বেই সভাপতি সমীপ গায়ত্রীর উপদেশ বিষয়ে উপযাচক হইত। সভ্যদিগের বিচারে ও বিবেচনায়, সমীপাগত ও পরীক্ষিত বালক উপযুক্ত বোধ হইলে, শ্রুতিপারগ সভাপতি কৃত-চূড় উপনীত ও ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-তনয়কে যথা-বিধি সাবিত্রীর উপদেশ প্রদান করিতেন। আচার্য্য-সমীপে উপনীতি অর্থাৎ উপস্থিতি ও উপদেশ প্রাপ্তি সময়াবধি উপদিষ্টব্যক্তি নিজচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান-সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন সকল সংশয় ও জ্ঞান নিধান ব্রাহ্মণসমাজ ভুক্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের আকৃতি দর্শাইবামাত্র সাধারণ জনগণ সকাশে অনায়াসে পরিচিত ও সমাদৃত হইবার নিমিত্ত, উপনয়ন দিনাবধি যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করা রীতিও তদবধিই প্রচলিত হইয়াছে।

যাঁহারা সভ্যদিগের শাসনাধীনতা স্বীকার করিতেন, অধীনতা স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগকে আপন আপন কর্ণবেধ করিতে হইত। বেধ কালে কর্ণের উপযুক্ত স্থানে সূচী বা সূত্র প্রেরণ করিতে হয় বলিয়া (প্রেরণার্থ চুদ্‌ ধাতু হইতে) কর্ণবেধের অপর

একটী নামকরণ হইয়াছে। গায়ত্রী উপদেশ প্রদানের অগ্রে সন্তান আচার্য্য সমীপে উপনীত অর্থাৎ উপস্থিত হইতে হইত; একারণ সেই উপস্থিতির নাম (সামীপ্যার্থ উপ উপসর্গ পূর্ব্বক প্রাপণার্থ-নী ধাতুত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন) উপনয়ন হইয়াছে। গায়ত্রী উপদেশ ঘটনায় পূর্ব্বেও উপদেশ্য লোকের মন ব্রহ্মবিষয়ে চরণ অর্থাৎ গমন করে বিবেচনায় (ব্রহ্ম শব্দ পূর্ব্বক চর্ ধাতুত্তর ণিন প্রত্যয় করিয়া) ব্রহ্মচারী পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণেরা তৎকালে কেবল ব্রহ্মনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এমত নহে; তাঁহারা প্রথমতঃ সাবিত্রীর বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত চিন্তাপথের পথিক হইয়াছিলেন এবং চিন্তারূপ মহীরুহের অমৃতময় সুরস ফলের রসাস্বাদন করিয়া সবল ও লুব্ধচিত্ত হইয়া স্বল্পায়াসে সংসার নির্ব্বাহোপযোগী বিবিধ মন্ত্র তন্ত্র আবিষ্কার করিবার ও মন্ত্র * অর্থাৎ কার্য্য বোধ প্রণালী উদ্ভাবন ও তাহা যথাযোগ্য পাত্রে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই মন্ত্রণা দানের এই ফল দর্শিয়াছিল, যে তৎকালীন অপর সাধারণ লোকেরা কেহ রাজ্যশাসন বিষয়ে, কেহ বা পাশুপাল্য, কৃষি, বাণিজ্য

---

* বোধার্থ মনধাতুত্তর ষ্ট্রন্ প্রত্যয় করিয়া কার্য্য-প্রণালী বাচক মন্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ও শিল্পকর্ম্মোপলক্ষে কেহ কোন আপন অভিপ্রায় উত্তরকালের শুশ্রূষণ করণে অভিনিবেশ পূর্ব্বক মনোনিয়োগ করিয়া প্রায় সকলেই শীতাতপরাক্ষাদি-জনিত স্বাভাবিক দুঃখনিচয়ের প্রতিবিধান ও নিজ নিজ জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া লইয়াছিল। যে লোক যে বিষয়ে উপদিষ্ট হইয়াছিল, নিয়ত আলোচনা করাতে সে তদ্বিষয়ের বিবিধ কৌশল ও সাধনসৌকর্য্য উদ্ভাবন করিয়াছিল। সুতরাং সেই সেই অবলম্বিত বিষয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবাতে প্রায় সমুদায় দেশ একটী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। . . . .

উল্লিখিত সাধারণলোকদিগকে পরম হিতজনক, নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করাতে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহারা সেই মহোপকারী উপদেশক অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের যৎপরোনাস্তি বশতাপন্ন ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কেনই না হইবে? যাঁহারা, নিতান্ত দুরবস্থার সময়ে সদুপদেশ ও অপরাপর উপায়দ্বারা উপকার করেন, যাঁহাদের কৃপাবলে নিতান্ত পশুবদবস্থার কালগত হইয়া সভ্যদেশীয় হওয়া যায় ও অবশ্যজ্ঞাতব্যবিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া যাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবামাত্র মনোনীত উত্তর পাওয়া যায়, ও যাঁহাদের উপদেশানুসারে চলিলে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ ও উপদেশ

বিপরীত পথে যাইলে পদে পদে বিপদ ঘটনা হয়, কে তাঁহাদের চিরদিন কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে? কেই বা পুরুষানুক্রমে তাঁহাদিগের পদাবনত না থাকে? কোন্ ব্যক্তিই বা তাদৃশ মহোপকারী জনগণকে ভূদেব ও প্রভু বলিয়া, যাবজ্জীবন ভক্তি শ্রদ্ধা ও সমাদর না করে? কোন্ মূঢ় লোকই বা তদ্রূপ অসাধারণগুণশালি-মহোদয়নিচয়ের অপরীক্ষিত বচনাবলিতেও বিশ্বাস না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হয়?

অতএব ব্রাহ্মণ জাতীয় লোকেরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের উপর যে চিরকাল প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং অপরাপর জাতীয় মানবেরাও যে তাঁহাদিগকে পুরুষ পুরুষানুক্রমে প্রভু বলিয়া স্বীকার ও দর্শন মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া শিরোনমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে নমস্কার করিয়া আসিতেছে; ইহা নিতান্ত ভ্রমমূলক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রতারণামূলক নহে। বন্য ব্যবহার পরিহার করিয়াবধিই এদেশীয় অপর সাধারণ মনুজগণ ব্রাহ্মণদিগকে সকলাগ্রগণ্য দেবতুল্য মান্য ও আপনাদিগকে তদপেক্ষা অধম বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কাল ক্রমে এই ব্যবহারের কারণ তিরোহিত ও কার্য্য সংস্কারবদ্ধ হইয়া কত শত বিকৃত ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

উপরি উক্ত প্রকারে এদেশীয় লোক সমুদ ব্রাহ্মণদিগকে প্রভু ও আপনাদিগকে অধীন বলিয়া স্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণেরা প্রভুত্ব লাভের গুণ বুঝিতে পারিয়া ক্রমশঃ তাহার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপদেশরগুণ বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার দ্বারাই স্বকার্য্য সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার উপদেশ উপায় দ্বারা ইচ্ছানুরূপ নিয়ম স.ক. এরূপ কৌশলে প্রচারিত করিয়াছিলেন যে তৎকালীন তাবৎ লোক স্বেচ্ছাক্রমে মনের সহিত তৎ সমুদয় প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের অদ্ভুত পূর্ব্ব যন্ত্র ও কার্য্য নির্ণয়ক উপদেশ সমস্তের প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে সাধারণ লোক সমাজ এরূপ বিমুগ্ধ অর্থাৎ গোঁড়া হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণদিগের মুখ বিনির্গত প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিধি নিষেধ বচন নিকরেও অবিশ্বাস বা হেতুবাদ করিতে কেহ প্রবৃত্ত হইত না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সাধারণের হিতজনক ও কেবল স্বার্থসাধক নিয়ম সমূহ ক্রমে ক্রমে প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কি অভিপ্রায়ে কোন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল তৎসমুদায় বা কিয়দংশ এই গ্রন্থের অন্যান্য ভাগে বিবৃত করা যাইবেক।"

সেই সকল প্রচরিত নিয়ম সমূহ দ্বারা জনসমা-

জের অন্যায় ও অত্যাচারাদি নিবারিত ও অবশ্য ক-র্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইতে লা-গিল দেখিয়া কঠিনমত নিয়মপালনেও কেহ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। বরং সন্তুষ্টচিত্তে আগ্রহাতিশয় সহকারে সে সমুদায় তখন প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই নিয়মাবলি দ্বারা জনসমাজ শাসিত হইতে লাগিল বলিয়া, তৎ সমুদায় নিয়মের নাম শাস্ত্র হইয়াছে। যাহার দ্বারা শাসন করা যায়, এই অর্থে (শাসনার্থ শাস ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় করিয়া) শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উল্লিখিত শাস্ত্র কৌশলে শাসন প্রণালী প্রচলিত না হইয়া যদি কেবল শস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিত তাহা হইলে শস্ত্রবলের হ্রাস সমকালেই তদ্রূপ শাসন প্রণালী রহিত হইত; সুতরাং পুরাতন নিয়মাবলির কিয়দংশ মাত্রও বর্ত্তমান কালে প্রচলিত থাকিত না। ফলতঃ উল্লি-খিত কারণে শাস্ত্রানুসারেই এদেশীয় দিগের প্রধান প্রধান ব্যবহার সকল প্রচলিত হইয়াছে।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ্য, যে ঐ সমস্ত শাস্ত্র চির-স্মরণীয় হইলে জনসমাজের মহোপকার হইবার স-ম্ভাবনা বিবেচনায় সকলে বুদ্ধি পূর্ব্বক শব্দের সঙ্কেত অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মহোপকারিণী অক্ষরসৃষ্টি জনসমাজের জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্ঞানপ্রচার বিষয়ে যে এক মাত্র উপায় ও প্রধান, প্রভৃতি হই-

য়াছে তাহা আর বিস্তারিত রূপে উল্লেখের প্রয়োজন নাই, সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাহা হউক, ঐ সকল বর্ণাবলির দ্বারা শ্রুতি, স্মৃতি, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইয়া অতি পূর্ব্বতন জ্ঞানরাশিও পাঠ কালে নিত নব নব বোধ হইয়া মানবদিগের পরমানন্দ ও সময়িক হিতসম্পাদন করিতেছে। কোন বস্তুকে গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহা যেমন স্খলিত বা পতিত হইতে পারে না; সেই রূপ আবিষ্কৃত শাস্ত্র বা জ্ঞান সকলও লিপিবদ্ধ হইলে গ্রন্থিবদ্ধের ন্যায় স্থান বিশেষে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া (রচনার্থ গ্রন্থ ধাতুত্তর অ প্রত্যয় করিয়া) জ্ঞানলিপ্যাধারের নাম গ্রন্থ হইয়াছে।

পুস্তক লিখনের রীতি আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হওয়াতে জন-সমাজের মহোপকার লাভ হইয়াছে। জ্ঞানলিপ্ত পুস্তকই উত্তরোত্তর পরিষ্কৃত-জ্ঞানবৃদ্ধির প্রধান-সাধক। যদি পুস্তক লিখনের রীতি প্রচলিত না হইত তাহা হইলে যত্নসংগৃহীত প্রাচীন জ্ঞান সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এবং প্রত্যেক সমকালীন নবীন নরদিগকে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকেই নূতন জ্ঞান জ্ঞান করিয়া পুনরায় তাহাই আবিষ্কৃত করিতে হইত। এককালীন লোকেরা পরস্পরের সাহায্য দ্বারা ও আপন আপন বুদ্ধি কৌশলে যাহা প্রকাশ করি-

তে পারিতেন কেবল সেই বিষয়েই তাঁহারা জ্ঞানী হইতে পারিতেন। যত্ন-সম্ভূত পূর্ব্বজন-সংগৃহীত জ্ঞান দিয়ে নব্য লোকেরা আর তাদৃশ ব্যুৎপন্ন হইতে পারিতেন না। ফলতঃ মধুমক্ষিকার মধুসঞ্চয়ের ন্যায় প্রাচীনলোককর্তৃক ক্রমশঃ বহুকাল-সঞ্চিত জ্ঞান-রাশি অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রাপ্ত ও শিক্ষিত হইয়া নবীন লোকেরা সেই বিজ্ঞতা প্রভাবে এক্ষণে যেমন আর আর নব নব জ্ঞানের আবিষ্কার করিতেছেন, গ্রন্থলিখনের প্রথা প্রচলিত না থাকিলে শাং সেরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

গ্রন্থ সকল মহোপকারী ও অতিবে বিশিষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধির প্রধান নিদান বলিয়া, কি এদেশীয়, কি অপরাপর দেশীয়, পুরাতন লোক মাত্রই যার পর নাই উহার সমাদর ও সম্মান করিয়া রক্ষা করিতেন। ঐ সূত্রেই ক্রমশঃ পুস্তকগণের দেবতাবৎ পূজা করার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে। অতএব অনেক দেশের লোকই কেহ নিয়ত কেহ না সময়ে সময়ে উহার পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গ্রন্থপূজকের কি নিমিত্ত পুস্তক পূজা করেন ও তাঁহার ফল কি, তাহার প্রকৃত-তত্ত্ব-বিষয়ে বোধ হয়, অনেকেই অনভিজ্ঞ আছেন। যাহা হউক, এইরূপ খৃষ্টীয় ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাও আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল ও কোরানকেও

মহামান্য করিয়া থাকেন। এমন কি অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া যাহা স্বীকার করেন, তাহার অন্যথাচরণ করা নিতান্ত অধার্ম্মিকের ব্যাপার বলিয়া তাঁহাদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। এতাবতা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া অভিমান ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, সন্দেহ নাই।

—০—

ক্ষত্র।

এদেশীয় পুরাতন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ শাস্ত্রোপদেশদ্বারা ভারতবর্ষমধ্যে আপনাদিগের শাসন বিস্তার করিয়া আনিয়াছিলেন। কালবশতঃ প্রকৃতিপ্রভাবে প্রজাসংখ্যার সমধিক প্রাচুর্য্য হইয়া উঠিলে, কালমাহাত্ম্যক্রমেই হউক, বা শাস্ত্রোপদেশের শৈথিল্য প্রযুক্তই হউক, কিম্বা ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্বের প্রতি ঈর্ষা করিয়াই হউক, কতকগুলি অশিক্ষিত দুর্দান্ত ও উদ্ধত লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তাহারা শাস্ত্রশাসনের অবাধ্য, ব্রাহ্মণদিগের অনায়ত্ত ও অহরহ বিবিধ অবৈধ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বোধ হয় তাহারাই দিতির জাত বলিয়া 'দৈত্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই দৈ

তাহাদিগের মংপরোনাস্তি অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজালোকেরা তৎকালীন শাসনকর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগের সভাতে আবেদন করিয়াছিল।

অনন্তর সভাসদ ব্রাহ্মণগণ বিবেচনা করিলেন, যে শস্ত্র প্রয়োগ ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রশাসন দ্বারা আর এই বিদ্রোহীদিগের দমন হইতে পারিবেক না। তাঁহারা ইহাও ভাবিয়াছিলেন, যে শস্ত্রদ্বারা শাসন স্থাপন করা সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে; অন্ততঃ দুই এক বার আঘাতসহ হইতে না পারিলে আর এক জনকে হত করিতে পারা যায় না; দুই এক জনকে হত আহত করিতে না পারিলেও বিপক্ষ-পক্ষকে অধীনস্থ করা যায় না। অতএব তাদৃশ অসমসাহসিক পরিশ্রমসাধ্য নিষ্ঠুর কার্য্যে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি করিলেন না। কেবল শস্ত্র ও তৎপ্রয়োগ কৌশলের মন্ত্র অর্থাৎ কার্য্যপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অতএব বিদ্রোহিদমন, শান্তিরক্ষণ, আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য রাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত সভাগণ কতকগুলি স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করিতে পরামর্শ করিয়া তদনুসারে উপযুক্ত লোকদিগকে পরীক্ষিত ও মনোনীত করিতে লাগিলেন।

যে সকল লোকদিগের অপেক্ষাকৃত প্রচুর শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম প্রতাপ সাহস ও কার্য্যপটুতা ছিল, সদাশয় ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকেই পূর্ব্বোক্ত আপনা-দিকে রক্ষণ ও প্রজারঞ্জনাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের শারীর কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রুকর্তৃক ক্ষত হইতে না পারিবার অর্থাৎ ক্ষত হ-ইতে ত্রাণ করিবার তাৎপর্য্যে উল্লিখিত লোক সকল নিযুক্ত হইয়াছিল* বলিয়া উহাদিগের (ক্ষত শব্দ-পূর্ব্বক ত্রাণার্থ ত্রা ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন) ক্ষত্র নাম হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের নিজ নিজ ক্ষম-তানুসারে কেহ বা প্রজাপতি কেহ কেহ সেনাপতি কেহ বা সেনাসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-দিগের সুমন্ত্রণানুসারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়েরা স্বতন্ত্র জাতি-রূপে পরিগণিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ-মধ্যে শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন; অদ্যাপি তাঁহার বহুতর চিহ্ন লক্ষিত হয়। এক্ষণেও ক্ষত্রিয়-জাতীয় লোক বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যে যেমন লেজিস্-লেটিব কৌন্সেল নামক সভাদ্বারা নিয়ম অর্থাৎ আ-

---

* অনুমান হয়, তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় প্রজাপুঞ্জের আবরণ হওয়াতে (বৃ বরণার্থ বৃধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া) উঁহাদিগের বর্ম্মন্ উপাধি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ইল প্রস্তুত হইয়া তদনুসারে সমস্ত রাজ-কার্য্য নি-
র্ব্বাহ হয় এবং লণ্ডনের পার্লিয়ামেন্ট সভ হইতে
অবধারিত ও নিয়মিত কার্য্য যেরূপ শ্রীমতী কুইন্
ভিক্টোরিয়ার প্রায় সমুদায় রাজ্যমধ্যে ব্যবহৃত
হইয়া থাকে ও তদ্দ্বারা যদ্রূপ কুইনের উত্তরোত্তর
শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; সেইরূপ এদেশীয় প্রাচীন বিজ্ঞ
ব্রাহ্মণদিগের সভাকর্ত্তৃক অবধারিত নিয়ম ক্ষত্রশা-
সিত সমুদয় ভারতবর্ষমধ্যে অব্যাহতরূপে প্রচলিত
ও ব্যবহৃত হইত ও তদ্দ্বারা ক্ষত্রদিগের উত্তরোত্তর
শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যিনি যে স-
ময়ে সর্ব্বাংশে প্রধান হইতেন সভাসদ ব্রাহ্মণেরা
তাঁহাকেই অভিষেক করিয়া এক্ষণকার গবর্ণর জেনে-
রলের ন্যায় সর্ব্ব প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রা-
জোপাধি প্রদান করিতেন। রাজাদিগকে বিপ্র-
প্রণীত নিয়ম বা শাস্ত্রানুসারেই সমুদায় রাজকার্য্য
নির্ব্বাহ করিতে হইত। অতএব সেই সূত্রেই ইদা-
নীন্তন রাজ-পুরুষেরা ও শাস্ত্রব্যবস্থানুসারেই ভারত-
বর্ষীয় প্রজাদিগের দায়ভাগ বিচার নির্ব্বাহ করিয়া
থাকেন। যাহা হউক প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজারা শাস্ত্র-
বহির্ভূত কোন কর্ম্মই করিতে পারিতেন না। যদি
কোন রাজা কখন শাস্ত্রব্যবস্থাকে অবমাননা করিয়া
কোন প্রকার অহিতাচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন,
তাহা হইলে প্রজারা একবাক্য হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষ-

শাস্ত্রে অধার্ম্মিক বলিয়া স্থির করিত; অতএব অল্পদিক কাল মধ্যেই তাঁহাকে অবমানিত ও পদচ্যুত হইতে হইত। যেমন অসতিপ্রাচীন কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

সভ্যগণ মনন, ও ক্ষত্রিয় কুল রাজ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণেই সতত ব্যস্ত থাকিতেন। অতএব সামাজিক জনগণের ভোজ্য ভোগ্য ও অপরাপর প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যজাত উৎপাদন রক্ষণ ও বিভিন্ন দেশ হইতে আনয়ন নিমিত্ত কতকগুলি তৃতীয় প্রকার উপযুক্ত লোক নিযুক্ত না হইলে সুন্দররূপে সমাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না. এই বিবেচনায় সভ্যগণ পরীক্ষা করিয়া যে সমস্ত লোকদিগকে তাৎকালিক নিষ্কর্ম্মাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ধনবান বুদ্ধিমান চতুর ও কর্ম্মঠ বোধ করিয়াছিলেন তাহাদিগকেই শিল্প, পাশুপাল্য, কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবেক বলিয়া শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতএব সেই তৃতীয় শ্রেণীর লোকের রাজসাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শাস্ত্রানুসারে পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প-কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা সভ্যদিগের আবিষ্কৃত অতি দুরূহ শিল্পকৌশলে কিম্বা সমধিক কঠিন বা দুরদেশেও অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিত বলিয় (প্রবেশার্থ বিশ ধাতু হইতে) উহাদিগের না

বৈশ্য হইয়াছিল।" বৈশ্যেরা শস্য, শস্যকে দ্রব্য ও ধনাদি যত্ন পূর্ব্বক গোপন অর্থাৎ রক্ষণ করিত অতএব রক্ষার্থ গুপ ধাতুর পর ক্ত প্রত্যয় করিয়া তাহাদিগের গুপ্ত উপাধি হইয়াছিল।

—০—

বাণিজ্য।

বৈশ্যেরাই ভারতবর্ষের শ্রীসৌষ্ঠব-বৃদ্ধির পত্তন করিয়াছিল। তাঁহারা গো-মেষাদি-পশু-পালন ও তাহার সাহায্যে কৃষিকর্ম্ম দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিবিধ শস্যোৎপাদন এবং শিল্প-কার্য্য-দ্বারা নানা-বিধ বসন, ভূষণ ও গৃহস্থলীর বস্তুজাত প্রস্তুত করিয়া যে পর্য্যাপ্ত দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতেন তাহার কিয়দংশেই স্বদেশীয় সমস্ত লোকের সচ্ছন্দরূপে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত এবং অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত ভাগ বিদেশে প্রেরিত ও তদ্বিনিময়ে স্বদেশ দুর্লভ বৈদেশ বস্তুজাত আনীত হইত। বণিক্ উপাধিক বৈশ্যেরা এই বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিত বলিয়া বণিজ শব্দ হইতে উহার নাম বাণিজ্য হইয়াছে। বাস্তবিক, ফলতঃ কতক দিন পর্য্যন্ত বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায় যেরূপ চলিয়াছিল যদি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও অবিচ্ছিন্নরূপে সেইরূপ প্রবাহ চলিয়া আসিত তাহা হইলে আর ভারতবর্ষীয়দিগের সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিত না। প্রায় সকলেই ধন, মান, জ্ঞান, রূপ,

জীলে পরিপূর্ণ হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করি-তেন। চাটুকার-সুলভ অথবা পরানুবৃত্তি দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ জীবিকা নির্বাহ করিয়া আর কেহই আপনাদিগকে কৃতার্থ ও সুখী বোধ করিত না। বহুশতাব্দীকাল প্রবিষ্ট নিজাধার পরোষ্ঠী-ধরপুত দেখিয়া আর আপনারা অম্লানবদনে প্রফুল্ল-নয়নে ও নিশ্চিন্তমনে বর্ত্তমান কাল অতিবাহিত করিতে পারিতেন না।

উল্লিখিত রূপে বিদেশ বাণিজ্যপ্রথা বহুদিন প্রচলিত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছিল। অনন্তর জলধিপোতপরিচালন বিদ্যার অপটুতা প্রযুক্তই হউক অথবা অনিবার্য্য দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃই হউক কালক্রমে দুই এক জন নাবিক ও বণিক, সপোত-জলমগ্ন, গতাসু, অনুদ্দিষ্ট বা অন্যবিধ বিপন্ন হইয়া-ছিল*। তাহা দেখিয়া শুনিয়া এতদ্দেশসুলভ সাহস-বিহীন অপরাপর নাবিক ও বণিকগণ বিদেশ বাণিজ্য বিষয়ে ক্রমশঃ শিথিলাদর ও কৃষি শিল্প কর্ম্মেই এ-কান্ত নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, যে আমাদের আবাসভূমি অতি উর্ব্বরা, যদি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া কৃষিকর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে অক্লেশে সচ্ছন্দে সপরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ

* যেমন শ্রীমন্ত সদাগর ও তাঁহার পিতা সিংহলদ্বীপে বি-পন্ন হইয়াছিলেন।

হইবেক। তবে কেন প্রাণ হাতে করিয়া সমুদ্রপথে বিদেশে যাইব? বাস্তবিকও তাহা বড় মিথ্যা নয়, এদেশে যে পরিমাণে আবশ্যক দ্রব্যজাত জন্মে, যদি সে সমুদায়ই আমাদের ভোগে আইসে, এবং সেই প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বদল দিয়া বিদেশীয় লোকের নিকট অতি অকর্ম্মণ্য কাচাদি লওয়া না যায়, তবে আমাদের অনায়াসে স্বাধীন থাকিয়া জীবিকা চলে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই কারণেই ক্রমে ক্রমে আমরা সমুদ্রপোতপরিচালন বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়াছি এবং বাণিজ্যার্থেও সমুদ্রপথে গমন করা অকর্ত্তব্য বলিয়া এদেশীয় আপামর সাধারণ লোকদিগের সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ত এখানকার প্রায় সকল লোকই দরিদ্র; প্রচুর-অর্থসাধ্য বাণিজ্য কার্য্যে তাঁহাদিগের যোগ্যতাই নাই। আর যদিও ইদানীন্তন কোন কোন লোক যথাকথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বস্তু সংগ্রহ করিয়া বিদেশীয় নাবিকগণের সাহায্যে বিদেশবাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে সাহস করেন তথাপি জাহাজে চড়িলেই জাতি যাইবেক বলিয়া কেহই স্বয়ং তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

ভোজন।

১। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমদ্দেশীয় মানব-দিগের ভোজনবিষয়ক রীতি অন্যান্য-দেশীয়দিগের প্রতি আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে পারে। অপেক্ষা-কৃত উত্তমজাতীয় লোক, তদপেক্ষা হীনবর্ণের পক্ক বা স্পৃষ্ট অন্নভক্ষণমাত্র জাতিভ্রষ্ট ও সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন। স্বদেশীয় সমধর্ম্মাবলম্বী লোক-দিগের সহিতই পরস্পর এত অনৈক্য, বিভিন্ন-ধর্ম্মী বিদেশীয় লোকদিগের সহিত ত কথাই নাই। তাহাদিগের সংস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন ত বহুদূরের কথা, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের শরীরস্পর্শমাত্রেও হিন্দুরা আপনাদিগকে অশুচি বোধ করিয়া থাকেন। ফলতঃ অপেক্ষাকৃত হীনবর্ণের ও অপরিচিত-কুলশী-লদিগের অন্ন পাক গ্রহণ নিতান্ত দূষ্য বলিয়া যে এ-দেশীয় লোকদিগের সংস্কার হইয়াছে অনুসন্ধান করিলে তাহার নিগূঢ় কারণ নিতান্ত অসঙ্গতিপ্রায়-সাধক ছিল এরূপ বোধ হয় না; বরং জনসমাজের হিতজনক ছিল বলিয়াই প্রতীতি হইতে পারে।

এতদ্দেশীয় বিপ্রগণ যখন সভ্যপদবীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা তৎকাল-প্রচলিত বস্তুজাতের প্রকৃত গুণ নিরূপণ করিয়া কোন্ বস্তুযোগে শরীর রক্ষিত ও পুষ্টি হয় এবং কি প্রকার

দ্রব্য খাইলেই বা শরীরের অনিষ্ট হয় তাহার অনেকাংশ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে বিশুদ্ধ পক্ক পরিষ্কৃত বস্তুর নিয়মিত কালে পরিমিতাহারই যেমন শরীর রক্ষার প্রধান উপায়, কুৎসিতরূপে পরিষ্কৃত দ্রব্যের অনিয়ত সময়ে বা অপরিমিত ভোজনই সেইরূপ শরীরনাশের প্রকৃত নিদান। অতএব তাঁহারা ভোজন বিষয়ে সবিশেষ সাবধান ছিলেন। প্রাচীন সভ্যেরা শরীরের ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটনার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল রসনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য বোধ করিতেন না; সুতরাং রসনার বাসনাগত হউক বা না হউক যে সকল বস্তুর অশন পান শরীরের রক্ষণ ও পোষণ সম্পাদন করে তাঁহারা সেই সেই বস্তুকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ ও সমধিক সুরস বস্তুও দেহপোষক না হইলে তাহাকে মলমূত্রবৎ বিসর্জ্জন করিতেন। যে সকল অন্ন পানের সুক্রমপক্কতা ও বিশুদ্ধতা বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইত তাঁহারা তাহা প্রাণান্তেও গলাধঃকরণ করিতেন না।

এ দেশীয় পূর্ব্বতন শূদ্রাদি অধম জাতীয় লোকেরা বস্তুতত্ত্ব বিচার ও অন্যান্য বিষয়ে তৎকালে নিতান্ত বর্ব্বর ও মূর্খ ছিল সুতরাং তাহারা উত্তমবর্ণদিগের নিকট সর্ব্বথা অবিশ্বসনীয় হইয়াছিল। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য

মূর্খেরা কি না করিতে পারে? তাহারা প্রাণ নাশক অখাদ্য বস্তুও সুখাদ্য বিবেচনায় উত্তমবর্ণদিগকে প্রদান করিতে পারে। মূর্খজনসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ বশতঃ জানিয়া শুনিয়াও অশিক্ষিত লোকেরা অন্ন-পান সহযোগে সভ্যদিগের কোন প্রকার শারীর অনিষ্ট চেষ্টা করিতে পারিত ইহার আশ্চর্য কি? ইত্যাদি নানাবিধ কূটার্থ বিবেচনা করিয়া পরিণামদর্শী সন্দিগ্ধচিত্ত পুরাণ সুধীগণ, অধমবর্ণ দিগের পক্ক, স্পৃষ্ট, দত্ত বা সংসৃষ্ট ভোজ্যপেয়াদি উত্তম জাতীয়দিগের সর্ব্বথা অব্যবহার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে নিয়মনিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

অপিচ, সতত সন্নিকটবাসী পরিচিতকুলশীল, গা-ম্ভীর্য্যগর্ব্বিত, গুণমণ্ডিত পণ্ডিত লোকের চিত্তবৃত্তিও তিমিরাবৃত বস্তুর ন্যায় সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তবে, শ্রবণবিশাল দূরদেশ নিবাসী হঠা-দাগত অশ্রুত-পূর্ব্ব-কুলশীল পরকোটি লোক অবিদিত চিত্তবৃত্তি যে কত বড় ভয়ঙ্কর ও জলধিজল রাশিবৎ অস্পষ্ট তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিলেই বোধগত করিতে পারিবেন। অতএব যবনাদি বৈ দেশী লোকদিগকে সর্ব্বথা অবিশ্বাস করিয়া তৎ-সংসৃষ্ট অন্নপানাদি সেবন করা, এদেশীয়দিগের নিতান্ত অবিহিত বলিয়া শাস্ত্রকারেরা যে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, ইহাদ্বারা তাঁহাদের শারীর নিয়ম-পালন-

বিশুদ্ধ সামাজ্যসংস্কারেই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, সন্দেহ কি? ফলতঃ নিতান্ত অজ্ঞ ও অপরিচিত লোকদিগের অপর্যাপ্ত ভক্ষণ বিষয়ে পূর্বকালে নিষেধ বিধি স্থাপন করিয়া তৎকালে শাস্ত্রকর্তারা প্রকৃত বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছিলেন, বলিতে হইবে। তবে অনতীতদর্শী ইদানীন্তন সামাজিক মানবদিগের সেই নিষেধবিধির কারণ জানিতে না পারিয়া ভোজ্যাভোজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ কুসংস্কারজালে পতিত ও স্বদেশের উন্নতিসাধনে একান্ত বিরত হইয়া পড়িয়াছেন। উল্লিখিত সংস্কার এদেশীয় মনুষ্যগণের পরস্পর ঘনিষ্ঠতাসাধন ও বিদেশ গমনের যে একটী প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়াছে, ইহা, বোধহয়, এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

শূদ্র।

ব্রাহ্মণেরা মনন, ক্ষত্রবর্গ রাজকার্য্য-পর্য্যালোচন ও বৈশ্যকুল বাণিজ্যাদি ব্যাপারে নিয়ত ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহারা নিজ নিজ প্রাত্যাহিক পরিচারক্রিয়া করিতেও সুপরিসর অবকাশ পাইতেন না। পরন্তু তৎকালে উল্লিখিত শ্রেণীত্রয়ে অসম্ভুক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা হীনবীর্য্য কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ লোকও নিষ্কর্ম্ম রহিয়াছিল। অতএব শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণের

শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং ত্রৈবর্ণ-শুশ্রূষাই তাহাদিগের প্রধানধর্ম্ম ও ইহলোক পরলোক নিস্তারের একমাত্র উপায় বলিয়া শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই শ্রেণীর লোকেরা এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত ছিল, যে তাহারা ত্রৈবর্ণশুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বলিয়াই আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিয়াছিল। বিশেষতঃ যে যত উত্তমরূপে দ্বিজসেবা করিতে পারিবেক, পরলোকে তাহার ততই সুখসম্ভোগ হইবেক শাস্ত্রানুসারে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যাশা থাকাতে তাহারা নিরন্তর আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজসেবা সমাধা করত পরমসুখে কালাতিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই সেবক শ্রেণীর লোকেরা সকল শ্রেণীর নিম্নে অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীতে পতিত হইয়াছিল বলিয়া (পতনার্থে শূদ্ ধাতুর উত্তর র প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন) উহাদিগের শূদ্র নাম হইয়াছে। শাস্ত্রকার কর্ত্তৃক ত্রৈবর্ণ-সেবনের নিমিত্ত শূদ্রেরা প্রদত্ত হইয়াছিল, অতএব (দানার্থে দাস ধাতুর পর অল প্রত্যয় করিয়া সাধ্য) শূদ্রদিগের দাস উপাধি হইয়াছে। তদনুসারে শূদ্রদিগকে নামান্তে দাস বলিয়া পরিচয় প্রদান করা রীতি অদ্যাপি প্রচলিত দেখা যাইতেছে। বিজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে ও ত্রৈবর্ণসংসর্গে ই-

দানীন্তন বৈশ্য ও শূদ্রেরা বিবিধ জাতিতে বিভক্ত ও বহুতর ব্যাপারে অনুরক্ত হইয়াছে। তদ্বিবরণ এই গ্রন্থের অন্যখণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। ভারতবর্ষীয় মানবকুল পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত যে প্রকার পদ্ধতিক্রমে প্রভু ও দাসাদিরূপে বিভক্ত হইয়াছে, এসিয়া প্রভৃতি অপরাপর কোন কোন দেশেও তত্রত্য মনুজদল, বোধহয় তদনুরূপ রীতিক্রমেই নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবেক। তদ্ভাবৎ এস্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা নাই।

বিবাহ।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, বিষময়-অমৃত-তুল্য আপাতরমণীয় বিবাহরূপ নিগূঢ় নিগড়-বন্ধনে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হওয়ার রীতি প্রচলিত না হইলে সাধারণ যুবক যুবতীগণের পরস্পর ক্ষণিক দর্শন মাত্রেই যে এক অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক মনন উদ্ভাব হয়, তাহা তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্থাপন ও তৎসমকালেই সম্পাদন করিয়াও তজ্জন্য কলঙ্কভাজন, অবিশ্বাসাস্পদ ও বিদ্বেষ-নিকেতন হইতে হইত না। সুতরাং অচিরজাত মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে প্রায় সকলেই সুখে ও নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে পারিতেন। নয়নের অন্তরাল হইবামাত্র আর নিজ বনিতার পরাসক্তি বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইতে হইত না; আর নিজ-

রক্ষিত, দুহিতা ও বধূরূপ কোকিলাদিগের সুরক্ষিত গৃহপিঞ্জর হইতে পলায়ন বিষয়ে শঙ্কিত বা লজ্জিত হইতে হইত না; অপর বালবিধবা স্বকীয়বালা ও বধূদিগের মলিনবর্ণ বদন সুধাকর বিলোকনে বিষাদ-সাগরে মগ্ন ও নব নব শোকাবেগে উন্মন হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। শত শত অকার্য্য করিয়া সাধ্বজায়া ও শিশুসন্তানদিগের ভরণ পোষণ কর্ত্তব্য বলিয়া আর কেহই সতত বিব্রত, দুর্গত ও নিগৃহীত হইতেন না এবং প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী নিজ প্রিয়তমা প্রেয়সীর বিরহ-বেদনা সহ্য করিয়া আর কাহাকেও একান্ত অধৈর্য্য হইতে হইত না। ফলতঃ সংসার-কারাগার-মূল কামিনীকর ধারণ প্রচলিত না থাকিলে, জনসমাজের একণ অপেক্ষা অনেকাংশে ভোগসুখে ও নিরুদ্বেগে কালাতিপাত হইত সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহাদিগের এই মত বচনকলাপ, শ্রবণে যেরূপ মধুর ও সুখকর বোধ হইতেছে, স্পষ্ট অনুমান হইতেছে, যে ইহার অনুরূপ চরণে প্রবৃত্ত হইলে আর ততউৎকৃষ্ট রূপে ইষ্টলাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না; বরং নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা। কেবল নৈসর্গিকপথগামী শত শত পশু পক্ষীগণই তাহার ভূরিতর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এককালে চারি পাঁচটা কামলোলুপ কুক্কুর একটিমাত্র

কৃশাঙ্গী গুনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সতত ছায়ার ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকে; এবং সাতিশয় ব্যগ্রতা সহ্কারে মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সকলেই নিরন্ত চেষ্টা করে। কিন্তু এককালে এক দ্রব্যাভিলাষী বহুতরের মনোরথ সমকালে পূর্ণ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অতএব তাহাদিগের সেই চেষ্টার এই ফলদর্শে যে তাহারা পরস্পর সকলেই সকলের অভিলাষ সিদ্ধির বাধকতাচরণ করে। এবং অভিলাষের ব্যাঘাত হইবাতে সকলেই রোষপরবশ হয় ও তৎসমকালেই ইষ্টবাধকদিগের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তখন তাহারা অনতিগভীর কর্কশ শব্দকরণ পুরঃসর পরস্পর নখানখি, দন্তাদন্তি, ও রক্তারক্তি করিয়া ক্ষতবিক্ষতশরীর গলিতরুধির ও একান্ত অস্থির হইয়া পড়ে। কেহ বা সেই অসহ্য আঘাতেই প্রাণত্যাগ করে। অতএব দেখা যায় জীবগণ অসম্বদ্ধ-বদ্ধ দ্রব্যজাত দ্বারা যে পরিমাণে সুখের প্রত্যাশা করে নানাবিধ প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত সুখের বিনিময়ে সেই পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, এবম্বিধ দুঃখপরিহারার্থেই নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি বশবর্ত্তী চক্রবাক, হংস, সারস, কপোত, বনকপোত প্রভৃতি বহুবিধ ইতর প্রাণিগণও দাম্পত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া আমোদসুখে ও নিরুদ্বেগে কালযাপন করে। ইহাদিগের স্বাভাবিক আচার প্রণা-

লীকে আদর্শ করিয়া বুদ্ধিমান চতুর মানবকুল অতি পূর্ব্বতম কালেই দাম্পত্য সম্বন্ধ বন্ধন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সে হেতু তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে চিরসম্বন্ধ-বন্ধক বিবাহ ব্যবহার প্রচলিত না হইলে পশ্বাদি ইতর পশুদিগের মত মনুষ্য-দিগকেও চিরকাল অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকও তাহাইবটে; যদি বিবাহকরা রীতি চলিত না হইত এবং পশুদিগের মত কামাচাররূপে অবলা সহবাস করার রীতিই প্রবলা থাকিত, তাহা হইলে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বলবান,ধনবান, রূপবান কি বিদ্যাবান কিম্বা অন্যবিধ কৌশলশালী হইতেন, কেবল তাঁহারাই অভিলষিত ভোগ্যবিষয়ের ভোগ সম্পাদন করিয়া অত্যল্প কালমাত্র আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতে পারিতেন; কিন্তু তদ্ভিন্ন অপর সাধারণ জনগণের যে কি রূপ বিষম দুর্দশা সমুপস্থিত হইত, তাহা আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিলেও সমধিক দুঃখিত হইতে হয়। হায়! যখন কেহ কোন মনোহারিণী কামিনীর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে একান্ত বিমোহিত ও তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষের আকর্ষণে সন্নিহিত এবং তদীয় মধুর সুরভি নবযৌবন রসে অভিষিক্ত হইবার মানসে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া কোন রূপ কৌশলে নিজ মনোরথ পূর্ণ

করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইত্যবসরে সেই চিত্ত-হরকারিণী নবীন রমণী অপর কোন কুসুমশরকাতর ও প্রবলতর তরুণের নয়নপথে পতিত ও বিবাহ-বাধা না থাকাতে তৎকর্তৃক বলপূর্ব্বক আহৃত হইলে সেই প্রথমোক্ত তদাসক্ত অশরণ হীনবল ও সমর-বিহ্বল পুরুষের অন্তঃকরণে এরূপ নির্ব্বেদ ও খেদ উপস্থিত হইত যে তিনি উদ্বন্ধন বা অন্যবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তৎক্ষণাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

কিন্তু, এস্থলে ইহাও অসম্ভাবিত নহে যে সেই-রূপ এক বিষয়লালসী উভয় বা ততোধিক জনগণই যদি সাহসী ও সমরৈষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁ-হারা কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি, দণ্ডাদণ্ডি, বাহাবাহবি প্রভৃতি ঘোরতর রূপে সংগ্রাম করত ক্ষত-বিক্ষত-দেহ ও হত আহত প্রায় হইয়া সকলেই, অলগত অবোধমীনদিগের বড়িশবিদ্ধ-পিশিতাশনের ন্যায় ক্ষণিক সুখের প্রত্যাশায় অমূল্য জীবনধন পরিত্যাগ করিয়া জীবপ্রধান মতিমান মানবকুলে কলঙ্কপাত ও পরস্পর পরস্পরের প্রকৃত সুখভোগের ব্যাঘাত করিতেন, সন্দেহ নাই।

বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, জন সমাজের কে-বল মাত্র অত্যাচারচয় নিবারিত হইয়াছে এমত নহে, তদ্দ্বারা মানবদল নানাপ্রকার মহোপকার লাভ

করিয়া সুখসচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছেন দম্পতি-প্রণয়-জনিত বিশুদ্ধ আমোদ-সুধা-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহাশ্রমীরা সংসারোচিত অপরাপর দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক অধিকাংশ সময়ই সুখে কাল-যাপিত করেন। অধিক কি? তাঁহারা দম্পতীর বিশুদ্ধ প্রণয়মদে এত আমোদিত হন যে তদ্দ্বারা দারুণ-দুঃখ-জনক, জনক-জননী-মরণ-শোকও অনায়াসে সম্বরণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখভোগে বিমোহিত হইয়া থাকেন। চির-নিরত-দারুরূপে পরিগৃহীত যোষাগণ, যেমন সম্পৎসময়ে আমোদিত করে, সেইরূপ বিপৎকালেও পরম সহৃদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু বেশ্যাতুল্য অনিয়ত দারা, সেরূপ হইল আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা কেবল সম্পৎকালেই যার পর নাই সৌহার্দ্দতার প্রকাশ করে, বিপত্তিকালে ফিরেও চাহে না। যিনি দুঃখের সময়ে দুঃখী ও সুখের সময়ে সুখী হন, তিনিই প্রকৃতবন্ধু; কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করেন না, কেবল সুখের সময়েই সঙ্গী হন, এরূপ লোকদিগকে কোন রূপেই আত্মীয়মধ্যে পরিগণিত করা যায় না, বরং নীতিজ্ঞেরা তাদৃশ প্রতারক মনুজদিগকে একরূপ পরম পর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

অপিচ, প্রভুতবলবান্ ধনুর্ব্বাণধারী সাতটি

রে কেরা ভয়ানক আততায়ীদিগকে সম্মুখীন দেখি-
য়াও যেমন ভীত বা সঙ্কুচিত না হইয়া অবিলম্বে ও
স্থিরচিত্তে আপনাকে বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ
করেন; সংসারের কার্য কারণ-তত্ত্বদর্শী শিখিলজ্ঞা-
নরাশি ও অটলমানসী দূরদর্শীগণ, সুপণ্ডিত তনয়
ও গুণ-মণ্ডিত জায়ার বিয়োগজনিত শোক দুঃখকেও
যেরূপ জ্ঞানবলে স্থান দান করেন না এবং যে
নগরে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় ও গ্রামসভা স্থা-
পিত হইয়াছে, তত্রত্য লোকেরা নিজ নিজ বালক-
বালিকাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা, বিদ্যাশিক্ষা ও স্বদেশ-
হিতকরকার্য্যে দীক্ষাবিষয়ে যেমন অণুমাত্রও উৎক-
ণ্ঠিত হন না, সেইরূপ বিহিত বিবাহিত সস্ত্রীক
লোকেরাও খঞ্জননয়না কুঞ্জরগমনা ও সুদুর্লভা পর-
ললনাদিগের মধুরভীষণ মুখ মক-বিষতুল্য তীক্ষ্ণ
কটাক্ষবাণ জর্জ্জরিত ও একান্ত বিমোহিত হইলেও
স্বদারক্লপধন্বন্তরির সুলভ ক্রীড়া-রসায়ন ভেষজ-
সেবনগুণে অনায়াসে আশু আরোগ্যলাভ করেন
সন্দেহ নাই। ফলতঃ সাধারণের আলোড়িতা,
অধিকৃতা ও বশীভূতা কামিনী সহবাসী লোক অ-
পেক্ষা, বিহিত বিবাহিতা, অসূর্য্যম্পশ্যা, অনন্যা-
ঘ্রাতা, শুদ্ধ নিজাধিকৃতা, পতিব্রতা রমণী সংসর্গী
জনগণ, যে সমধিক সুখী, অচঞ্চল-চিত্ত ও সভ্য তাহা-
তে আর সন্দিগ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই।

তপাম, বর্ষণ ও প্রচণ্ড পবনাদি নৈসর্গিক দার্থজনিত বিপচ্চয় হইতে পরিত্রাণ ও সুখসচ্ছন্দে কালযাপন নিমিত্ত প্রাচীন সুধীগণ যেমন গৃহ ও গৃহসামগ্রী নির্মাণের পথ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সুন্দর শৃঙ্খলারূপে সামাজিক কার্য্য সমাধা হইবার জন্য প্রাচীন সভাগণ, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিচতুষ্টয় ও তত্তজ্জাতীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরিণীতা বনিতা দ্বারা উল্লিখিত প্রকার অনিষ্টাপাত সমূহের নিবারণ, তনয়োৎপাদন, গৃহ-কার্য্য-সম্পাদন, শরীর শুশ্রূষণ ও আমোদসুখে কালযাপন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বতন বিচক্ষণ চতুর দূরদর্শীগণ বিবাহপ্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহারা ইহাও নিয়মিত করিয়াছিলেন যে, একের পরিণীতা কামিনী ভ্রমেও অপর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেক না, সে ললনা আপন পরিণেতৃব্যক্তিরই চিরদিন সম্পূর্ণ ভোগ্যা, পাল্যা ও অধীনা থাকিবেক এবং যাবজ্জীবন পতিশুশ্রূষা করাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম হইবেক। ভ্রম বা অজ্ঞানক্রমে কিম্বা অন্যবিধ দৈবঘটনাবশতঃও যদি কোন রমণী নিজ পতির দ্বেষ অথবা পরপুরুষাসক্তি প্রকাশ করে, সে তৎক্ষণাৎ লোকনিকটে নিন্দিতা, ঘৃণিতা, সমাজবহিষ্কৃতা, রাজদণ্ডে তাড়িতা ও চরমে ভয়ানক-নরকগতা হইবেক এবং

যে উভয়ের কোনরূপে একবার দাম্পত্য সম্বন্ধ নিবন্ধ হইবেক তাঁহাদিগের তাহা আর কস্মিনকালেও কোন মতেই ফিরিবেক না”। বৈবাহিক ধর্ম্মের দৃঢ়তা সাধনার্থে তৎকালে ইত্যাদি রূপ নানাবিধ শাস্ত্রও প্রচারিত হইয়াছিল। ইনি আমার ভার্য্যা, ইনি আমার পতি, ইত্যাকার দাম্পত্য সম্বন্ধজ্ঞান জন্য প্রগাঢ় সংস্কার, বিশেষরূপে অর্থাৎ চিরদিনের নিমিত্ত সমভাবে বহন অর্থাৎ প্রাপণ হয় বলিয়া (বি পূর্ব্বক প্রাপনার্থ বহ ধাতুত্তর ঘঞ প্রত্যয় করিয়া) সেই দৃঢ় সংস্কারের নাম বিবাহ হইয়াছে।

নিয়মপ্রচারক রাজা বা রাজপুরুষগণ কেবল যে উল্লিখিতরূপ বৈবাহিক নিয়মনিচয় প্রচারিত করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন এমত নহে; প্রচারিত নিয়ম সকল চিরদিন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ থাকিবার নিমিত্তও বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; তদনুসারে কোন পুরুষের সহিত কোন কুলবালার যে দিন অবধি দাম্পত্য সম্বন্ধ নিবন্ধ হইত, সেই প্রারম্ভদিবসে উহা সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে ঐ নবদম্পতী নিজ বিবাহের সাক্ষিস্বরূপ আত্মীয় ও অপরাপর জনগণ সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া গ্রাম বা নগরমধ্যে ঘোষণা অর্থাৎ ঢেঁড়রা প্রদান করত পরিভ্রমণ করিতেন অর্থাৎ এই বালাটীকে আমি চিরদিনের জন্য অধিকার করিলাম তোমরা আর

কেহ ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিও না; অবজ্ঞানতো গ্রামে বা নগর মধ্যে থাকতঃ ইহাই বলিয়া বেড়াইতেন। বোধ হয় সেই কারণেই ইদানীন্তন লোকেরা ঘোঁড়ার বিনিময়ে বিবিধ বাদ্য-ভাণ্ড ও বহুতর বরযাত্রী সহকারে লইয়া মহাসনা রোহপূর্ব্বক বিবাহযাত্রা করিয়া থাকেন।

যে যোধার বিবাহ হইয়াছে, তাহাকে দেখিবা-মাত্র বিবাহিতা ও সধবা বলিয়া সকলের স্মরণ হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বিবাহিতা বনিতারা, শিষ্টেরা রীতানুসারে ব্রহ্মরন্ধ্রের সম্মুখীন অধোভাগে অঙ্কিত করিয়া নিয়ত সিন্দুর চিহ্ন ধারণ করে এবং সেই কারণেই স্মরণার্থ স্মৃতিকুশলী প্রত্যয় করিয়া সাধবিতা সেই মস্তকের সিন্দুর চিহ্নিত স্থানের নাম স্মৃতি বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই উদ্বাহিতা যোষি-তের পাণি অন্য কর্ত্তৃক ধৃত ও আবদ্ধ হইয়াছে ও তৎকাল পর্য্যন্তও সে তদবস্থা অর্থাৎ সধবা আছে, ইহা দর্শন মাত্র দর্শকের বোধগম্য হইবার নিমিত্ত শিষ্টেরা স্ত্রীলোকদিগের বামকরে লৌহময় বলয় ধারণ করা রীতি চালাইয়াছেন। অতএব তাহা অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়া সকলেরই বিশেষতঃ সধবা স্ত্রীলোকদিগের এসময়ে প্রবল সংস্কার বদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

—•—

—※—

পশ্চাৎ লিখিত কারণে এদেশীয় অতিপ্রাচীন জনগণ বিধবা বালাদিগের বিবাহপ্রথা রহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলে পুরুষদিগের নানা প্রকার অতিভয়ানক অহিতাচার ঘটিতে পারিবেক। যে হেতু কোন কোন বিবাহিতা রমণীগণ নিজ পতির চরিত্র বা দারিদ্র্য-দোষেই হউক, কিম্বা কুরূপতা বা বৃদ্ধতা প্রযুক্তই হউক, অথবা অন্য কোন প্রবল কারণেই হউক, যদি তাহার দ্বারা অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়; সুতরাং সে বালা মনে ঐশানিমনাবলির অলজ্জ্যভাবশতঃ পরকীয় পুরুষের রূপ, গুণ, ধন, যৌবন ও সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত বিমোহিত ও নিতান্ত অধৈর্য্য হয় এবং যদি সেই পর পুরুষবরের প্রণয়-জলধিজলে আপন জীবন ও যৌবনজ্ঞাপন বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়, তাহা হইলে সে তখন কি না করিতে পারে? সে সময়ে সেই সহজচপলা যুবতী যে কোন কৌশলে হউক, স্বীয় বিবাহিত পতির প্রতি বিরক্ত ও নবাভিলষিত নবীন পুরুষে অনুরক্ত হইবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে না।

অতএব তাদৃশী অসতী যুবতীরা উল্লিখিতরূপ

চেষ্টায় প্রবৃত্তি না করে, অথবা যেরূপ প্রবৃত্তি করিলেও ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুগত সামাজিক-লোক-ভয়ে যে অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে সুচতুর শাস্ত্রকর্ত্তারা পূর্ব্বোক্ত "একবার বিবাহ হইলে আর তাহা কোনক্রমেই ফিরিবেক না; বিবাহিতা বনিতা রা অন্ধ, কুষ্ঠী বা দারিদ্র্যাদিদোষযুক্ত স্বামীকেও কদাচ অবমাননা কিম্বা পরিত্যাগ করিবেক না, বরং তাদৃশ পতিরও যাবজ্জীবন যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিবেক, ভ্রমেও পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেক না।" ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রশাসনদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম * সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বাল্লিখিতরূপে যে সকল স্ত্রীলোকদিগের আপন আপন স্বামীকে পছন্দ হইত না, তাহারা যদিও কোন কারণে পরকীয় মনোহর পুরুষে উপগত হইতে বাসনা করে, তথাপি ধর্ম্ম বা সামাজিক লোকভয়ে কদাচ মনের ভাব ব্যক্ত কিম্বা লালসানুরূপ দ্বিতীয়বরে আসক্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাহারা যদি ইহা জানিতে পারে, যে কোনরূপে পতির প্রাণান্ত হইলেই সুপরিষ্কৃত, সর্ব্ববাদিসম্মত

* যে সংস্কার মানবদিগকে কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত ও সৎপ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত ধারণ করে, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায়; এই অর্থে (ধারণার্থ ধৃ ধাতুর উত্তর ম প্রত্যয় করিয়া) ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বিবাহরূপ ঋজুপথ অবলম্বন করিলে অনায়াসেই চিরকৃত মনোরথ পূর্ণ হইতে পারিবেক, তাহা হইলে, জ্বলনোন্মুখ সুবর্ণে সোহাগাদান, শীতার্ত্তের হিম-পান, কামুকের নগ্না স্ত্রী দর্শন, অলসের আপত্তি (জ্বর) ঘটন, কুমতির অসৎসহবাস, দরিদ্রের সর্ব্ব-নাশ, অন্ধের ভ্রান্তি রোগ, একপুত্রের পুত্রশোক যেরূপ উত্তেজক সেই পরপুরুষ-কামিনী কামিনীর পক্ষে বিধবাবিবাহ শ্রবণও সেইরূপ প্রবল কামো-দ্দীপক হইয়া উঠে।

সমধিক কামোন্মত্তা, সদসৎ বিবেচনা বিহীনা কা-মিনীরা কি না করিতে পারে? অতি জঘন্য নিষ্ঠু-রানুষ্ঠানদ্বারা নিজপতির প্রাণবধ করিয়াও তাহারা চিরবাঞ্ছিত মনোরথ সফল করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। সদাসহবাসিনী, যার পর নাই বিশ্বাসিনী ও যাহার হস্তে ভোজন শয়নগ্রহণস্থলে জীবন ধন রক্ষণেরও সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করা যায়, সে যদি অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসঘাতিনী হয়, কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? যেমন সৌদামনী পতনশালিনী হইলে, আর কোন রূপেই নিবারণ করা যায় না, যেরূপ প্রাণবায়ু বহি-র্গত হইলে আর তাহা কোনক্রমেই ফিরিয়া আইসে না ও যদ্রূপ অনৃতভাষীদিগের সত্যবচনেও আর কেহ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ সমধিক সাবধান হই-লেও দিনযামিনীসঙ্গিনী নিজরমণীরা অজ্ঞাতসারে

বিশ্বাসঘাতিনী হইলে কোন প্রকারেই তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে স্ব স্ব দুঃশীলা দারদিগের অমনোনীত বন্ধুতর নয়, দ্বিতীয়পতি-কামিনী সেই নিজ নিজ রমণীনিকরের করাল কর দ্বারা অপমৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেন। এইরূপে কত শত, শাস্ত্র ও নিয়মকর্ত্তাদিগেরও পরমায়ুর শেষ হইয়া আসিত, সহজেই অমৃতময়ী স্ত্রীজাতি বিষময়ী হইয়া উঠিত। একারণ মহামহোপাধ্যায় পরিণামদর্শী দূরদর্শী সুচতুর নিয়ম-কারেরা, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে সঙ্কোচ করিয়া গিয়াছেন।

—॥—

বিধবাদিগের সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত রূপে স্বপতিবৈরিণী স্বৈরিণীপ্রায় সধবা রমণীরা দুর্মতিবশতঃ নিজপতির প্রতি কেহ কেহ এরূপও বিবেচনা করিতে পারে, যে "সুখ চেয়ে স্বাস্থ্য ভাল, ঐ হতভাগা মরিলেও যে বাঁচি; আর যাহাহউক, সচ্ছন্দে খাইয়া পরিয়া ত নিশ্চিন্তে বেড়াইতে পাই" ইত্যাদি বিবেচনায় পরম সুখকর স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত উক্ত পতি-প্রতিকূলাচারিণীরা, পতিঘাতিনী বা পতির অপরবিধ বিশেষ অনিষ্টকারিণী হইবার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহারা যদিও ইহা

জানিতে পারে, যে প্রাণনাথ পতির প্রাণান্ত হইলে তাঁহার চিতারোপিত মৃতদেহের সহিত ভয়ানক প্রজ্বলিত হুতাশনে, চতুর্ব্বর্গমূল এই জীবিত-শরীর-কেই আহুতি দান করিতে হইবেক, অথবা যাবজ্জীবন অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা যথা-কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতে হইবেক, তাহা হইলে ঐ পতি-প্রতিকূলাচারিণীরা, কান্তের জীবনান্তে নিজের প্রাণান্ত বা তত্তুল্য কঠোর কষ্টভয়ে কোন ক্রমেই পতির অশুভ চেষ্টা করিতে যত্নবতী হইবেক না। প্রত্যুত যত দিন সধবা থাকা যাইবেক, ততদিন যদিও অন্যান্য সুখ-ঘটনা না হউক, কিন্তু সহমরণ বা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাচরণ-হুতাশনে ত আর দগ্ধ হইতে হইবেক না, এই বিবেচনায় তাহারা কায়মনোবাক্যে নিজ নিজ পতির হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা থাকিবেক, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সুচতুর পুরাতন নিয়মকারেরা পুরুষদিগের হিতসাধনার্থে বিধবাদিগের সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যাচরণ প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে কেহ কেহ এরূপও বলিতে পারেন যে, যে সময়ে বিধবাদিগের সহমরণ, ব্রহ্মচর্য্যাচরণ ও বিবাহ নিষেধের নিয়মনিচয় শাস্ত্রবন্ধন করা হইয়াছিল, তৎকালে কি ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল না যে, যাবতীয় প্রাণীদিগের জীবন অতি-

চঞ্চল ও ক্ষণধ্বংসী; মরণের কালাকাল নাই। বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের দেহ এত অপটু ও ক্ষণভঙ্গুর যে, তাঁহারা শরীর রক্ষার্থে সমধিক যত্নবান্ হইলেও সম্পূর্ণ পরমায়ুঃ ভোগ করিতে পারেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? শারীরিক সমস্ত নিয়ম চিরদিন সমভাবে প্রতিপালন করিতে না পারিলে ত আর দীর্ঘজীবিতা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ দৈহিক সমুদায় নিয়ম পালন করা ত বহুদূরের কথা; অদ্যাপি সে সমুদায় নিয়ম স্থির করিতেও কেহ সমর্থ হন নাই। অপিচ নিয়মানভিজ্ঞ বালকদিগের ত কথাই নাই; কত কত সুকুমার নব নব যুবকগণ শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতির শত শত পুস্তক পাঠ ও অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া এবং সেই সমস্ত গ্রন্থানুযায়ী ব্যবহারে নিয়তব্রতী থাকিয়াও অকাল-মরণ নিবারণ ও সুতরাং প্রাণাপেক্ষা গৌরবিণী মোহজালরূপিণী নিজ নিজ কামিনীর বৈধব্য-পথ গোপন করিতে সমর্থ হন না। অতএব উল্লিখিতরূপ বৈধব্য-নিয়ম স্থাপন করাতে সেই হতভাগা মৃতলোকদিগের দগ্ধললাটী অল্পবয়স্কা ভার্য্যারাও কেহ শৈশব কেহ বা প্রায়োগত শৈশব কেহ কেহ পূর্ণ যৌবন অবস্থাতেই অনপনেয় কঠোর-নিয়মচয়রূপ-নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন বৈধব্য-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। আমরি! যাহারা

ভাল মন্দ কিছুই জানে না; সুমিষ্ট-ভাষিণী বালিকা, কেবল প্রকৃতির অনুগত হইয়া চলিতেই ভালবাসে; তাহারা কি প্রকৃতি-বিপরীত নিয়মনিচয় প্রতি-পালনে সমর্থ হয়? আহা! যাহারা অপূর্ব্বনবযৌবনমদে মত্ত হইয়া কেবল তৎকালোচিত-বাসনা-পয়োধিতরঙ্গেই বিলীন হইয়া রহিয়াছে, যাহাদিগের শরীর ও মনের ভাব সকল অত্যুর্ব্বরা ভূমির বর্ষাকালীন লতাজাতের অগ্রদেশের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয়, যাহাদিগের মুখশ্রী অবলোকন করিলে এরূপ বোধ হয় যেন উন্মত্ত যৌবনরস, শরীরে থাকিবার স্থান না পাইয়া রাগে রক্তবর্ণ হইয়া গণ্ডদেশ দিয়া নির্গত হইতেছে এবং যাহাদিগের শরীর, মথিতামৃতোত্থিত-নবনীত-নির্ম্মিতের ন্যায় কোমল সুতরাং পুষ্পাঘাতেই তাহা হইতে রক্তপাত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়; ও যে সকল যুবতীদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য বিলোকনমাত্রেই ভীষ্মতুল্য জিতেন্দ্রিয়দিগেরও নিয়ম ভঙ্গ করিতে সন্তুষ্ণা বাসনা হয়; ও যাহারা ইন্দ্রিয়রিপু চরিতার্থ করাই সংসারের সারকর্ম্ম বলিয়া গাঢ় সংস্কার করিয়াছে, ইন্দ্রিয়দমন ও জ্ঞানালোচনের সুখ শ্রবণ-গোচরও করে নাই; সেই অনুপদিষ্টা বিবেকবিহীনা যুবতীরা কি ঘোরতর কঠোরকল্প দৃঢ় নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বৈধব্য-

যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে ? কিরূপে তাহার স্পর্শ-তীক্ষ্ণ ভীষণ দহনদাহে দগ্ধ হইবে ? কিরূপেই বা তাহারা প্রকৃতিবিরুদ্ধ সংসারোচিত-সুখবিহীন কঠিন দুঃখনিবাস ব্রহ্মচর্য্য বিধান করিবেক! হায়! সেই প্রকৃতি-বিরোধিনিয়ম-কর্ত্তারা কি ইহা একবার মনেও চিন্তা করেন নাই ? অথবা জানিয়া শুনিয়াই এই ভারতবর্ষবাসিনী বিধবা রমণীগণের শিরে নিতান্ত নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক কঠোর নিয়ম কুঠার প্রহার করিয়া গিয়াছেন!

এদেশীয় পূর্ব্বতম শাস্ত্রকর্ত্তারা নিতান্ত অপরিণামদর্শী ছিলেন না। সুতরাং বৈধব্যশাসন সংস্থাপনে যে কতকগুলি অবলা অনাথা ও হতভাগিনী হইয়া জীবিতকাল ক্লেশ-হুতাশনে জ্বলিতে থাকিবেক, ইহা তাঁহারা অনায়াসেই বোধগম্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? একে ত মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ-ক্ষমতা বা প্রভুত্বশালী জনগণ যখন স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের লালসাবৃত্তি এত প্রবল হইয়া উঠে, যে তদীয় বিচারশক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সুতরাং তাঁহাদিগের সমস্ত পর্য্যালোচনবৃত্তিই স্বার্থসাধনের দিকে বিন্যস্ত থাকাতে ন্যায় অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র দৃকপাত হয় না।

দেখুন, রঘুকুলচূড়ামণি, পরমধার্ম্মিক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুনীতিদর্শকের আদর্শস্বরূপ অজ্ঞগরাম শ্রীরামচন্দ্র, নিজবনিতা জনক দুহিতা সীতার উদ্ধাররূপ স্বার্থধ্যানে ব্যগ্র হইয়া, লঙ্কাধীশস্থ মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষি-প্রধান-ভগবান্-বিশ্রবার নন্দন দশাননের বধোদ্দেশে, অতি অসভ্য বন্যপশুদেশীয় সুগ্রীবকে সহায় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত নিরপরাধী জিঘাংসাবিহীন প্রসিদ্ধ-সতী-তারাপতি, সুগ্রীবাগ্রজ বালিরাজাকে বধ করিয়াছিলেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে? সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ পাণ্ডবপ্রধান মহারাজাধিরাজ রাজা যুধিষ্ঠির, গুরুসমীপে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" ইত্যাদি প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়া কুলগুরু ভগবান্ দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনরূপ স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। মহাজন পূজনীয় বিপুলজ্ঞানরাশি যদুবংশধুরন্ধর বৃন্দাবনবাসী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও আপন মাতুল মথুরাপতি কংসরাজাকে ধ্বংস করিয়া রাজ্য যশোধন সহকারে দায়াদপ্রিয়তা-লাভরূপ স্বার্থসাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও শ্রীরামদিগের আর আর অলৌকিক কার্য্য ও গুণরত্ন সমুদায় শ্রবণ করিলে তাঁহাদের যে বিচার শক্তি বা ধার্ম্মিকতা কিংবা বিহিতবিবেচনাবৃত্তি ছিল না, ইহা কে বলিতে পারে? তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব স্বার্থসাধনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র

ও একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন, যে অনায়াসে চিত্তে ঈদৃশ অনার্য্য-গতির ও ঘৃণিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপ সমধিক সাবধান শাস্ত্রকারগণ যাবতীয় পুরুষদিগের স্ব স্ব দারা দ্বারা অনিষ্টঘটন, শ... নিবারণ ও ভোগ সুখ সম্পাদনরূপ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত এদেশীয় অবলাবিধবাদিগের কঠিনতর নিয়মরূপ নিগড় বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অধীনতা।

একান্ত শরণাপন্না সর্ব্বতোভাবে অধীনা দুর্ব্বল ও জড়মতি স্ত্রীজাতির উপর উক্তরূপ কঠিন নি... স্থাপন করিয়া সাধারণ প্রভু শাস্ত্রকর্ত্তারা যে প্রভুত্ব ও পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আর তাদৃশ ... চিত্র বিষয় নহে। প্রভুরা নিতান্ত অধীনদিগের প্রতি কোন্ প্রকার অত্যাচার করিতে পরাঙ্মুখ হন ... বড় কঠিন ও ক্লেশসাধ্য অনুমতি হউক না কেন, প্রভুরা হতভাগ্য অধীনদিগকে তাহা অনায়াসে সমর্পণ করেন। আজ্ঞা প্রদান করা অপেক্ষা তদনুযায়ী কার্য্য সমাধা করা যে কতকঠিন, প্রভুত্বশালীলোকদিগের তাহা স্মরণাতীত হইয়া যায়। প্রভু আজ্ঞালঙ্ঘন করিলে সমধিক দুঃখ ঘটিবার সম্ভাবনা জানিয়া অনন্যোপায় অধীনস্থ জনগণও মারণান্ত আয়াস সাধ্য হইলেও তাঁহার অনুমতি পালনে সম্ম-

ত হয়, পরাক্রান্ত প্রভু বা তদ্যতাবলম্বি লোকদিগের সমাপে অদ্যাবধি কোন ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হয়না। এবং বিবেচনা করে যে প্রভুসমীপে বিরুদ্ধা-চারী বা অধার্ম্মিক বলিয়া একবার পরিচিত হইলে আর সেকলঙ্ক যাবজ্জীবন অপনীত হইবার নহে। সু-তরাং তাহার ভাবি আশা জলধি-তরঙ্গর উপরি, সাহসের সহিত আপনাদিগের সুখ-সম্পত্তি সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া সহিষ্ণুতারূপ পালকারত হইয়া শা-সনপিঞ্জরে বদ্ধ থাকে।

আহা! পরাধীনতা কি দুঃখের বিষয়! সংসারে যত প্রকার দুঃখের আকর আছে, পরাধীনতাই তৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। মানবগণ যত প্রকার আপাত-প্রতীয়মান সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করুন না কেন, যতক্ষণ তাঁহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগের প্রকৃত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুর্ব্বল বঙ্গদেশীয় ইদানীন্তন অধিকাংশ লোকই ঈদৃশ অনুপম সুখের সত্তাও এপর্য্যন্ত শ্রবণ-গোচর করেননাই। ফলতঃ কোনরূপে কোন বস্তুর বা ব্যক্তির অধীন নহেন, নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীন ও সুখী লোক পৃথিবীতে এত বিরল যে দশলক্ষের মধ্যেও তাদৃশ লোক একটী দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, মানবজাতি ভিন্ন কেবল প্রকৃতি-অনুগামী অপরাপর জন্তুগণও স্বাধীনতার সু

ও পরাধীনতার দুঃখ বিলক্ষণ অনুভব করে ও স্বাধীনতা-রক্ষণে নিয়ত যত্নশীল থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়। কোন নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বতী নদীর উত্তরতীরস্থ শাল-তমাল-হিন্তালাদি-তরু-পরিশোভিত বন বা যূথিকা-মালতী-প্রভৃতি-পুষ্প-বন ও কদম্ব-দাড়িম্ব-বিল্ব পনস-রসালাদি-ফলবৎ বৃক্ষজাত দ্বারা নির্ম্মিত উপবনের মধ্যবর্ত্তী যে অ... জলকণ-বাহী মন্দ মন্দ সমীরণপূর্ণ মনোহর প্রাসাদ তদন্তর্গত যে হীরক খচিত বিস্তৃত-পরিসর সৌবর্ণ-পিঞ্জর তন্মধ্যে স্থাপিত শুকশারিক প্রভৃতি বিহঙ্গ-গণও যদি রাজভোগ্য বিবিধ উপাদেয় বস্তু ... ও সুধোপম সলিলাদি পানকরত সকল ... সম্রাট-কর-কমল দ্বারা সতত সেবিত হয়, তথাপি হইলেও তাহারা প্রকৃত সুখসাধন স্বাধীনতার চেষ্টা হইতে বিরত হয় না; সুযোগ পাইলেই ... সমুদায় অপূর্ব্ব ভোগ্য ভোজ্য ও পেয় বস্তুর দিকে দৃক্পাত না করিয়া পরম সুখসাধন স্বাধীনতা-লাভের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ বিপিন-বিহারী হয়।

সেইরূপ কতপাত সৎকুলজাতা কুলকামিনীরা বৈধব্য প্রভৃতি পুরাতন ও বল্লালি কৌলিন্যাদি নূতন নিয়ম-শৃঙ্খল-বন্ধন সহ্য করিতে না পারিয়া সে সমুদায় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ-নিয়ম-নিগড় সহসা ভগ্ন ছিন্ন করত উত্তমোত্তম গৃহ, ভূষণ, ধন ও জন...

তাপর বিবিধোপকরণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কুল, শীল, মান, ও আজন্মপরিচিত স্বজনগণপ্রণয়ে জলাঞ্জলি দিয়া লজ্জার সহিত লোকভয়, সমাজভয় ও ধর্ম্মভয়ের শিরে বামচরণ সমর্পণ করিয়া অনন্ত আশালতা সহকারে সাহস তরুবরের লগুড় করে লইয়া স্বাধীনতারূপে মহামূল্য রত্নভ্রমে স্বেচ্ছচারবিহারিণী স্বৈরিণীবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু তাহাও যে তাহাদের নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে হেতু সেই অপরিণামদর্শিনী রমণীদিগকে অচিরকাল মধ্যেই গতযৌবনা, অনাথা, ও আত্মীয়জন-শূন্য-দেশে পতিতা এবং অশেষবিধ দুঃখার্ণবে মগ্না হইতে হয়। তখন অধিকতর কৌশল প্রকাশ করিলেও সেই পূর্ব্বচ্ছিন্ন শৃঙ্খলের জীর্ণসংস্কার করিতে সমর্থা হয় না।

—•—

স্ত্রী ও শূদ্রজাতির বেদাধ্যয়নে অনধিকার।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ স্বদেশীয় দুর্ব্বলা অবলাদিগের উপবাসাদিবিষয়ক ও শূদ্রদিগের চিরদাসত্ব সত্তার অনুকূল বিবিধ কৌশলসম্মিলিত কঠোর শাসন সংস্থাপন করিয়াই যে নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন এমত নহে ; আদিম জ্ঞানালোচনা সহকারে পশ্চাৎ এই প্রকৃতি-বিপরীত প্রধানদিগের পুরুষার্থসাধন

নিয়মগুলিকে প্রতারণা বা স্বার্থমূলক বলিয়া কেহ যেন মনে করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা স্ত্রী ও শূদ্রজাতীয় লোকদিগের বেদাধ্যয়নে একান্ত অনাধিকার করিয়া দিয়াছেন। তথাচ শ্রুতিতে কহে "গায়ত্রী বেদ ও প্রণব স্ত্রীলোক ও শূদ্রেরা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিবেক না; যদি কেহ উহা জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে সে মরিয়া অধোগমন করে" ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যানধ্যয়ন

অতি পূর্ব্বতন কালে বেদভিন্ন অপর বিষয়ে তাদৃশ চর্চ্চা ছিল না। সুতরাং তৎকালে যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগের বর্ণপরিচয় ও সাধুভাষা শিক্ষা বিষয়ে যত আবশ্যকতা হইয়াছিল অন্যের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা ছিল না; বরং বেদানধিকারীদিগের তাহাতে অনাস্থা হইবার সম্ভাবনা ছিল, বোধ হইতেছে। অতএব "অনধিকার চর্চ্চা অকর্ত্তব্য" বিবেচনায় স্ত্রীলোকদিগের বেদাধ্যয়ন নিষেধের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত রহিত স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

কালক্রমে পশ্চাল্লিখিত মতে চাকরী করা রীতি প্রচলিত হইয়া উঠিলে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত চতুর শূদ্রেরাও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত বর্ণপরিচয় প্রভৃতি সামান্য সামান্য লেখাপড়া শি-

খিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ধনোপার্জ্জনের ভার না থাকাতে তাঁহাদিগের তদুদ্দেশক সামান্যরূপে লেখাপড়া শিখিবারও আবশ্যকতা হয় নাই। যে হেতু উদ্দেশ্যবিহীন অনাবশ্যক বিষয়ের অনুষ্ঠানে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অতএব চিরদিনাবধিই স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা না থাকাতে, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা অনুচিত বলিয়া আপামর সাধারণ জনগণের সংস্কার হইয়াগিয়াছে। সুতরাং অসার-সংসার-সার, নিত্য ও নির্ম্মল সুখের একাধার, শোক-মোহ-দুঃখ-সন্তাপ-নিবারণের মূলাধার, বিচার-বিপণি-গমনের পথ-প্রদর্শক, বিদ্যা-কলা-নিধি-কিরণ, মনো-গগনে উদিত না হইবাতে এদেশীয় অসভ্য যোষাগণ, ঘন কঠিন অবোধ-তিমিরে আবৃত ও জ্ঞান-নয়ন-বিহীন হইয়া বিজ্ঞানশূন্য, বিচার-বিমূঢ়, পরিণাম ও শুভাশুভ বিবেচনা-বিমুখ এবং সমধিক বিষয়াসক্ত ও বৈরাগ্য-বিহীন হইয়া উঠিয়াছে।

—০—

প্রভু ও দাস।

বিষয়ী মানবগণ, ক্রমশঃ যখন বিস্তৃত-ব্যবসায় হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারা নিজ নিজ বিষয়ের আয়-ব্যয়-স্থিতি-নিদর্শক ও দেনা-পাওনার বিষয়ের প্রমাণজনক ও অন্যান্যবিষয়ক স্মরণ-পুস্তক

অর্থাৎ জমাখরচ-এ হিসাব প্রভৃতি লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষয়কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে সেই সেই বিষয়ীজনগণ একাকী আর স্বীয় স্বীয় সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ ও তত্তৎবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া উঠিলেন। অতএব অগত্যা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ বিনিময় দিয়া তাঁহাদিগকে অন্যের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এবং তৎকালে যাঁহারা দরিদ্র ও অপরিণামদর্শী ছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ পরিশ্রম বিনিময় দিয়া বিষয়ীদিগের নিকট আপন পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ধনীদিগকে সাহায্য দিতে আরম্ভ করিলেন। অতএব তদবধি বিষয়ীদিগের আদেশমতে তাঁহাদিগকে ধনীদিগের বিষয় তত্ত্বাবধারণ ও তদ্বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধকরণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ম সমধিক আয়াসসাধ্য ও তাহা সকল সময়ে সমভাবে লাভজনক নহে বরং কখন কখন ক্ষতিকরই হইয়া থাকে। এবং সামাজিক রীত্যনুসারে সকলের সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাও ছিল না। পরন্তু উল্লিখিত রূপে শ্রমবিনিময় অর্থাৎ পরানুবৃত্তিদ্বারা সর্ব্বদা সমভাবে ক্ষতি ব্যতিরেকে নিরুদ্বিগ্নরূপে ও স্বল্পায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহকরা অপরাপর উপায় অপেক্ষা সহজ

ও সুবিধা বিবেচনায় ভূরিতর লোকই চাকরী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। সুতরাং বিষয়ীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বেতনাভিলাষী কর্ম্মচারীর পরিমাণ অধিক হওয়াতে বিষয়ীদিগের নিকট অনেকেই প্রার্থনা-পূর্ব্বক সাহায্য-প্রেপ্‌সা (উম্মেদারী) করিতে লাগিল। প্রার্থক ব্যক্তি আপন প্রার্থনা পরিপূরণের নিমিত্ত যত ব্যগ্র হয়, যাঁহার নিকট প্রার্থনা করা যায় তাঁহার তত হইবার সম্ভাবনা নাই ; বরং কখন কখন বিরক্তই হইয়া থাকে। পরন্তু আপন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কে কি করিতে না পারে ? অতএব প্রার্থকগণ নিজ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিষয়ীদিগকে চাটূক্তি প্রভৃতি অন্যান্য জঘন্য কর্ম্ম দ্বারাও সন্তুষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ীদিগের সাহঙ্কার প্রভাব ও প্রার্থকদিগের তুচ্ছতার সহিত অধীনতা সহজেই প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব বিষয়ীদিগের সম্মানসূচক প্রভু * ও কর্ম্ম-সহায়ীদিগের অপমান-সূচক দাস (চাকর) উপাধি হইয়াছে। কালক্রমে এতদ্দেশে শ্রমবিনিময় অর্থাৎ চাকরী করার রীতির এমত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে, যে ভদ্র, আখ্যাধারী অধিকাংশ লোকেই কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি প্রকৃত ও

* প্রভাবার্থ প্র পূর্ব্বক ভূ ধাতু দ্বারা প্রভু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

প্রচুর অর্থাগমের পথ সমুদায় একেবারে বিস্মৃত প্রায় হইয়া চকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানালোচনার হ্রাস।

পূর্ব্বোক্ত রূপে চাকরী করাই যখন প্রধান জীবিকা বলিয়া সাধারণ লোকদিগের সংস্কার হইয়াছে সেই সময়াবধিই চাকরী কর্ম্ম-নির্ব্বাহোপযোগী সামান্যরূপ বর্ণ-পরিচয়, শুদ্ধাশুদ্ধ-বিবেচনা-বিহীন যথাকথঞ্চিৎ চলিত ভাষা শিক্ষাকরা ও তাহা সঙ্কীর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করাই বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। যেহেতু তদ্দ্বারা যত শীঘ্র যত উত্তমরূপে ও যে প্রকার সহজে জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান হইত; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছান্দস, জ্যোতিষ, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া জীবিকার সংস্থান কর তত শীঘ্র ও উত্তমরূপে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না, বরং শেষোক্ত বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা ভাগ্যভোগ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ হইত। অতএব যে বিদ্যা অনায়াসে ও অনধিক দিনমধ্যেই শিক্ষা করিতে পারা যায় এবং যাহা শিক্ষিত হইলে নিয়মিতরূপে জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান হইতে পারে, সাধারণ লোকদিগের সেই বিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ে যেরূপ যত্ন ও প্রবৃত্তি হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ সমধিক-আয়াস-সাধ্য

ও বর্ণপরিচয়-পাঠ এবং অনিশ্চিত অর্থকরী বি.দ্যা-
ধ্যানে সেরূপ যত্ন ও প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নহে।
যাহা হউক, প্রথমোক্ত কেবল অর্থাগমক যৎসামা-
ন্যরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করাই বিদ্যাশিক্ষা বলিয়া
সাধারণের সংস্কার হইলে "ধনোপার্জ্জনই বিদ্যো-
পার্জ্জনের ফল" ইহা যে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের
সংস্কারবদ্ধ হইবেক তাহার আশ্চর্য্য কি? অপিচ
যাহাতে আপাততই ধনোপার্জ্জন হয় তাহাই শি-
ক্ষিতব্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হওয়াতে কস্মিন কালে
মান্য পুস্তকের নাম শ্রবণগোচর হইলেও নিতান্ত
ফর্ম্মনা যে যে কুসংস্কারীর তাহা অবেত্তব্য বলিয়া
হাতেও করে না। সুতরাং তদীয় পাঠ্য রসাস্বাদনে
নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবল আহার, নিদ্রা, ন্যা-
য় পরতন্ত্র হইয়া তাহারা নিতান্ত পশুবৎ কা-
লাতিপাত করে।

— o —

স্ত্রী-মূর্খতা-প্রবাদ।

"ধনোপার্জ্জনই বিদ্যোপার্জ্জনের ফল" এই বি-
শ্বমতক সাধারণজনগণের হৃদয়ভূমিতে বদ্ধমূল হই-
লা, ভূগোল, খগোল, নীতি, জ্যোতিষ, গণিত, সাহিত্য
ও ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনাদি
বিজ্ঞান পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা নাই, এই কুসংস্কার-
রূপ ফলোৎপাদন করিয়াই যে উৎপাটিতা হইয়া-

ছে এমত নহে, সেই জ্ঞান-পথ-রোধক সর্ব্বনাশক বৃক্ষ "স্ত্রীজাতিদিগকে মূর্খ করিয়া রাখা উচিত" এই কুসংস্কাররূপ অপূর্ব্ব ফলও ভুরিপরিমাণে প্রসব করিয়া দেশমধ্যে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং সেই অবলাদিগের দুরবস্থার একশেষ হইয়া উঠিয়াছে,

আহা! এদেশীয় দগ্ধললাট কুলকামিনীগণ কি অপরাধ করিয়াছিল? কি দোষে তাহাদিগকে পশু আহার পান ও গন্ধ-রস-স্পর্শ-সুখ-শূন্য, অকিঞ্চি কর, লৌহাদি-ধাতু-নির্ম্মিত, সুলভ কৃত্রিম ভূষণ প্রদান করিয়া, দেব-দুর্লভ, চির-সুখাকর, জ্ঞানামৃতপানে ও অনুপম-নিখিল-দুঃখ-নাশক সংসার-সার, অমূল্য অকৃত্রিম বিদ্যারত্ন ভূষণে বঞ্চিত করা হইয়াছে! অতএব এদেশীয় কি প্রাচীন কি নবীন পুরুষগণ দুর্বল অবলাদিগের প্রতি যে প্রতারণারূপ পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মগতি! "যাহারা অন্যকে প্রতারণা করে কাল সহকারে তাহারাও যে প্রতারিত হয়" এই জন-প্রবাদ অতীব প্রামাণিক; স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রথা রহিত হওয়াতে যাবৎ যোষা ঘোরতর মূর্খতা-দোষে দূষিত হইয়া মূঢ়তা রূপ-নাশ-দাহক-জনিত প্রজ্বলিত দহনে পুরুষ দিগকে অহরহঃ দগ্ধ করিতেছে।

মূর্খেরা কি না করিতে পারে? কায়িক বাচনিক

মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ ত তাহাদের সহজ ধর্ম্ম। মিথ্যা, চৌর্য্য, প্রতারণা, কলহ, পরনিন্দা, পরহিংসা, পরদ্বেষ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম সকল ত তাহাদের ভূষণ; তাহাদের কথায়২ ক্রোধ, ক্ষমাগুণ কাহাকে বলে তাহারা তাহা স্বপ্নেও জানে না। মূর্খেরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য; সুতরাং মনে যখন যাহা উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। কোন কোন মূর্খ আবার এত গণ্ড মূর্খ যে আপনি যে মূর্খ তাহাও জানিতে পারে না; বরং আপনাকে পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া অভিমান করে এবং সেইরূপ পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশের সমকালীনই তাহার অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞ শ্রোতৃগণ তাহার সম্পূর্ণ মূর্খতা লক্ষ্য করেন। তাদৃশ লোক কেন আত্মীয় লোকেরই পরামর্শ বা উপদেশ না শুনি) যথারুচি কর্ম্ম করে ও অচিরে নষ্ট হয় এবং অন্যকে কষ্ট দেয়। ফলতঃ মূর্খতা দোষ যে সকল প্রকার দোষের প্রসূতি ও গুণ সমূহের প্রতিবন্ধক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এবঞ্চ, ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ এই সকল লোকের মূর্খতার প্রধান ও প্রকৃত আশ্রয়, অর্থাৎ এদেশীয় প্রায় সমুদায় স্ত্রীলোকই নিতান্ত মূর্খ। হে দূরদর্শী মহোদয়গণ! প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন একে আর হইয়াছে; কেন না পুরুষদি গর যেরূপ

প্রকার ভাবি বিপদ আপদের আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত পূর্ব্বতন নিয়ন্তৃগণ স্ত্রীলোকদিগকে অস্বাতন্ত্র্য অভিপ্রেত করিয়াছিলেন কালক্রমে উঁহাদিগের মূর্খতার গাঢ়তা প্রযুক্ত পুরুষদিগের তদপেক্ষাও অধিক আশঙ্কার ও দুঃখের বিষয় উপস্থিত হইয়াছে।

যাবতীয় মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশ লোকই গৃহ শ্রমী, গৃহাশ্রমীরা সতত স্ত্রীলোক পরিবার লইয়া বাস করে। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোক ঘোরতর মূর্খ ও কুসংস্কারী, বিদ্বানদিগের পক্ষে কুসংস্কারি-মূর্খ-সহবাস অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড ও আশঙ্কা বিষয় আর কি হইতে পারে? বিশেষতঃ যে সহ ধর্ম্মিণীদিগের হস্তে পুরুষের ধন, মান, যৌবন ও জীবন সর্ব্বস্বও সমর্পিত থাকে এবং যাহাদিগের নিকটে গুপ্ত মনোবৃত্তি সকলও ব্যক্ত করা যায়, তাহারা ঘোরতর মূর্খ হইলে কত বড় আশঙ্কার বিষয়! মূর্খ মাত্রই যে নিতান্ত অবিশ্বসনীয় তাহা অনেকে বিদিত আছেন। সেই জ্ঞানশূন্য আত্মাদিগকে অমূল্য বিশ্বাসধন সমর্পণ করিয়া কত শত অনিষ্ট ঘটিতেছে, নিজবনিতাকর্ত্তৃক প্রতারিত না হন, এরূপ লোক অপ্রসিদ্ধ, যিনি কেন হউন না নিজ নিজ দারাকে যতই কেন সাধ্বী বলিয়া বিশ্বাস থাকুক না, অহরহঃ অন্ততঃ সামান্য সামান্য বিষয়েও যে স্বামীরা নিজ দারাকর্ত্তৃক প্রতারিত হন না, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

আহা! স্ত্রীলোকদিগের মূর্খতা বিষয়ে কি চমৎকারি পটুতা জন্মিয়াছে! তাহারা কুহকময় মোহজাল বিস্তার করিয়া সুদূরদর্শী বিজ্ঞবর ভর্ত্তাদিগকেও অনায়াসে প্রতারণা করে। তাহারা পতির মতবিরুদ্ধ স্বকার্য্য সকল এত নৈপুণ্য ও বুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করে যে সমধিক বুদ্ধিমান, চতুর গুণবান্ স্বামীও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন না। স্থূলধী লোকের দুঃখের কথা ত অবক্তব্য; তাহাদিগকে ত মনে করিলেই স্থলে জল ও জলে স্থল বলিয়াও অনায়াসে বুঝাইতে পারে।

নানারূপ কারণকূট-বিলোকনে নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে এদেশীয় বিজ্ঞলোকেরা দম্পতীর সুখোদ্গম নিরবচ্ছিন্ন অকপট-প্রণয়-রসাস্বাদনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আছেন। এবং নিজ নিজ কামিনীর কার্য্য ও ব্যবহার-প্রণালী অমনস্ক করিয়া প্রায় প্রতিদিন-যামিনীই অসুখে অতিবাহিত করেন। অথবা কোন কোন লোক নিতান্ত অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে অনুশোচনা বৃথা বলিয়া ক্রমশঃ ঔদাস্য অবলম্বন করত যে দিন গত হয় তাহাই উত্তম বিবেচনায় অনন্যরূপে বর্ত্তমান কাল অতিবাহিত করেন।

এদেশীয় অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্যাদি দোষযুক্ত। কিন্তু কি ধনী, কি নির্ধন, কি সুন্দর, কি কুৎসিত, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি স্বঙ্গ, কি ব্যঙ্গ দার-পরি-

এই বিষয়ে সকলেরই সমান আস্থা ও চেষ্টা। এমন কি, যে সকল ব্যয়কুণ্ঠ লোক আত্মোদর-ভরণেও সমধিক কৃপণতা করে, তাহারাও বিবাহের ঘটকদিগকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগের সন্তোষের জন্য অপরিমিত ব্যয় করে। ভাবিদারা দ্বারা নিরতিশয় ভবিষ্যৎ সুখের প্রত্যাশায় বিবাহ বিষয়ে নিয়ত উদ্যোগী থাকাতে অনেকানেক অপরিণামদর্শী দরিদ্র অক্ষম জনগণও অভিলষিত-বিষয়-সংঘটন দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু অনধিক-বিলম্বেই যখন গৃহীত-পাণি রমণীদিগকে উত্তমোত্তম অশন, বসন, ভূষণাভিলাষিণী ও বিবিধ-বিলাস-শালিনী দেখেন এবং সেই বিলাসিনীদিগের অভিলাষ পূরণে আপনাদিগকে নিতান্ত অক্ষম বোধ করেন তখন তাঁহাদের আর অনুতাপের পরিসীমা থাকে না। অথচ লজ্জাবশতঃ স্বজনগণ সন্নিধানে তদবস্থা সমুদায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতেও সাহসী হন না; মনে মনেই সতত চিন্তানলে দগ্ধ হইতে থাকেন। সুতরাং তাঁহারা ভবিষ্যতে যে পরিমাণে সুখের প্রত্যাশায় বিবাহ করিয়াছিলেন ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমানে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে দুঃখভোগ করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সক্ষম তাঁহারা যে কোন উপায়েই হউক নিজ নিজ তনয় দুহিতা

বনিতা ও অপর পরিজনদিগের ভরণ পোষণ ও বিলাস-সাধন বস্তুজাতোপার্জ্জনে নিরত সচেষ্ট থাকেন। চাকরী আর ক্ষুদ্র অন্তর্বাণিজ্য ভিন্ন এদেশীয় ভদ্র-লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের অন্যোপায় নাই বলিয়া সকলের স্থির সিদ্ধান্ত থাকাতে তাঁহারা উক্তার অন্যতর জীবিকা অবলম্বন করেন। কিন্তু উল্লিখিত উভয়প্রকার জীবিকাই নিজ নিজ আবাস ভূমিতে বসিয়া ঘটিবার সম্ভাবনা অতি বিরল। অতএব নভদুঃখাকর প্রবাস-বাসেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হন না।

আহা! চিরকাল প্রবাসে বাসকরা যে কত কষ্ট ও মনস্তাপের বিষয়, তাহা যাঁহারা একবার প্রবাসী হইয়াছেন তাঁহারাই সবিশেষ অবগত আছেন। বিশেষতঃ প্রাণাধিক প্রিয় বনিতা ও সুতদুহিতাদিগকে গৃহে রাখিয়া যিনি অচিরে চিরপ্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রবাসবাস অপেক্ষা, শমন-সদনে বাসও শতগুণে শ্রেয়স্কর। মরণের পূর্ব্বেই যে কিছু যাতনাভোগ করিতে হয়, মরিলে ত আর দুঃখ বোধ হয় না। পর্ব্বতের পতনশঙ্কাই ভয়ানক; উহা পতিত হইলে আর ভয়ের বিষয় কি? প্রাণোপমা জায়া, ও জীবন-সমান তনয়-তনয়াদিগের মধুরময়-বচন-শ্রবণ, মোহময় মুখ-শোভাসন্দর্শন, ও সুখময় প্রেমালিঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসে

যাইবার সময় যত যাতনা উপস্থিত হয়, প্রবাসী হইলে ততোধিক তীব্র বেদনা হইয়া উঠে।

মানবদিগের জীবন কালইত অত্যল্প; সুখ ভোগের কাল তদপেক্ষাও ন্যূন, সে সময়টুকু ও যদি বিষম বিরহানলে দগ্ধ হইতে হয়, তাহা হইলে সে প্রবাসীর পক্ষে সংসারাশ্রম করা অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা সহস্রগুণে উত্তম। সমুদায় জীবনকালের অষ্টভাগের পঞ্চভাগ মাত্র সুখভোগের উপযোগী হইয়া থাকে। সুখ-ভোগীয় কালের বিংশাংশের একাংশ কালও প্রবাসীরা পরিবার-সহবাস-সুখে যাপিত করিতে পান কি না সন্দেহ। যাহা হউক, তাঁহারা অত্যল্পদিন মাত্র নিজ ললনাদির সহবাস-সুখে অতিবাহিত করেন বটে; কিন্তু পরিতৃপ্ত না হইতে হইতে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রবাসী হইতে হয়। অতএব তাঁহাদের সেই অতীত ক্ষণিক সুখের স্মরণ পরে প্রচুর দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। সুতরাং তখন তাঁহাদের মানস-তরু, বিষম বিরহ এবং শিশু তনয় ও যুবতী বা প্রৌঢ়া জায়াদিগের বিপৎপাত ও দুশ্চরিত্রতা শঙ্কাদহনে প্রবলরূপে দগ্ধ হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে প্রবাসস্থ অপর বালক ও স্ত্রী-লোকদিগের চরিত্র ও ভাবভঙ্গী বিলোকন-ঘৃতাহুতি, বিরহীর হৃতকজ হুতাশনকে গাঢ় প্রদ্ধ

করিয়া তোলে, তখন বন্ধু দিগের সমধিক উপদেশ-দান প্রাপ্ত হইলেও সেই প্রদীপ্ত অনল নির্ব্বাপিত হয় না।

যাহা হউক, স্ত্রীলোকদিগের মূর্খতায় পাটন-নিবন্ধন পুরুষদিগকে যে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভার-বাহক পতিরা যে কোনরূপেই হউক, আপন আপন জায়াদিগের ইচ্ছানুরূপ অশন, বসন, ভূষণ, বিলাস-সাধন ও অপর প্রয়োজনোপয়োগি-দ্রব্য সামগ্রী সমাহরণার্থে নানাস্থান পর্য্যটন, প্রবাস-গমন, বিরহ-যাতনা-সহন অনশন ও অতি ঘৃণিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের বিলাসবতী যুবতীরা পতিসমাহৃত বস্তু সমস্ত বিশেষরূপে রক্ষাবেক্ষণেও যত্নবতী হন না। তাঁহারা দীর্ঘসূত্রতারূপে কোনক্রমে নিত্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াই কতকগুলি প্রতিবেশিনীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক নানাকথাচ্ছলে অপরের নিন্দাচর্চ্চা ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বর্ণনা এবং নায়ক-নায়িকার গুণ বা দোষ কীর্ত্তন করিয়া বৃথা কলহে কালযাপন করেন। হা কষ্ট! কত দিনে স্ত্রী-জাতিরা মূর্খতারূপ অন্ধকূপ হইতে উদ্ধৃতা হইবেক; কতকালে বা তাহাদের জ্ঞান-তপন-তাপে জড়তা অপসারিত হইবেক; কোন কালেই বা পুরুষ-দিগের প্র-

কৃত যাতনার পরিহার ও গৃহাশ্রম-সুখে অধিকার হইবেক, বলিতে পারি না।

—•—

নূতন মত।

এই গ্রন্থের বিধবা-প্রকরণোক্ত প্রাচীন নিয়ম নিকরের তাৎপর্য্যাবোধে তাচ্ছল্য বা আলস্য করিয়াই হউক কিংবা পুরুষদিগের ইচ্ছানুরূপ যত ইচ্ছা বিবাহ হইবেক, কিন্তু পুরুষাপেক্ষা অন্যূনাভিলাষী স্ত্রীলোকদিগের কোনরূপেই একটীর অধিক উপযাম হইতে পারিবেক না ইত্যাদি পুরাতন নিয়ম নিতান্ত পক্ষপাতযুক্ত অতএব উহা অশ্রদ্ধাস্পদ ইহা বলিয়াই হউক, অথবা পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিতে বিধবাদিগের যৎপরোনাস্তি যাতনা হইতেছে, দেখিয়া দয়া-গলিত-চিত্ত হইয়াই হউক; বা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ যোষাই অনাথা হইয়াছে তাহারা সনাথা হইলে প্রজা ও পুরুষদিগের সুখবৃদ্ধি হইবেক, ভাবিয়া নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াই হউক; অধুনাতন উদারস্বভাব শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বহুতর বিজ্ঞবর লোকেরা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত [illegible] করিয়াছেন। অতএব নবীন-প্রবীণ [illegible] তৈষী প্রকৃতিতত্ত্বদর্শী মহামহো

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় (সম্বৎ ১৯১১) একা-দশাধিক উনবিংশ শতাব্দীর মাঘ মাসের (১৬) ষোড়শ দিবসে "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" এই প্রস্তাব-মূলক এক খানি ক্ষুদ্রপুস্তক প্রচারিত করেন।

এদেশীয় আপামর সাধারণ প্রায় সমুদায় জনগণ, প্রচলিত আচার ব্যবহারে এরূপ বিচার-বিমুখ ও সংস্কারবদ্ধ হইয়াছেন, যে তাঁহারা স্পষ্ট অনিষ্টকর কোন প্রকার চলিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও কোন অচলিত নূতন মত শাস্ত্র-সম্মত বটে কি না বলিয়া সন্দেহ করেন ও যাহা কেবল যুক্তিযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের অনুমান হয়, তাহা যদি ব্যাসতুল্য শাস্ত্রতত্ত্বার্থজ্ঞ ও নিরপেক্ষ দূরদর্শী লোকদিগেরও বিচার-সিদ্ধ ও নিতান্ত অভিমত হয়, তথাপি হইলেও তাঁহারা তাহাতে কোন ক্রমেই দৃষ্টিপাত করেন না।

ইত্যাদি কারণে উল্লিখিত বিদ্যাসাগর-প্রণীত পুস্তকে, কেবল সদ্যুক্তি মাত্র অবলম্বন না করিয়া কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা ভগবান পরাশরকৃত স্মৃতিসংহিতার সম্মত্যনুসারে * বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া বিধেয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

কিন্তু এতদ্দেশীয় জিগীষা-পরবশ, কিম্বাব্যবসায়ী জনগণ চিরবদ্ধ সংস্কার বশতঃই হউক, আর অপর কুসংস্কারীদিগের মনোরঞ্জনার্থেই হউক, একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া স্ব স্ব বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের মত খণ্ডন করত কতকগুলি পুস্তক রচনা ও প্রচার করেন। তৎপরে বহুদর্শী বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুরাতন শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ বাদীদিগের মত সকল 'তন্ন তন্ন' রূপে খণ্ডন ও আপন মত সুদৃঢ় করত একখণ্ড বিধবা-বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকও প্রচারিত করেন। এই পুস্তকে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার বিষয়ে এত নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, যে ঐ পুস্তক খানি আনুপূর্ব্বিক বিবেচনাপূর্ব্বক পাঠ করিলে এক খানি প্রধান দর্শন পাঠের সমান ফল লাভ হয়। সুতরাং বিপক্ষ দল বিদ্যাসাগরের অনিবার্য্য নৈসর্গিক বেগে এরূপে পতিত ও মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, যে তাঁহারা বহু বহু যত্নেও উন্নতশির হইয়া ও উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

এদেশীয় বিচারজিগীষা-পরবশ পক্ষপাতি বিপক্ষদল নিরস্ত হইলে পর "শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ হইতে পারে,, এই জনশ্রুতি-রূপা নদী অতি অদ্ভুত রূপে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গাদি যাবতীয় নদনদী

ভূধর হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিয়া সাগরে পতিত হয়। কিন্তু এই চির-পতিত-পাবনী নদীর গতি সেরূপ নহে; অবিকল তাহার বিপরীত। ইহা সাগর হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ বহুতর ভূধ-রের প্রস্থ দেশ পর্য্যন্ত বেগে গমন করিতেছে। সুতরাং হরিদ্বার অবধি গঙ্গা-সাগরান্ত সমুদায় ভারতবর্ষমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

উল্লিখিতা বিধবাবিপত্তারিণী তরঙ্গিণী যদিও মনোহররূপে দেশদেশান্তরে প্রবাহিতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং যদিও দশমী-দশা-হরা যোগে তাহার সমধিক মহিমা প্রতীয়মান হইয়াছে, তথাপি সেই অব্যবহৃত নদীজলে সমাজ-দোষরূপ ভীষণ কাদোগণের অধিবাস থাকিবার সম্ভাবনা দিবে .... সমধিক লালসা থাকিলেও ভীরুস্বভাব বঙ্গদেশবাসী লোকেরা প্রথমতঃ কেহই তজ্জলস্পর্শ করিতেও সাহসী হন নাই।

অনন্তর অভিজাত বিখ্যাত রামধনশিরোমণি-সুত, মহোপাধ্যায় রাজ-পূজিত পণ্ডিত স্বদেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয়, সাহসময় কবচ ও জনাপবাদরূপ পাদুকা পরিধান-পূর্ব্বক কুলাচার-মুকুট মস্তকে রাখিয়া সহিষ্ণুতাফলক ও জ্ঞানরূপ তরবারি দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উৎসাহময় দোলায় সমা-

রোহিত হইয়া, কতকগুলি উৎসাহোত্তেজক কৌতুকী অনুচরদিগকে অনুদেশে দেখিয়া প্রভুত-জনরব-কল্লোলিনী লোষরূপ ভীষণ-জলজীবশালিনী সেই বিধবোদ্বাহময়ী তরঙ্গিণীর বিধবা-রমণী-রূপ জলে সর্ব্বাগ্রে একাকীই অবরোহণ ও স্নান-তর্পণ করেন এবং অপর সাধারণের ভয় ভাঙ্গিয়া দেন। তৎপরে তদ্দর্শনে কিয়দংশে সাহসী হইয়া কতিপয় আর আর ভদ্রবংশীয়েরাও বিধবামৃত দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব নগরে গমন করিয়া দিগ্‌ভ্রম হইলে অর্থাৎ এক দিককে অন্যদিকরূপে সংস্কার হইলে সূর্য্যোদয় বা ধ্রুব-তারা কিম্বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র দর্শনে দিগ্‌ভ্রান্ত লোকের ভ্রমাত্মকবোধ নিরাকৃত ও প্রকৃত দিক স্থিরীকৃত হইলেও যেমন তাঁহার চিত্তমালিন্য দূরীকৃত হয় না; * সেইরূপ একান্ত ভ্রান্ত কুসংস্কারাবিষ্ট জনগণ নানা দর্শনানুযায়ি বিচারে বা শাস্ত্রানুসারে কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞদিগের ব্যবস্থামতে আপনাদিগের পুরাগত মত ভ্রমাত্মক ও নূতন মত প্রমাত্মক বলিয়া জানিতে পারিলেও তাহাদের সুন্দররূপে চিত্তমালিন্য অপগত হয় না; কিয়দংশে সং-

---

* অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বিবেচনা না করিয়া ভ্রমাত্মক সংস্কারের প্রতিকূলতাবশতঃ হঠাৎ প্রকৃত দিক্ স্থির করিতে পারা যায় না।

থাকে*। সুতরাং সেই দোলায়মান-চিত্ত মর্ত্তাগণ চির-ব্যবহৃত মত ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টজনক বলিয়া বুঝিলেও তাহা ঝটিতি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ নূতন মত গ্রহণ করিতে তাঁহাদের মন অগ্রসর হয় না।

বিশেষতঃ পরস্পরের একবাক্যতা, অকপটবন্ধুতা, নির্ম্মলচিত্ততা ও প্রকৃত সভ্যতা সাধনের প্রধান নিদানই সভা? স্থানে স্থানে সভাস্থাপন, তথায় নিয়মিত সময়ে সাধারণের সমাগম, স্বধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, দেশহিতকর জ্ঞানালোচন ও অকৈতবে স্ব স্ব মনোগত কথার উত্থাপন করা এবং তাহা সভাসীন জনগণের বিচার পক্ষে আনয়নপূর্ব্বক তদীয় তত্ত্ব নিরূপণসহকারে কর্ত্তব্যাবধারণ করার রীতি অদ্যাপি এতদ্দেশে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং কখন কাহারো মনে কুলক্রমাগত, বিপদাকর, কোন সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইলেও তাহা প্রকাশ হইলে বিরুদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া সাধারণের সমীপে অপবাদ হইবার ভয়ে বিশ্বাস করিয়া সে

* তাহারা মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করে, যে এই চিরপ্রচলিত মত যদি ভ্রমাত্মক হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষে যে সকল প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অতি মহান্ মহান্ পণ্ডিতবর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি ইহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেন না? অতএব নূতন মত বিহিত কি না? ইত্যাদি।

মানস তিনি অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন না ; বরং সমাজে সুখ্যাতি রক্ষার নিমিত্ত সতত গোপন করিতেই চেষ্টা করেন। যাহা মুখে আনা যায় না, তদনুরূপ ব্যবহার সামঞ্জস্যরূপে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। এই হেতু বিধবা-বিবাহ বিহিত বলিয়া জ্ঞাত হইলেও কএকজন ব্যক্তি ভিন্ন এদেশীয় প্রায় সমুদায় লোকই কৌলিক কুসংস্কার পরিহারপূর্ব্বক অদ্যাপি নিজ নিজ বিধবা ভগিনী দুহিতা ও স্নুষাদিগের বিবাহদিতে সাহসী হন নাই। অধিক কি, বিধবাবিবাহ বিধেয় বলিয়া অম্লান মুখে সভামধ্যে উচ্চারণ করিতেও সমর্থ হন নাই। ফলতঃ বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিহিত ও উহা প্রচলিত না হইবাতে ধরণী ক্রমশঃই পাপাক্রান্ত হইতেছে এবং উহা প্রচলিত হইলে সংসার এক্ষণাপেক্ষা অনেকাংশে সুখের স্থান হইতে পারিবেক ইত্যাদি রূপ জানিয়া শুনিয়াও যে এদেশীয় প্রায় সমুদায় লোক অদ্যাপি বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন নাই, সুবাধক কুসংস্কারই তাহার মুখ্য কারণ, সন্দেহ নাই।

—•—

সংস্কার।

যে দৃঢ় বোধপ্রভাবে অনুষ্ঠেয় বিষয়ের কারণ ও ফলানুসন্ধান ব্যতিরেকে জীবগণের বিষয় বিশেষে

সুমহতী প্রবৃত্তি বা সুদারুণ নিবৃত্তি হইয়া থাকে তাহাকে সংস্কার কহে। সেই সংস্কার দুই-প্রকার, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। যে সকল সংস্কার উপদেশাদি ব্যতিরেক কাল বা বয়োধর্ম সহকারে আপনাআপনিই হইয়া থাকে, তাহাদিগকে স্বাভাবিক সংস্কার কহে। আর যে যে সংস্কার উপদেশ বা অভ্যাস কিম্বা দেশাচার অথবা কুলাচার প্রযুক্ত জন্মে ও যাহাদের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিলেও করা যাইতে পারে তাহাদিগকে কৃত্রিম সংস্কার কহে।

যে সমুদায় কৃত্রিম সংস্কারের অনুগত হইয়া চলিলে বাস্তবিক অনিষ্ট সংঘটিত হয় অথবা অনর্থ সময়াতিপাত হইয়া থাকে, সে সমুদায়কেই কুসংস্কার বলা যায়। এই কুসংস্কারই এদেশীয় জনগণের পুরাতন সৌভাগ্য-নাশের ও নব নব দুর্ঘটনার প্রধান সাধন হইয়া উঠিয়াছে।

অতি পূর্ব্বকালাবধি যে সকল আচার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে অনুসন্ধান করিয়া সেই সেই আচার প্রচলিত হইবার প্রকৃত কারণ অবধারিত করা অতীব দুরূহ। যে হেতু আচার ক্রমাগত পরম্পরা-বাহিকরূপে চলিতে থাকে, কিন্তু কারণ অজ্ঞাত বা কালকবলিত হইয়া যায়। যে সকল আচার বাল্য-কালাবধি প্রচলিত দেখা যায়, সে সমুদায় অবশ্য

পালনীয় বলিয়া তদবধিই তাহাতে একরূপ সংস্কার হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে যে বিষয়ে একবার সংস্কার হয় আর তাহা ত্বরায় পরিত্যাগ করা যায় না। যাহা ছাড়িবার নহে সহজেই তাহার সংস্থাপনে যত্নবান হইতে হয়। জনগণ যখন যে বিষয়ে যত্নশালী হন, তখন যে কোন কৌশলেই হউক তাহা সফল করিতে চেষ্টা করেন। অতএব তৎকালে সেই হ[illegible]দান আচারনিকর চিরস্থায়ী থাকিবার পোষক বিবিধ কাল্পনিক প্রবাদও প্রচারিত হইতে থাকে। প্রচলিত আচারনিবহ প্রবাদ-সহকৃত হইলে এরূপ বদ্ধমূল হয়, যে তদ্দ্বারা নানাবিধ অনিষ্ট সংঘটিত হইলেও আর তাহা কোন ক্রমেই পরিবর্ত্তিত বা রহিত হইতে পারে না, বলিয়া অদূরদর্শী জনসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। এইরূপ বিশ্বাসময় বীজই এদেশীয় মানবদিগের হৃদয়ভূমিতে কালসহকারে কুসংস্কারস্বরূপ মহান্ মহীরুহরূপে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে।

এই বদ্ধমূল বিস্তৃতশাখ বিশাল শাখী আপাত-লোভনীয় আচাররূপ ভুরিতর মাদক ফল ধারণ করিয়াছে। এদেশীয় অপরিণামদর্শী লোকেরা অবিরত সেই মাদকফল সেবন করিয়া ঘোরতর প্রমত্ত হইয়া গিয়াছেন। প্রমত্তেরা কি না পারে? তাহা-দিগের অসাধ্য কুকর্ম্ম কিছুই নাই। অতএব এদে-

শীয় গৃহাশ্রমীরা, সনাতন ধর্ম্মঘাতক, বিকৃতভাবা-পন্ন বল্লালী কৌলীন্যপ্রথাই প্রধান বৈবাহিক ধর্ম্ম, এবং মন্বাদি ধর্ম্মসংহিতার প্রতি দৃষ্টিপাত না ক-রিয়া কুসংস্কারোদ্দীপক রঘুনন্দন-প্রণীত সংগ্রহ স্মৃ-ত্যর্থকেই প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংসাশ্রমাদি সংসার দুঃখনাশক যথার্থ মুক্তির পথ বিস্মৃত হইয়া ভেকাশ্রম প্রভৃতি নানাবিধ কুহ-নাকেই অপবর্গলাভের উপায় বোধ করিয়া সেই সেই বিষয়ে আগ্রহাতিশয় সহকারে আমোদিত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ অবলম্বিতবিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি তাহা ভ্রমেও আন্দোলন ক-রেন না।

কৌলীন্য।

প্রায় আট শত বৎসর গত হইল অর্থাৎ খ্রীঃ ১০৭৩ সালে, বৈদ্য বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ আদিশূর রাজা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ আছে, যে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপ সকল ভালরূপে জানিতেন না, এজন্য আদিশূর, কোন যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহের নিকট, শ্রুতি-স্মৃতি-বিশারদ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদনু-সারে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, সাবর্ণ, বাৎস্য ও ভরদ্বাজ

ক্রমান্বয়ে এই পঞ্চগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদ-গর্ভ, ছান্দর ও শ্রীহর্ষ নামক পাঁচ জন ব্রাহ্মণ, আপন আপন অনুচর ঘোষ, বসু, গুহ, দত্ত ও মিত্র এই পঞ্চোপাধিক পাঁচজন কায়স্থ সমভিব্যাহারে এদেশে আসিয়া আদিশূর রাজার যজ্ঞ-কর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। যজ্ঞ-সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে; তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলে শূদ্রযাজন করিয়া পতিত হইয়াছে বলিয়া আর তাঁহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার করিলেন না। অতএব তাঁহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া রাজার সম্মতিক্রমে এইদেশেই বাস করিতে লাগিলেন। এক্ষণে এদেশে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর যত ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তৎসমুদায়ই ঐ পাঁচজনের বংশ।

অনন্তর কিয়দ্দিন গত হইল অর্থাৎ খৃ ১০৬৬ অব্দ অবধি ১১১৬ অব্দপর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন প্রভৃত ক্ষমতা-সহকারে এদেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার অধিকৃত ভূভাগ বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ় ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বল্লালসেনই নবাগত বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশীয়দিগের কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করিয়া যান। তিনি আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও

দান এই নবগুণশালী ব্রাহ্মণদিগকে ও তাঁহার অনুচর কায়স্থদিগকে কুলীন এবং নবগুণের কিয়দংশ বা সমূহ বিহীনদিগকে সিদ্ধ বা কষ্টশ্রোত্রিয় উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধিমান্ জীবমাত্রেরই এই একটী প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহারা কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোনকালেই কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। অতএব বল্লাল, যখন কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার যে কোন একটী নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল, ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে। কি ইদানীন্তন কি পুরাতন সভ্য রাজদলমাত্রেরই ইহাও একটী চিরন্তন রীতি দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা ভূরি[illegible] বিদ্রোহ ও অভিযোগ ঘটনার প্রাগভাব নিবারণ বা অন্য কোন অভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত এবং নিজাধিকৃত প্রজাদিগের দুর্নীতিসংশোধন ও সুনীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত সতত যত্ন করিয়া থাকেন। অতএব প্রখর-ধীশক্তিসম্পন্ন বল্লাল সেনও নিজাধিকৃত সুশাসিত বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগকে দোষমুক্ত ও গুণযুক্ত করিবার নিমিত্ত তৎকালীন প্রজাপ্রধান এদেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতীয় লোকদিগের কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তদানীং তিনি ইহাও বিবেচনা করিয়াছিলেন,

যে কেবল নীরস ও কঠোর শাসন স্থাপন দ্বারা প্রজাদিগের চরিত্র-শোধনের চেষ্টা করিলে তাহারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবেক সুতরাং তাহাতে অভি-লষিত সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। আর যদি কোন প্রকার পুরস্কারের প্রলোভন-সহকৃত নি-য়মাবলি প্রচারিত করা যায়, তাহা হইলে অনা-য়াসেই বাসনা পূর্ণ হইবেক, সন্দেহ নাই।

অতএব গম্ভীরমতি বৈদ্যভূপতি এইরূপ নিয়ম (আইন) করিয়াছিলেন, যে যে সকল দ্বিজবরগণ অনৃতাদি দোষচয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবিতকালে সদাচার প্রভৃতি নবগুণ-শালী হইবেন, তাঁহারা কুলীন আখ্যা পাইবেন। কুলীনেরা কি রাজসমীপে কি সাধারণ-সমাজে কি কুটুম্ব-সভাতে সর্ব্বত্রই যাবজ্জীবন সমভাবে সমাদৃত সম্মানিত পুর-স্কৃত হইবেন। এবং যাঁহারা দোষী বা নির্গুণ হইবেন তাঁহাদিগের শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সাধারণ বিপ্র নাম থাকিবেক। সুতরাং তাঁহারা কুলীন-দিগের ন্যায় কোন প্রকার আদর কিম্বা সম্মান প্রাপ্ত হইবেন না। প্রত্যুত যখন সকলের সমক্ষে কুলীনেরা পুরস্কার পাইবেন ও তত্রাসীন কুলহীন-দিগের নামোল্লেখও হইবেক না তখন তাঁহা-দিগকে অবশ্যই ক্ষুব্ধমনা বা ম্লান-বদন হইয়া থাকিতে হইবেক।

ইত্যাদি রূপে রাজকীয় নিয়মাবলি প্রচারিত হইলে তৎকালীন অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরাই পরম সম্মানাস্পদ কৌলীন্যপদ লাভের লালসায়, মূর্খাচারাদি দোষচয় পরিত্যাগ করিয়া বিনয়াদি সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া সুশীলের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সদাচারগুণে প্রতিবেশি গণ, সমধিক বশীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিনয়গুণ দ্বারা এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তৎকালীন তাবল্লোকই তাঁহাদিগের প্রতি অকপটে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বিবিধ বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহারা এরূপ যশোধাম হইয়াছিলেন, যে আপামর সাধারণ প্রায় সমুদায় লোক নিকটেই গুরুবৎ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তীর্থযাত্রা চ্ছলে নানা দেশীয় বহুতর সাধু[illegible] তাঁহাদিগের শাস্ত্রশাসনে এতদূর নিষ্ঠা হইয়াছিল, যে তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইত না; সুতরাং সেই বিশ্বাস-ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে উল্লিখিত গুণাবলির পুরস্কার স্বরূপ নৈকুষ্য কুলীনোপাধি সহিত যথেষ্ট বৃত্তিবিধান করিয়া বল্লালসেন আপন কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। অতএব তদানীন্তন কুলীন ব্রাহ্মণেরা রাজদত্তবৃত্তি ফলে নিরুদ্বেগে তপস্যা ও দানাদি সৎকার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ উপরিউক্ত রূপ কৌলীন্য

রীতি অদ্যাতন কাল পর্য্যন্তও যদি অব্যাহত ও অবিকৃতভাবে চলিয়া আসিত, বৃত্তিলোপ জন্য অসৎসঙ্গদোষে দূষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে এত দিন এই ভগ্নাবশেষ বঙ্গদেশ, পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় পুণ্যভূমি বলিয়া বিখ্যাত হইত, সন্দেহ নাই।

বল্লালসেন কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন খ্রীঃ ১১২৬ অব্দে পিতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকার সময়ে উল্লিখিত পাঞ্চগোত্রিক বিপ্রদিগের প্রচুর বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল। অতএব বল্লালসেনের দত্ত বৃত্তি-বিধান দ্বারা তাঁহাদিগের তখন অন্নাচ্ছাদন ও বাসস্থানের অনটন হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ "ইতর অসৎ লোকদিগের সংসর্গ করিবা মাত্র কুলীনের কুলপাত হইবেক" এই বল্লালী নিয়ম প্রবল থাকাতে অকুলীন ব্রাহ্মণের সহিত এক গ্রামে বা নিকট গ্রামে বসতি জন্য কুসংসর্গদোষে অনেক কুলীনের কুলপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এ-কারণ লক্ষ্মণসেন পিতার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এক শ্রেণীর রাঢ় প্রদেশে ও অপর শ্রেণীর বরেন্দ্র ভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এবং কুলীন ও ইতর বিপ্রদিগের পরস্পর আসঙ্গ-

ঘটনা নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের পৃথক পৃথক গ্রামে নিবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ইত্যাদি কারণে লক্ষ্মণসেনের সময়েই কি রাঢ়ীয় শ্রেণী কি বারেন্দ্রশ্রেণী উভয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কষ্ট-শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গাঁহি নিরূপিত হইয়াছিল। সংস্কৃত গ্রাম শব্দই বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় গাঁ শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা যে গাঁয়ে বসতি করে তাহাদিগকে সেই গেঁয়ে বা সেই গাঁয়ী বলা যায়। এই কারণে কুলীন, শ্রোত্রিয় বা কষ্টশ্রোত্রিয় পরিচায়ক গাঁয়ী শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। তবে যে কতিপয় স্থলে ব্যক্তির নামানুসারে গাঁয়ী হইয়াছে দেখা যায়, সে বোধ হয় একগ্রামবাসী ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা দোষশালী প্রধান লোক বংশদিগের নামোল্লেখ মাত্র সেই সেই বিভিন্নরূপে পরিচয় প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তই ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে গাঁয়ী চলিত হইয়াছে। তদ্বিবরণ অন্য খণ্ডে বিশেষ রূপে প্রচারিত হইবেক।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য, যে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে কেবল বরেন্দ্রভূমিতে তৎকালীন সমুদায় ব্রাহ্মণদিগের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে দুইটী দল

হইয়াছিল। যাহারা পূর্ব্বোক্ত আদিম পাঁচ জন ব্রাহ্মণদিগের প্রথম-পক্ষের স্ত্রীদিগের গর্ব্বজাত-দিগের বংশ তাহারা এক পক্ষ; আর যাহারা দ্বিতীয় পক্ষের এদেশীয় জায়াদিগের গর্ব্বজাত পুত্র-দিগের সন্তান তাহারা একপক্ষ; এই উভয়পক্ষ লোকের পরস্পর সতত বিবাদ বিসম্বাদ হইত। একারণ লক্ষ্মণসেন মীমাংসা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে রাঢ় ভূমিতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণী ভেদ হইয়াছে।

যাহা হউক লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হইলে পর মধু-সেন, কেশবসেন, শুকসেন, নবজসেন ও লক্ষ্মণ সেন ক্রমশঃ নিজ নিজ পৈতৃক বঙ্গদেশের সিং-হাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের অ-ধিকার সময়ে পাঞ্চগোত্রিক ব্রাহ্মণ বংশদিগের সমধিক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং তখন তাঁহাদের রাজলব্ধ পৈতৃক বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ দুরূহ হইয়া উঠিল। তৎকালীন ভূপ-রি উক্ত রাজারাও বল্লালকৃত কৌলীন্য রক্ষণের মূল কারণ বৃত্তিবিধান দানেও তাদৃশ যত্নশালী হয়েন নাই। যেহেতু মূঢ়তা প্রযুক্তই হউক বা প্রমাদ বশতই হউক কিম্বা তাচ্ছিল্য করিয়াই হউক যে অভিপ্রায়ে বল্লাল কৌলীন্য-বিধি প্রচারিত

করেন তাঁহারা তাহা সম্যক বুঝিতে পারেন নাই। যাহার ফল বোধগম্য হয় না, তাহাতে কেনই বা প্রবৃত্তি হইবেক? যাহাতে রাজার প্রবৃত্তি না থাকে তাহা চিরদিন অবিকৃতরূপে প্রচলিত থাকাও সুকঠিন। অপিচ, সে সময়ের রাজারা যে বল্লালের নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, ইহা যে কেবল তাঁহাদিগের শৈথিল্য এমত নহে; দীর্ঘকাল-চলিত আচারের মূলানুসন্ধান করাও সহজ ব্যাপার নহে। যে হেতু যে কোন রাজা বা তাদৃশ ক্ষমতাশালী লোকেরা যে সময়ে নিজ নিজ নিগূঢ় অভিপ্রায়ে কোন প্রকার নিয়মাবলি প্রচালিত করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে সেই নিয়ম (আইন) সমুদায় সম্যক প্রচালিত ও ব্যবহৃত হইবার নিমিত্ত যত যত্ন ও চেষ্টা হয়, সেই সেই নিয়ম চলন হইবার মূল-কারণ প্রচারিত হইবার সেরূপ আবশ্যকতা হয় না। বরং কোন কোন স্থলে নিয়মের প্রকৃত অভিপ্রায় গুপ্ত রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কোন কাল্পনিক কারণ প্রকাশ করার রীতিই প্রচলিত দেখা যায়।

যাহা হউক, পাঞ্চগোত্রিক বিপ্রবংশাবতংসেরা লক্ষ্মণসেনের অধিকার সময়াবধিই নানা স্থানীয় হইয়াছিলেন। একণে কেবল পৈতৃক জীবিকা দ্বারা নিজ নিজ বহুপরিবারের ভরণপোষণ সমাধার অসঙ্গতি হওয়াতে যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় তাঁহারা একান্ত

বিমনা হইয়া আলস্যানুরূপ বিষয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও পরাঙমুখ হইলেন না। বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কৌলীন্য নিয়ম অর্থাৎ নবধাগুণ যেরূপে র-ক্ষিত হইতে পারে তাহা বিষয়ি লোকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। যাঁহাদিগকে বিষয় কর্ম্মে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকিতে হয় তাঁহাদিগের রীতিমত সামাজিক নিয়ম পালন করা ত বহুদূরের কথা, প্রাকৃতিক নিয়ম সকলও বিহিতরূপে প্রতিপালিত হয় না। যে হেতু বিষয় কর্ম্মে নিয়ত ব্যাপৃত লোকেরা নিজ নিজ বিষয়ের রক্ষণ ও বর্দ্ধনের অনুরোধে যত দূর ব্যাপৃত থাকেন, কি ঐশ কি সামাজিক কি রাজনীতি কোন প্রকার নিয়ম পালনেই সেরূপ মনোযোগী হন না। এই কারণেই ভূরি ভূরি মনুজদলে বিবিধ রোগে পীড়িত, নানা শোকমোহে অভিভূত, সমাজ বহিষ্কৃত ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন।

অতএব কুলীন-বংশ্যেরা কালক্রমে নানা বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহারা যে কেবল রীতিমত নবগুণ পালনে অসমর্থ হইয়াছিলেন এমত নহে; বিষয়োপলক্ষে তাঁহাদিগকে কত শত অসাধুদিগেরও সংসর্গে পতিত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "যে কুলীন অসৎসংসর্গ করিবে তাঁহার কুলপাত হইবেক" ইত্যাদি বল্লালী নিয়মানুসারে অতি অযোগ্য কারণেও শত শত কুলীন

কুলীনদিগের তৎকালে কুলপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কুলীনেরা কৌলীন্যমর্য্যাদার প্রভাবে সর্ব্বত্র সমভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে অকুলীন অপেক্ষা আপনাদিগকে সমধিক সুখী বোধ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সামান্য সামান্য কারণে আপনাদিগের কুলপাত হইতে লাগিল দেখিয়া তাঁহারা যার পর নাই বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন এবং অতি অকিঞ্চিৎ-কর কারণে আপনাদিগের কুলপাত না হয় এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে যত্নশীল হইয়া-ছিলেন।

অনন্তর ন্যায়দর্শনের কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থকর্ত্তা প্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র শ্রেণীদিগের আর দেবীবর নামক কোনব্যক্তি রাঢ়ীয় শ্রেণীদিগের কৌলীন্য বিষয়ে বল্লালী নিয়মের এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছিলেন যে "যে কুলীন অকুলীন সংসর্গ করি-বেন তাঁহার কুলপাত হইবেক" এই বল্লালী নিয়মে যে সংসর্গ পদের উল্লেখ আছে তাহার যথা কথঞ্চিৎ রূপে একবার মাত্র সংসর্গ ঘটিলেই কুলপাত হইবেক এইরূপ অভিপ্রায় নহে, যে হেতু নিতান্ত অযোগ্য কারণ দ্বারা মহৎগুণ সমূহের নাশ হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব তাঁহারা সংসর্গ পদ উপ-লক্ষে এইরূপ নিয়ম রচিত ও প্রচারিত করিলেন,

যে, যে সকল কুলীনেরা অকুলীনদিগকে কন্যাদান বা কুলপাতিদিগের কন্যাগ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবেন, কেবল তাঁহাদিগেরই কুলপাত হইবেক। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কারণেই কুলীনের কুলপাত হইবেক না; অর্থাৎ অকুলীনদিগের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন, গমনাগমন, ও পংক্তিভোজন প্রভৃতি গুরুতর সংসর্গ বহুকাল ঘটিলেও কোন কুলীনের কুলনাশ হইবেক না।

যেরূপ দহনের প্রতি বায়ু, সুখ-দুঃখ-ভোগের পরমায়ু ও বিদ্যাশিক্ষার সূক্ষ্মবুদ্ধি নিয়ত অনুকূল হইয়া থাকে, উল্লিখিত উদয়নাচার্যদিগের প্রণীত নিয়ম কুলীনদিগের কুলরক্ষা বিষয়েও সেইরূপ সহায় হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, যখন কুলীনেরা দেখিলেন যে অকুলীনদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোন রূপেই কুলপাত হইবেক না, তখন তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে বাসনানুরূপ ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তন্নিবন্ধন কুসংসর্গ ও নিরবকাশতা প্রভৃতি নানা কারণে ক্রমশই কুলীনদিগের নবগুণের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমচিন্তা চমৎকার! গুণনাশক উদরের চিন্তা অতিবড় ভয়ানক! উহা মনোবনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চিরপো-

যিত মৃগতুল্য সদ্গুণ সমুদায় দূরে পলায়ন করে। জঠরানল প্রজ্বলিত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে প্রচুর জ্ঞানরাশিকেও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। সুতরাং তখন পরিণামবিবেচনাশূন্য, পরে নির্লজ্জ হইয়া মানবগণ অতি ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ বিধানকর্ত্রী প্রকৃতি দেবী মানবদিগের এরূপ জীবিকা ও জীবনের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, যে তৎসমুদায় আহরণ ও প্রতিপালন করিতেই তাঁহাদিগের সমুদায়গুণ পর্য্যবসিত হইয়া যায়। সুতরাং জগতের হিতকর নিয়মনিচয় প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা তাহার প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না।

অতএব অশনাদির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়াতে ও তন্নিমিত্ত বিবিধ অসাধু ঘটনাতেই কুলীন বংশ্যেরা ক্রমে ক্রমে নবগুণ-বিহীন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপরি উক্ত ভাদুড়ী ও দেবীবরের প্রচালিত নিয়মানুসারে যাঁহারা অকুলীনের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বদ্ধ করেন নাই তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদাও হ্রস্ব হয় নাই। এই কারণে বঙ্গদেশ বাসী পাঞ্চগোত্রিক ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য প্রথা এরূপ প্রবল ও সংস্কার-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, যে কুলীন আখ্যাধারী বিপ্রগণ নবধাগুণের বিনিময়ে নবধা বা ততো-

ধিক দোষের নিকেতন হইলেও তাঁহাদিগের কৌলীন্যমর্য্যাদা খর্ব্ব হয় নাই বরং তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের আরও গর্ব্ব বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে।

অসৎসঙ্গ দোষে সাধুদিগেরও স্বভাব দূষিত হইয়া যায় এই নিমিত্ত বল্লালসেন যেমন "নবগুণশালী কুলীনেরা গুণহীন অকুলীন সংসর্গ করিলে তাঁহাদের কুলপাত হইবেক" বলিয়া নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন সেইরূপ সাধুসঙ্গই কুচরিত্র সংশোধনের একমাত্র প্রধান উপায় বিবেচনায় "যে কুলহীন যত কুলীনের সংসর্গ করিবেন তিনি ততই সাধারণ-সমাজে ও রাজসভাতে মর্য্যাদাপন্ন হইবেন" এইরূপ নিয়মও প্রচালিত করিয়াছিলেন। অতএব তৎকালে সম্মান-নিদান-কুলনাশভয়ে যেমন কুলীনেরা কুলবিহীনদিগের সংসর্গ করিতে একান্ত ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অকুলীনেরাও অপেক্ষাকৃত সম্মান-লাভের প্রত্যাশায় সাধ্যানুসারে কুলীনদিগের সংসর্গ করিতে নিয়ত যত্নবান হইয়াছিলেন। এই উভয় প্রকার আচারে সে সময়ে এই ফল দর্শিয়াছিল যে, যাঁহারা সচ্চরিত্র হইয়াছিলেন তাঁহারা কোন রূপেই অসৎ হইতেন না। আর যাহারা অসৎ ছিল সাধুসঙ্গগুণে তাহারাও ক্রমশঃ সচ্চরিত্র হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

যাঁহারা দৃঢ়াধ্যবসায় সহকারে কোন বিষয়ে

নিয়তমত্ন ও চেষ্টাশীল হন, তাঁহারা কালক্রমে অবশ্যই অভিলষিত লাভ করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। এই বিবেচনায় তৎকালে অনেকানেক অকুলীন দ্বিজবরগণ বল্লালী নিয়মানুসারে কুলীন-সংসর্গদ্বারা সাধুতা ও সেই কারণে সম্মান-লাভের প্রত্যাশায় বহুতর ধন বিতরণ করিয়াও কুলীন-সঙ্গ করিতে উৎসাহী হইয়াছিলেন। প্রচুরতর অর্থব্যয় করিতে পারিলে মতিমান মানবগণ কোন্ কর্ম্ম সফল করিতে না পারেন? যে হেতু আশাধিক ধনদাতার বশীভূত না হন, জগতে এরূপ গ্রাহক লোক অতিবিরল। ধন-লুব্ধ সংসার-বিপণি-গামী জনগণ অমূল্য ধর্ম্মরূপ রত্নের সহিত কুল, শীল ও মান দান দিয়াও তদ্বিনিময়ে কিছু কিছু ধন লাভ করিয়া সুলভ পণ্য (জিৎসওদা) লাভ করিলাম বলিয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, প্রথমতঃ অনেকানেক অকুলীন ব্রাহ্মণেরা অর্থদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কুলীনদিগের সংসর্গাভিলাষী হইলেন, দেখিয়া কোন কোন কুলীনেরাও "কৌলীন্য সম্মানের উপযুক্ত অর্থ না পাইলে কদাচ অকুলীন সংসর্গ করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ পণ করিয়া বসিলেন। সুতরাং যে অকুলীন দ্বিজগণ কুলীনদিগের সঙ্গ করিতে লালসা করিতেন, তাঁহাদিগকে তৎকালে কুলীনদি-

গের সেই পণপূরণ করিতেছেন ইত্যা এই কারণে কুলীনদিগের সন্তোষের নিমিত্ত যে টাকা বা স্বর্ণ প্রদত্ত হয়, অদ্যাপি তাহাকে পণ কহিয়া থাকেন। ফলতঃ তৎকালে ধন লোভে বা অসাবধানতা বশতঃ যথাকথঞ্চিৎ রূপে কুলীন ও অকুলীন এই উভয়বিধ ব্রাহ্মণের পরস্পর সংসর্গ ঘটিলেই কুলীনের কুলপাত ও কুলহীনের সম্মান-লাভ হইত।

অনন্তর উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ও দেবীবরের প্রচারিত মতানুসারে বৈবাহিক সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অন্যবিধ সংসর্গদ্বারা পাঞ্চগোত্রিক ব্রাহ্মণদিগের কুলের দোষ গুণ ঘটনার প্রথা রহিত হইলে, যাবতীয় কৌলীন্য নিয়ম বিবাহের উপরিই নির্ভর করিয়াছে। অতএব তাঁহাদের কুলের বৃদ্ধি বা হ্রাস যাহা কিছু হউক, সে সমুদায় বিবাহ দ্বারাই ঘটিয়া থাকে বলিয়া আপামর সাধারণ বঙ্গবাসী জনগণের কাল ক্রমে সংস্কার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালি ব্রাহ্মণেরা কেবল তনয় তনয়ার বিবাহ কালেই কুলাচার্য্য মতে যে প্রকার কুল-বিচার করিয়া থাকেন, অন্য কোন সময়েই সেরূপ নহে। বিশেষতঃ

শ্রদ্দধানঃ শুভাংবিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরংধর্ম্মংস্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

মনু-২য় অ-২য় শ্লোক।

অন্যার্থঃ। অশ্রেষ্ঠ হইতেও শুভাবিদ্যা ও অন্ত্য হইতেও পরমধর্ম্ম এবং মন্দকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গ্রহণ করিবেক।

ইত্যাদি মনুপ্রণীত প্রাচীন মতের অভিপ্রায় অনুসারে কন্যাগ্রহণ কালে তাদৃশ কুলবিচারের আবশ্যকতা নাই। অতএব কন্যাদান সময়েই অধিকতর কুলবিচার হইয়া উঠিয়াছে। একারণ কুলীনেরা নিতান্ত দৈন্যদশাগ্রস্ত হইলেও এবং নিজ নিজ কন্যা ও ভগিনীদিগের সমধিক ক্লেশ সংঘটিত হইলেও তাঁহারা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বল্লালী কৌলীন্য রক্ষণে বা বর্দ্ধনে এত অধিক আয়াস ও ক্লেশ স্বীকার করেন যে, কন্যাদিগের শুভ বিবাহকে তাহাদিগের কন্যাদায় বলিয়া সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে যে সকল কারণে বল্লালী কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, কালসহকারে সে সমুদায় একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই কৌলীন্য রীতিটী কালবশতঃ নানাবিধ অহিতকর অমূলক আচারে সম্মিলিত হইয়া এরূপ বিকটাকার ও কুসংস্কার-বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যে সমধিক দূরদর্শী লোকেরাও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তদনুরূপ আচরণে চিরদিন প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। যদিও কোন কোন তত্ত্বদর্শী সুধীবর,

দেশের অহিতকর চলিত কৌলীন্য রীতিটী শাস্ত্র-সিদ্ধ নহে, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিবার কোনই আপত্তি নাই, বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন. তথাপি তাঁহারা কুসংস্কারী সমাজ ও লোক ভয়ে তাহা রহিত করিতে সাহসী হন নাই। ফলেও যে কাল পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে সাপ্তাহিকী, পাক্ষিকী বা মাসিকী সভা স্থাপন ও নিয়মিত সময়ে তথায় তত্রত্য সাধারণের সমাগম এবং সমুচিত বক্তৃতা দ্বারা, সভাসীনদিগের মনোমালিন্য দূরীকৃত, বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত ফল হস্তগত, কুসংস্কার সকল অপনীত ও সকলের ঐকবাক্যতা প্রচলিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আর ভারতবর্ষীয় মানবদিগের কোন প্রকার ভদ্রস্থতার প্রত্যাশা নাই। যত বড় মহাত্মাই হউন, যত উত্তম জ্ঞানগর্ভ পুস্তকই প্রকাশ করুন আর যতই কেন উদ্যোগ করুন না যত দিন সভা স্থাপনের রীতি প্রচলিত না হইবে তত দিন, কোন রূপ নিয়ম রহিত পরিবর্ত্তিত বা নূতন নিয়ম প্রচলিত হইবেক না। কিন্তু কতগুলি অনিষ্টকর নিয়ম রহিত না পরিবর্ত্তিত কিম্বা কোন কোন নূতন নিয়ম প্রচলিত না হইলেও এদেশীয় লোকদিগের কোন প্রকার মঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

অপিচ মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল, বেদব্যাসাদি কৃত পুরাণ নিকর ও সর্ব্বশাস্ত্র-নিদান বেদ

দের অভিপ্রায় সমুদায় যে নিতান্ত অখণ্ডনীয় ও সর্ব্বতোভাবে আদরণীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই যে সে সমুদায় দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ব্যবস্থাপিত ও ধর্ম্মার্থের অবিরুদ্ধ অপর মত সকল যুক্তি যুক্ত করিয়া লইতে হইবেক না, এরূপ নহে; বরং কেবল শাস্ত্রকারের উপর নির্ভর না করিয়া যুক্তি-যুক্ত মত সকল অতীব প্রামাণিক করিতে হইবেক সেই পুরাতন স্মৃতি বচন দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। যথা,

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং।।

অস্যার্থঃ। সমুদায় বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র এবং ধর্ম্মার্থের সহিত যুক্তি যুক্ত বাক্য ইহারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাবধারণের প্রমাণ। এই প্রমাণ যাহার প্রমাণ বলিয়া বোধ না হইবেক তাহার বাক্যই বা কে প্রমাণ বোধ করিবেক* ?

---

* অপিচ। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ, ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥
ইতি [illegible] পুরাণং। কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেক না; যে হেতু যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বচনানুসারে অতি পুরাতন নিয়ম ও যদি দেশকাল পাত্রভেদে ব্যবস্থাপিত হইতে পারে এবং প্রকৃত যুক্তিযুক্ত বাক্যও যদি প্রামাণিক বলিয়া বোধ করা যায়, তাহা হইলে যে সকল আধুনিক আচার একণে সমাজের অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, সে সমুদায় পরিবর্ত্তিত বা রহিত করিবার বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। তবে যে বঙ্গ-দেশ-বাসী দ্বিজবরগণ, নিতান্ত অনিষ্টকর আধুনিক বল্লালী কৌলীন্যের এত পক্ষপাতী হইয়াছেন, সে তাঁহাদিগের মূঢ়তার কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাহা না হইলে রাজোপাধিক বৈদ্য জাতীয় ও আধুনিক সামান্য লোকের বিরুদ্ধ অযথাপন্ন নিয়মপালনে মত্ত হইয়া কি নিমিত্ত তাঁহারা বেদবিহিত শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম পরাঙ্মুখ থাকিয়া প্রকৃতি-বিপরীত ঘৃণিত আচারে প্রবৃত্ত থাকিবেন?

আহা! কাল্পনিক কৌলীন্যাভিমানী কুসংস্কারী বাঙ্গালা ব্রাহ্মণগণ কি নিষ্ঠুর! তাঁহাদিগের অসাধ্য কি? তাঁহারা নিজ নিজ দুহিতা ও ভগিনীদিগের কি না করেন? যত প্রকার দুঃখ ও অসুখ স্ত্রীলোকদিগের ঘটিতে পারে, তাঁহারা প্রায় সে সমুদায়ই তাহাদিগের প্রতি বিন্যাস করিয়া থাকেন। প্রকৃতি যুক্তি ও শাস্ত্রসিদ্ধ মত নিকরে নয়ন পাত না করিয়া

তাঁহারা কল্পবল্লালী কৌলীন্য কুহকে এত উন্মত্ত হন, যে সর্ব্বাধিক স্নেহপাত্রী নিজ নিজ অনুজা ও তনয়াদিগকে সমুচিত সময়ে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান না করিয়া (হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলার ন্যায়) অনুচিতকালে ও নিতান্ত কু চরিত্র অপাত্র করে অনায়াসে সমর্পণ করেন। কি কুরীতি! দানীয় * বরটী যে নিতান্ত অশিষ্ট, পরম ধার্ম্মিক দাতা ইহা বিশিষ্টরূপে জানিয়াও ব্রাহ্মণ মণ্ডলী-মধ্যে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শকরিয়া শপথ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশিষ্ট বর বলিয়া কন্যাদান করিয়া নিস্তার করেন!!! অর্থপিশাচ অপরিণামদর্শী কাল্পনিক কুলশালী জামাতারাও সেই মহতী সভামধ্যে দাতৃদত্ত কন্যাকে স্বস্তি বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু গৃহীত-পাণি রমণীর প্রতি শাস্ত্রতঃ ও লোকতঃ যেরূপ ব্যবহার করা বিহিত তাঁহারা অনেকেই তাহার কিছুই করেন না প্রত্যুত সচরাচর তদ্বিপরীত আচার করিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সে সমুদায় সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও "কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব" গ্রন্থে বিশেষরূপে প্রকাশিত আছে বলিয়া গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

সাধীভার্য্যার প্রতি যাদৃশ আচার করা কর্ত্তব্য শাস্ত্রে তাহা বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। প্রস-

* যাহাকে দেওয়া যায়।

আরও এস্থলে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইতেছে। যথা

বৃদ্ধৌচ মাতা পিতরৌ সাধ্বীভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতংকৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

অস্যার্থঃ। বৃদ্ধ মাতা পিতা, সাধ্বীভার্য্যা এবং শিশু-সন্তানদিগকে শত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও প্রতিপালন করিবেক, ইহা মনু বলিয়াছেন।

উল্লিখিত মনুবচনানুসারে সাধ্বীভার্য্যা ও শিশু-সন্তানদিগকে প্রতিপালন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তাহা না করিলে শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করা হয়। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে শাস্ত্রের অবজ্ঞাতাদিগকে পতিত হইতে হয়। যথা

বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্যচ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ জাবালি.

অস্যার্থঃ। বিধি বোধিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এবং ইন্দ্রিয়দিগের সংযম না করিলে নর পতিত হয়েন।

সুতরাং যে সকল দুর্গীবেরা নিজ নিজ ভার্য্যা ও শিশুসন্তানদিগকে বিহিতরূপে প্রতিপালন না করেন, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে পতিত হইয়া থাকেন অতএব তাঁহাদিগের সংসর্গী লোকদিগেরও সংসর্গ দোষে পতিত হইয়া থাকে। যথা,

যাজনংযোনিসম্বন্ধং স্বাধ্যায়ংসহ ভোজনং।
কৃত্বাসদ্যঃ পতত্যেব পতিতেন ন সংশয়ঃ।

ইতি দেবলঃ

অস্যার্থঃ। পতিত ব্যক্তির যজমান করিলে পতিতের সহিত বৈবাহিক কোন সম্পর্ক করিলে তাহার সহিত অধ্যয়ন ও পংক্তিভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হইতে হয়; ইহা দেবল বাক্য।

অতএব বর্ত্তমান সময়ের কুলীনেরা যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সহিত কন্যা বা ভগিনীগণের বিবাহ দিলে কন্যাদাতার না ইহকালই হয়, না পরকালেই হয়! ইহকালে যাবজ্জীবন দুহিতাদিগের ভরণ পোষণে ব্যস্ত ও সেই অবীরবতীগণের ক্ষণভঙ্গুর জাতিকুল রক্ষণে একান্ত ত্রস্ত এবং ঐ অনাথা অভাগাদিগের দশমী দশা প্রভৃতি নানা বিধ দুর্দশা অবলোকনে ও হৃদয়বিদারক তদীয় বিলাপ পরিতাপ বচন-কলাপ শ্রবণে সংসরোন্নাত্তি বিষন্ন হইতে হয়!!! আর পরকালেও উল্লিখিত অনাথা ব্যভিচারিণী ও ভ্রূণহত্যা কারিণীদিগের জ্ঞানকৃত সংসর্গজন্য পাপচয়ের প্রতিফল অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই।

হে কৌলীন্যাভিমানি মহাশয়গণ! প্রণিধান পূর্ব্বক ইহাও অবধান করুন যে, যে আচারে ইহকালে কষ্ট ও পরকালও নষ্ট হইয়া থাকে ঈদৃশ লোকগর্হিত ঘৃণিত আচারে নিয়ত প্রবৃত্ত থাকিলে কি বুদ্ধিজীবি-মানবকুলে কলঙ্ক স্পর্শ করে না? বা এতাদৃশ অবিচার-মূল দেশাচার-সরণে

অকারণে পতিত থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি বিচার শক্তি ও বিবেচনা শক্তির অপমান করা হয় না? লজ্জা কি? কিসের ভয়? এরূপ কুরূপ দেশাচারের প্রতি বিরূপ হইতে মমতা কি? চির পরিচিত হইলেই কি স্নেহ-ভাজন হয়? কেবল এক পক্ষের প্রতি যত্ন কি নিস্তারের কার্য্য? কোথায় বন্ধুতা? কপটসুহৃদ কৌলীন্য দ্বার যে তলে তলে সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহা কি জানিতে পারিতেছেন না? এই বিষোদর পয়োমুখ দেশাচার চৌর মুখে* প্ররোচন ও মোহন বচনময় কুহকে বংশী বাদন দ্বারা বল্লাল-দল-বল প্রহরীদিগকে একান্ত বিমোহিত ও অভিভূত করিয়া আমাদিগের সমাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক শত শত অমূল্য প্রজাপুঞ্জের অপচয় ও অজ্ঞাতসারে মহামূল্য সুকান্তারত্নের অপহরণ করিতেছে, দেখিতেছেন না? আর কেন? কতকাল নিদ্রিত থাকিবেন? এত অধিক দীর্ঘ নিদ্রায় কি স্বাস্থ্যরক্ষা হয়? একবার নয়ন উন্মীলন করুন? নেত্রপাত করিয়া দেখুন, প্রায় সমুদায় বঙ্গভূমি জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; অনেক অংশে অবোধান্ধকার তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত অলসের ন্যায় এক্ষণে আর শিথিলগাত্র হইয়া শয়ান থাকা ভাল দেখায় না! দোষকর আলস্য পরিহার ও সভাগার প্রবেশ পূর্ব্বক সকলে ঐকমত্য [illegible]

---

* প্রবন্ধে

মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রত্যেক সংহিতাতেই কিছু সকল বিষয় উক্ত হয় নাই। এই হেতু পূর্ব্বে যাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রদান করিতেন তাঁহাদিগকে সমুদায় সংহিতাতেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইত। তাহা না হইলে সকল বিষয়ের সুযোগ্য ব্যবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য কোন সদুপায় ছিল না। কিন্তু সমুদায় সংহিতাতেই সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করা কত কঠিন, কত আয়াস ও কত দীর্ঘকালসাধ্য তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ কোন কোন সংহিতোক্ত বচনার্থের সহিত কোন কোন স্মৃত্যুক্ত-বচনের অনৈক্য রূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎসমুদায়ের যথার্থ-মীমাংসা করিয়া প্রকৃত ব্যবস্থা নিশ্চয় করাও সামান্য বিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও মেধাবত্তার কর্ম্ম নহে। এই রূপ অসুবিধা পরীহারার্থ মৈথিল, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি মহোদয়গণপূর্ব্বকালেই বহুতর স্মৃতি-সংহিতা সংকলন পূর্ব্বক সংগ্রহ-স্মৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই বিজ্ঞানেশ্বর, মৈথিল, ও বিবেককারদিগের সংগ্রহ স্মৃতির মতানুসারেই বহু কালাবধি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেরও আচার প্রণালী চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহাতেও মূলস্মৃতির তাৎপর্য্যাবলির অনেকাংশে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

অভিলাষের সঙ্কোচ হইবেক, সেইরূপ মনের বহুব্যাপারেরও অনেকাংশে শান্তি হইয়া আসিবেক। যে হেতু নানা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়ও বিবিধ প্রকার; ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে সেই সমুদায় বিষয়ের অভিলাষ ও অন্বেষণ করিতে হয়, সুতরাং সর্বক্ষণ দুঃখ অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। আর যদি অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম করা যায়, তাহা হইলেত আর বহুতর বিষয়ের অন্বেষণ করিতে হয় না সুতরাং অপেক্ষাকৃত চিত্তচাঞ্চল্যের হ্রাস হওয়াতে সুখী অর্থাৎ সুস্থির-চিত্ত হইবার সম্ভাবনা।

অনন্তর তাঁহারা ইহাও বিবেচনা করেন, যে কেবল ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেই যে মনঃ নিবৃত্তি অর্থাৎ সুখী হয় এরূপও নহে; মনের স্বভাবিক ধর্ম্ম বশতঃ অনর্থ কাম্য-বিষয়ে গতাগতি হইয়া থাকে; অতএব মন সম্পূর্ণরূপে সুখী হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই যোগী মানবগণ, নিজ নিজ মনকে নিরন্তর একাগ্রভাবে রাখিবার জন্য তাহাকে কোন এক [illegible] চিন্তা বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া মনোযোগ করেন এবং অভ্যাস প্রভাবে সেই বস্তু [illegible] কাল [illegible] লেই পরমসুখে অর্থাৎ "আমি সুখী" নিরন্তর এই বোধে কালযাপন করেন। তখন তাঁহাদের [illegible] [illegible] সুখ আর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। সে সময়ে পরমানন্দিনী নিদ্রা

অতঃ তত্ত্বজ্ঞ, সাধু, পুণ্যাত্মা সাধারণ জীবদিগকে যাদৃশ নানাবিধ অসহ্য ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিতে হয়, তাঁহাদিগকে আর তাহার কিয়দংশও সহ্য করিতে হয় না। তাঁহারা একাগ্র চিত্তে পরমেশের উদ্ভাবন ও জগদাত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচন করিয়া যাব-জ্জীবন দিবারাত্রি নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দসা-গরে মগ্ন হইয়া থাকেন [illegible]।

সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৪	১৭	আজ্ঞ	আজ্ঞা
৮৩	১১	কুসংস্কারীর	কুসংস্কারীরা
৮৩	২২	উৎপাটিত্তা	উৎপাটিত
৮৪	৭	পশু,	পশুসুলভ
১০৬	৮	(১১২৬)	(১১১৬)
১০৬	২০	(ব্রাহ্মণ অবধি এবং পর্য্যন্ত)	(হইবে না)
১১২	২২	অতিবড়	ব্যাঘ্র তুল্য
১[illegible]০	১৮	বাঙ্গালা	বাঙ্গালী
১২৮	১	সপ্রণালী বদ্ধ	সুপ্রণালী বদ্ধ

—oo—